ঈশ্বরোজয়তি।

মহাকবি

৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের
বিরচিত কবিতাবলীর
সার সংগ্রহ।

তৃতীয় সংখ্যা।

সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক শ্রীরামচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা
সংগৃহীত হইয়া

কলিকাতা
প্রভাকর যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।
সন ১২৭৮ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।
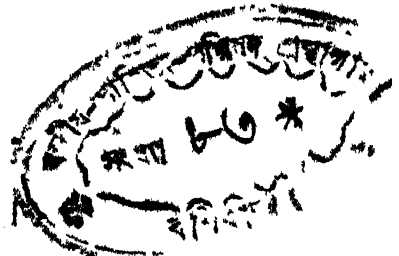
রূপক

শীতঋতু বর্ণন।

ত্রিপদীচ্ছন্দঃ।

হিম ঋতু মহীপতি, হিমালয় নিবসতি,
সংপ্রতি ছাড়িল রাজধানী।
শাসন করিতে রাজ্য, আসিতেছে অনিবার্য্য,
তার সঙ্গে সেনানী হিমানী॥
উত্তরীয় বায়ু তার, অশ্ব অতি চমৎকার,
তাহাতে করিয়া আরোহণ।
ভ্রমিতেছে নানাস্থান, দুর্ব্বল কি বলবান,
ভয়ে কম্পমান প্রাণিগণ॥
কাটা কোটা ছড় চটা, ইত্যাদি সেনার ঘটা,
উড়াইয়া কুআশার ধ্বজা।
জগতের অনিবার্য্য, শাসিতে আপন রাজ্য,
সাজিলেন শীত মহারাজা॥
সাজিলেন রাজা শীত, ত্রিভুবন সশঙ্কিত,
নাজানি কাহার কিবা হয়।
ছুটিল শীতল বায়ু, টুটিল বৃক্ষের আয়ু,
যুবকের জীবন সংশয়॥
শরদ পাইয়া ত্রাস, মনে মানি মানহ্রাস,
বনবাস করিবারে যায়।
তাহার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল,
হিম বৃষ্টি কে বলে উহায়॥
হইতেছে হিম বৃষ্টি, একি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি,
মহারিষ্টি নাশে দৃষ্টি পথ।
শিশিরে শশিব কব, আচ্ছাদিত নিবন্তর,
মৃতবৎ চকোর জীবন্ত॥
তেজস্বির যত গর্ব্ব, সকলি করিল খর্ব্ব
শীতঋতু এমনি দুর্জ্জয়।
খরতর, ভানুমান, শীত ভয়ে কম্পবান,
অগ্নিকোণে নিলেন আশ্রয়॥
দিন দিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন,
দেখি দিন পতির দীনতা।
নিশা নহে নিশাচরী, গ্রাস করে দিনে ধরি,
মনে করি তার প্রবীণতা॥
এমত শীতের ভয়, পরাভূত ধনঞ্জয়,
তাঁহারে না মানে কোন জন।
সর্ব্বদা দুঃখির ঘরে, লুকায়ে থাকেন ডরে,
জীর্ণ বস্ত্র মাত্র আচ্ছাদন॥
কিন্তু তাঁর শুভাদৃষ্ট, এই মাত্র হয় দৃষ্ট,
যুবতী রমণী যত জন।
সুখে দুখে হেঁট মুখে, অগ্নিশিখা রেখে বুকে
সর্ব্বাঙ্গ কবিছে আলিঙ্গন॥
দেখিবা বন্ধুর গ্লানি, কুমুদিনী অভিমানী,
অভিমানে লুকাইল নীরে।
ঘুচিল মধুর আশ, ভ্রমরের সর্ব্বনাশ,
অশ্রুনীরে ভাসে মাত্র তীরে॥
দলহীন তরুবর, অকমল সরোবর,
সুবিকল কলহংসকুল।
মযূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
হইয়া সতত সমাকুল॥
বিষম হিমের ভয়ে, কোকিল ব্যাকুল হয়ে,
দুখে ডাকে গোপনে কাননে।
শীতে কবে উহু ২, লোকে বলে বলে কুহু,
এ কুহুক বুঝিবে কি আনে॥
জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্ কবে কেটে লয় নাপ্।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস্ ২,
জল নয় এ যে কাল সাপ্॥

ভুজঙ্গেরে কিসে ভয়, মন্ত্রে তার বিষক্ষয়,
যত ভয় যেতে হয় জলে।
যুবতীর স্তনদ্বয়, তাহে কত লোভ হয়,
যত লোভ জ্বলন্ত অনলে॥
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত সমীরণে॥
বলবান বড় বড়, সবে হয় যড শড,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জর জর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে॥
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ ভীম,
স্পর্শমাত্রে হরে তার জ্ঞান॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে ঘাটে শত শত,
মুহুনী গাঞ্জার দম নিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে,
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া॥
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিণী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন মুক্ত গণি॥
ধনির শরীরে সাল, গরিবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত সোয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয়॥
চির জীবি ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শমনের ঘর কাঁচা, তার হয় প্রাণে বাঁচা,
জাড় তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে॥
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত॥
সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতৈল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই॥
থাকিতে দুঘড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলে খেলা,
বেলাবেলি খায় গিন্নী ভাত।
লেপে করে মুখ রুজু, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠেনাকো না হলে প্রভাত॥
বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকসিত,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম খায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ॥
গম্ম খেতে আলবোলা, মকাখোর বোল তোলা,
ধার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
বায়ু ভায়া মনোভরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে॥
চারি দিগে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বোসি করে স্বর্গ ভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন্ ঠুন্ বাদ্য রব,
তাতে কি হিমের হয় যোগ॥
আমা হেন ভাগ্য পোড়া, দুঃখ লাগা আগা
গোড়া, শীতে মর দেহ নহে বশ।
ঢন্ ঢন্ হাত খাঁড়ি, ভরসা মুড়ির চাড়ি,
পান মাত্র খেজুরের রস॥

অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
শাল বিনা মান নাহি রহে।
ঘুচিল সুখের চোট্, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে॥
উড়ানী চাদর যত, এখন আদর হত,
আগে যাহে অভিমান রোতো।
শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে কোতো॥
ইয়ারেরা মদ মদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান্।
কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান॥
কেবা বুঝে স্বর বোল, কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে স্বর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে নিয়ে দড়ি॥
সাহেবে রাখিয়া বাজি, লয়ে তাজি তাজিবাজী
দমবাজি কারসাজি কত।
সোয়ার হাঁকায় চোটে, ঘোড়া পায় ঘোড়া
ছোটে, বাজীবলে বাজি বল হত॥
বিরহিনী নারী যত, দুই দিগে উপহত,
একেতো প্রবলতর শীত।
দ্বিতীয় বিরহ জ্বর, ক্লান্ত করে নিরন্তর,
কলেবর সতত কম্পিত॥
হৃদয়ে বিরহাগুন, দগ্ধ করে পুনঃ পুন,
বাহিরে শীতের পরাক্রম।
দুই দিগে দুই জ্বালা, কেমনে সহিবে বালা,
নিজ ভ্রমে হরে নিজ ভ্রম॥
অপরূপ একি আর, সকলেরি জ্ঞাত সার,
আগুনে শীতের হয় নাশন

এ শীতে বিরহাগুন, পুষ্ট করে চতুর্গুণ,
কিবা গুণ হিমের প্রকাশ॥
অন্তর বিরহানলে, নিরন্তর ঘন জ্বলে,
বাহিরে শীতের মহারণ।
কোন মতে সুস্থ নয়, জ্বালাতন অতিশয়,
বিরহির জীবনে মরণ॥
সংযোগী প্রণয়ী যারা, উল্লাসে উন্মত্ত তারা,
পরস্পর প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রেমানন্দ রাত্রি দিবা, শীতে তার করে কিবা
বারো মাস বসন্ত উদয়॥
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
শীত তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তাল ভঙ্গ,
অনঙ্গ প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা॥
তথা শীত সশঙ্কিত, যথা দোঁহে অশঙ্কিত,
এক অঙ্গ যুবক যুবতী।
একেলা অভাগা যারা, তাহারা জীয়ন্তে মরা,
শীতে সারা হইল সংপ্রতি॥
বিধবা বিরহী যেই, সুখে দুখে সম সেই,
অন্ধের যেমন জাগরণ।
মনেতে হইয়া ধর্য্যা, সমুদ্রে করেছে শয্যা,
শিশিরে কি করে জ্বালাতন॥
এক ঘরে বুড় বুড়ী, শুয়ে থাকে গুড়ি গুড়ি,
কলেবর থর থর কাঁপে।
দাঁতে দাঁতে এক হোয়ে, আহা উহু রোয়ে
রোয়ে, বুড়ার ঘাড়েতে বুড়ী চাপে॥
বিদেশী পুরুষ যত, খেদ করে অবিরত,
পোড়া শীতে পড়ে থাকি দুখে।
ভামিনী কামিনী চয়, স্বামিনী যদ্যপি হয়,
তবেতো যামিনী যায় সুখে॥

ইংরাজী নূতন বর্ষ ।

পয়ার ।

চাঁদ ছিল বাণ ধরি, দীপ্তি গেল তার ।
বিনিময়ে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার ॥
এই অবনীর করি, কত হিতাহিত ।
একায় একান্নে ছিল, সবার সহিত ॥
নিরম বায়ু দেব, ধরিয়া বিক্রম ।
বিজাতীয় শকে আসি, করিল আশ্রম ॥
খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর ।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর ॥
চারু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর ।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর ॥
মানমদে বিবি সব, হইলেন ফ্রেস ।
ফেদরের ফোলোরিস্, ফুটিকাটা ড্রেস্ ॥
শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তায় মাখা ।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে, গলদেশ ঢাকা ॥
চিকন্ চিরুনি চারু, চিকুরের জালে ।
ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে ॥
বিড়ালাক্ষি বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে ।
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে ॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য, মৃদুহাস্য ভরা ।
অধরে অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুধা হরা ॥
গোলাবের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক্ ।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে, লাগে তথা ভিক্ ॥
মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি ।
রিবিণ্ উড়িছে কত, ফর্ ফর্ করি ॥
টল টল টল টল, বাঁকা ভাব ধোরে ।
বিবিজান চলে যান, লবেজান কোরে ॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব, ধন্য তুই মাচি ।
তোর মত গুটি হুই, পাখা পেলে বাঁচি ॥
তাহে আর রবেনাকো, ভুবিবার কথা ।
ইচ্ছাধীন উড়ে গিয়া, বসি যথা তথা ॥
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি, দম্পতী হেরিয়া ।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়া ॥
উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি বগির উপরে ।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে ॥
খানার টেবিলে বসি, করি খুব্ ভুল ।
এঁটোকরা সেরির, গেলাসে দিই হুল ॥
কখনো গাউনে বসি, কভু বসি মুখে ।
মাঝে মাঝে ভিজে যায়, পাখা নাড়ী সুখে ॥
নববর্ষ মহাহর্ষ, ইংরাজ টোলায় ।
দেখে আসি ওরে মন, আয় আয় আয় ॥
শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর ।
কোথায় অমরাবতী, কোথা স্বর্গপুর ॥
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা ।
ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খানা ॥
বেরিবেষ্ট, সেরিটেষ্ট, মেরিরেষ্ট যাতে ।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥
কট্ কট্ কটাকট্, টক্ টক্ টক্ ।
ঠুনোঠুনো ঠুন্ ঠুন্, ঢক্ ঢক্ ঢক্ ॥
চুপু চুপু চুপ্ চুপ্, চপ্ চপ্ চপ্ ।
সুপু সুপু সুপ্ সুপ্, সপ্ সপ্ সপ্ ॥
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্, কস্ কস্ কস্ ।
কস্ কস্ টস্ টস্, ঘস্ ঘস্ ঘস্ ।
হিপ্ হিপ্ হোরে হোরে, ডাকে হোল ক্লাস
ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ, টেক দিস গ্লাস ॥
সুখের সখের খানা, হোলে সমাধান ।
তারা রারা রারা রারা, সুমধুর গান ॥

গুড়ু গুড়ু গুম গুম, লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা, লালা লালা লাল॥
আয় লোভ চল যাই, হোটেলের সাপে।
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চাপে॥
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক।
যত পার কোসে খাও, টেক টেক টেক॥
সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি, ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরা॥
করি ডিম আলুফিস, ডিসপোরা কাছে।
পেট পুরে খাও লোভ, যত সাদ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিবিদের ঘেঁসে॥
আর কি বিলম্ব আছে, এ ভব তরিতে।
গোউন করিছ কেন, গোউন ধরিতে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম্।
ডোণ্ট ক্যার হিন্দুয়ানী, ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম॥
সাড়ী পরা এলোচুল, আমাদের মেম।
বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম॥
সিন্দূরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নশী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রাশী, শামী, গুল্কি
ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাদুখ।
কখনো দেখে না পর পুরুষের মুখ॥
ব্যভিচার অত্যাচার, নাহি কোন দোষ।
কেবল স্বভাবে করে, পতি পরিতোষ॥
এই রূপে হিন্দুরামা, শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো, অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডি, বলি শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে॥

একবার ক্ষণকাল, হোটেলেতে থেকে।
বিলাতি বিবির ভাব, চক্ষে যাও দেখে॥
কেমন সুভঙ্গীভাব, কেমন স্বভাব।
কোনদিকে নাহি হয়, কিছুর অভাব॥
আহার বিহারে নাই, মনের বিকার।
সরল প্রণয় গুণে, সকল স্বীকার॥
কি কর কুটীরে বসি, বাঙ্গালির মেয়ে।
খানার টেবিল পানে, দেখ ওই চেয়ে॥
ডাকাডাকি ঢাকাঢাকি, প্রথমতঃ এসে।
পাকাপাকি মাখামাখি, ঝাঁকাঝাঁকি শেষে॥
বিদ্যাবলে অবিদ্যায়, অপরূপ ক্রিয়া।
কত মিস করে পিস, বেচিলর নিয়া॥
কাড়াকাড়ি ছাড়াছাড়ি, প্রতি ঘরে ঘরে।
কথায় কথায় কত, ডাইবর্স করে॥
গড়াগড়ি পড়াপড়ি, প্রেমগড়ি ঘেরে।
চড়াচড়ী হেরে যায়, চড়াচড়ি হেরে॥
ধন্যরে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত, বেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভোরে, খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাবনা ভাত, গোটুহেল কালো।
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরণ ভালো॥
পুরিবে সকল আশা, ভেবোনারে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে, রাখিবনা ক্ষোভ॥

খানালোভী ইয়ংবেঙ্গল।

পৌষ পার্ব্বণ।

রূপক।

পয়ার।

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহাসুখ ভোগ॥
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্॥
সারানিশি জাগিয়াছি, দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল নিয়ে, গিয়াছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাধা বাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক, যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে, করি নানা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোড়া আথা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার॥
তুক্ তাক্ মন্ত্রতন্ত্র, কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিচে শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্
খোলায় পিটুলি দেন, হোয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দ হয়, ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে, কাঁদুনি কাঁদিয়া॥
চেয়ে দেখ সংসারেতে, কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে, নয় রেখ্ ঢেলে॥
খুদকুঁড়া গুঁড়া করি, কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব, তুমি হোলে ঢেঁকি॥
আড় করি পার্ দিতে, সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয়, আদ্ পোয়া পড়ে॥
ছাঁই কোরে রাখিলাম, অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে॥
ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া, ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে, নহে এক মন।
বাড়ীর লোকের তাহে, নহে এক মন॥
এক মনে খায় যদি, আদ্ মণে সারি।
এক মনে না খাইলে, দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গামনে পূরোমন, মন যদি খোলে।
পূরো মনে কি হইবে, ভাঙ্গামন হোলে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে, কত মনতোলা।
জাননা কি, ঘরে আছে, কত মনভোলা॥
কারে বা কহিব আর বোনা হলো দায়।
খুলে দিলে, মন কিহে, তুলে রাখা যায়॥
বিষম দুরন্ত ওটা, মেজোবোর ব্যাটা।
কোনমতে শুনেনাকো, ছোঁড়া বড় ঠ্যাঁটা॥
না দিলে ধমক্ দেয়, দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটি বাটি হাঁড় কুঁড়ি, সব ফ্যালে ভেঙ্গে॥
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব, মিছে দেই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল, পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল, সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি, চল কোন্ চেলে॥
ও বাড়ীর মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ, আসিবেন রেতে॥
তোমার কি সব পানে, কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে বায়, অভাগীর প্রাণ॥

কি বলিব বাপ্ মায় কেন দিলে বিয়ে।
এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্না নিয়ে॥
কোন দিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে।
দিবেনিশি ফেরো শুধু, গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র ছুই গাছা, খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা, মেয়েটির ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল, কে করে খালাস্।
বাঁচিবার সাদ নাই, মলেই খালাস্॥
রাত্রিদিন খেটে মরি, এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি, আমি যাই মেয়ে॥
এই রূপ প্রতি ঘরে, দৃশ্য মনোহর।
গিন্নির কাঁড়ুনী হয়, কর্ত্তার উপর॥
মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধুম॥
সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে।
ডাল্ ঝোল্ মাচ ভাত, রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে।
সাদে রাঁধে পরমান্ন, নলেনের গুড়ে॥
বধুর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ী ননদ কত, কথা কয় বেঁকে॥
হ্যাঁলো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস্ মায়ের নিকটে॥
সাতজন্ম ভাত বিনা, যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে॥
বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার, বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব, ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে, মাটিতে পা, নাহি পড়ে তাঁর॥

হাসি হাসি মুখ খানি, অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী দিয়ে নথনাড়া॥
হ্যাঁগো দিদী এই শাক রাঁধিয়াছি যেতে।
মাথা খাও সত্তিবল ভাল লাগে খেতে॥
দিদিদিস্ কেন বোন, হেন কথা কোয়ে।
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক, জন্ম এয়ো হোয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব, বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে॥
এই রূপ ধূমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মত অনুষ্ঠান, আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে
সারি সারি হাঁড়ি ২ কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে।
তার আশা নাহি কক্ষে আক্ষে যার ফোলে॥
আলু তিল গুড় ক্ষীর, নারিকেল আর।
গাড়িতেছে পিটে পুলি অশেষ প্রকার॥
বাড়ী ২ নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা।
হায়২ দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে, শয়নের ঘরে।
স্বামির খাবার দ্রব্য আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাদ আছে।
ঘেঁসে২ বসে গিয়া আসনের কাছে॥
মাথা খাও খাও বলি, পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকামুখে পিটে দেয় পিটে।।
আকুলি বিকুলি কত চুকুলির লাগি।
চুকুলি গড়িয়া হন্ চুকলির ভাগী॥
প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা।
বিষমাখা বাক্যবাণে কাণ হলো কালা॥
মেজো বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড়।
কুমারের পোনে যেন, পোড়ে পোড়ে পোড়

মনোদুঃখে প্রাণে আজ, জুটিনাই থোড়।
এখনো রয়েছে তাই কোন্দলের তোড় ॥
শাশুড়ী আলাদা রেখে ছঁাই তিন হঁাড়ি।
চুপি চুপি পাঠালেন কন্যাটির বাড়ী ॥
ঠাকুঝির ছেলে গুলো খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে ॥
মরি মরি বাট্ বাট্ কেঁদেছিল রেতে।
বাছা মোর পেট পুরে নাহি পায় খেতে ॥
ওমা ওমা কত কব লাজ লজ্জা খেয়ে।
বাবা বাবা দেখোনাকো তুমি বাবা হোয়ে ॥
শক্তি ভক্তি পরায়ণ হন যেই নর।
তখনি এসব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘর ॥
উপাদেয় দ্রব্য সব গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম্ম শেষ গোটা দুই খেলে ॥
পরস্পর অনুরাগে খোলা আছে জ্বেলে।
ভাবাপুলি খেতে দেয় হাবা পতি পেলে ॥
কামিনী কুহকে পড়ি খায় যেই ভাবা।
নিজে সেই হাবা নয় হাবা তার বাবা ॥
বুকে পিটে গুড়পিটে গুড় পিটে গড়ে।
হিঁদুর দেবতা সম ঠাট্ তার ধড়ে ॥
ভিতরে পুরিয়া ছাঁই আলু দেয় ঢাকা।
সে যে আলু আলু নয় দোষ তাহে মাখা ॥
লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটে গুলি ফোটে ॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুসি।
গৃহিণীর অনুরাগে শুদ্ধ তাই চুষি ॥
চুসি পেয়ে খুসি বুড়ো শক্তি নাই আর।
বৃদ্ধকালে কোশা কুশী চোষাচুষি সার ॥
যুবো সব সুরোপ্রায় খুবো নাহি নড়ে।
কাছে বোসে খায় কোসে রোসে নাহি পড়ে ॥

ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক ॥
প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে ॥
শহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক।
কর্ত্তাদের গালগপ্প গুড়ুক্ টানিয়া!
কাঁটালের ভুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া ॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া বোসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান কোসে।
কতমত রঙ্গরস হাত দিয়া ভাতে ॥
উহুঁ উহুঁ শাক দেও জামায়ের পাতে।
জামায়ের রসিকতা পাড়াগেঁয়ে গাল ॥
হাঁ২ হাঁ২ কর্ত্তাটির পাতে দেও ডাল।
শ্বশুর কশুর নাই করে কত ছল।
জামাই কামাই নাই শামাই সকল ॥
তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়া ॥
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের যৌতুক ॥
খেজুরের রসে হয় অপরূপ গুড়।
কে বুঝিবে তার মাঝে মর্ম্ম এত গূঢ় ॥
নাগরী করিছে শোভা নাগরীর কোলে।
নাগরী নাগর ভাবে প্রেমানন্দে দোলে ॥
নাগরী করিয়া কোলে নাগর দোলায়।
নাগরী দুলিছে যেন নাগর দোলায় ॥
ধন্যরে নাগরী তুই ধন্য তোর বোল।
মাটি হয়ে পেলি তুই নাগরীর কোল ॥
টাকা যায় কড়ি যায়, যদি যায় ভিটে।
তবু আমি তোরে মেখে খাব আজ পিটে ॥

প্রাণে যদি মরে যাই, পেট মুখ ফুলে।
নাগরীতে হাত পুরে, গুড় লব তুলে॥
মাখামাখি কায নাই, চাকাচাকি নিয়া।
ফাকে থেকে লব স্বাদ, ফাকে হাত দিয়া॥
তাতরসী মাতরসী, কেবা জানে সার।
কর্ম্মের সুসার যাহে, সেই মাত্র সার॥
কি সার অসার সার, যদি পাই মাৎ।
মাৎ হোয়ে মেতে উঠে, বাজি করি মাৎ॥
কবি কহে আচ্ছা বাপ, যত থাকে ভোড়।
কোসে কোসে খাও আস্কে, গুণে গুণে ফোঁড়॥
সারে নাহি সাব বোধ, অসারেতে সার।
ইচ্ছায় মাতের ঘরে, যেওনারে আর॥
এ গুড় চটার গুড়, এ মাতে কি মাতে।
তাই বলি ওরে বাপ, থাক সারে মাতে॥
অহং পিটে পাগ্লা পেটুক্।

ভয়ানক শীত।

রূপক।

ত্রিপদী।

পাইয়া স্বর্গের জল, প্রেমানন্দে ঢল ঢল,
করে শীত প্রস্তাব প্রচার।
ধরিয়া ভীমের বল, আইল হিমের দল
ভয়ে জীব সিমের আকার॥ ১
দারুণ মাঘের জাড়, বিন্ধিছে বাঘের হাড়,
নাহি তার রাগের ব্যাপার।
ঘুচিয়াছে ডাক্ ডোক, জাঁক্ জোঁক্ হাঁক্ হোঁক
নাহি রোক্ বৈষ্ণব আচার॥ ২
গঙ্গাসাগরীয় শীত, হইয়াছে বিকসিত,
হরষিত সংযোগী সকল।
সঙ্গমের যাত্রী যত, সঙ্গমের ক্রিয়া কত,
অবিরত কাঁপিছে কেবল॥ ৩
সঙ্গমে শীতল বারি, ডুব দিয়া যত নারী,
তীরে উঠি তনু টল টল।
উত্তরীয় সমীরণ, শব্দ করি স্বন্ স্বন্,
করিতেছে অঞ্চল চঞ্চল॥ ৪
বসন না থাকে বুকে, উড়িছে দক্ষিণ মুখে,
হেঁট মুখে টানে এক হাতে।
টানে মাত্র হাতখানি, প্রকৃতির টানাটানি,
সম্ভ্রম কি রক্ষা হয় তাতে॥ ৫
কবেরে চঞ্চল কবি, তাহার অঞ্চল হরি,
অঞ্চল নাচিয়া দেয় ছুট।
দুই হাতে দুই থাপা, কত দিকে দিবে চাপা,
কটি থেকে খোসে যায় খুঁট॥ ৬
এ দিগ্ সারিতে যায়, আর দিগে ঘস্তে দায়
উপায় না পায় কিছু পায়।
হাসে লোকে পদে পদে, যুক্ত করে পদে২,
হাতে পদে বিপদ ঘটায়॥ ৭
হৃদয় চরণ কর, চমকিত পরস্পর,
তনু তায় ধনুর আকার।
ধন্যরে সঙ্গম তীর, জুড়িয়া লাবণ্য ক্ষীর,
পুরুষেরে করিছে প্রহার॥ ৮
বাতাসে উড়িছে বাস, দেখা যায় সুপ্রকাশ,
এ আভাস স্থূলবোধে লও।
তাহা নয় তাহা নয়, দৃশ্য হয় কুচদ্বয়,
বুঝ তার ভাবুক যে হও॥ ৯
জাহ্নবী সাগর সহ, কেলি করি অহরহ,
করিতেছে সতীত্ব বিনাশ।
কামিনী হৃদয়োপর, কুচরূপ ধরি হর,

করে তাই প্রকোপ প্রকাশ ॥ ১০
মুখে নাহি সরে কথা, এযোগ হয়েছে যথা,
ইচ্ছা হয় যাই তথা উড়ে।
শিব দৃষ্টি শিব ভাবে, কারাঙ্গুলি বেল পাতে
পূজা দিয়ে আসি মাথা খুঁড়ে।
মকর সংক্রম যোগে, অষ্ট দিক কষ্ট ভোগে,
স্পষ্ট তায় বাড়ে অনুরাগ।
ভাগ্যর পুণ্যের আশা, নাগর সঙ্গমে আসা,
নাগর লুটিরে তার ভাগ ॥ ১২
ল্যাজে মুখে এক হোয়ে, বিবরের মাঝে রোয়ে,
ফণী আর নাহি তুলে হাই।
ভক্ষ্য ভেক ধরিবার, ফোঁস্ ফোঁস্ করিবার,
সাপের বাপের সাধ্য নাই ॥ ১৩
অনল হইল জল, নাহি তার কিছু বল,
শিশিরে সকল সুশীতল।
দূরেতে থাকুক্ স্নান, কেবা করে জলপান,
জল নয় দাঁত কাটা কল ॥ ১৪
নস্যিলোসা, দধিচোষা, উষাকালে লয়ে কোশা,
যত সব গোঁসার গোঁসাই।
স্নান করি আঁতে আঁতে, লেগে যায় দাঁতে২,
হাতে হাতে ফল ফলে ভাই ॥ ১৫
কলেবর দর দর, ওষ্ঠাধর থর থর,
স্তব পাঠ কথা কত ভঙ্গে।
বা-বা-বা-বা-ভ-ভ-ভ-ভ-স্থ-স্থ-র-র-থ-থ-থ-থ,
ধু-ধু-গী-গী, গ-গ-গ-গ-গংগো ॥ ১৬
এই শীতে নায় প্রাতে, আলোচাল কলা ভাতে,
এক সন্ধ্যা পেটে দেয় যারা।
বিধাতার লিপি যোগ, এজন্মের ভোগাভোগ,
পূর্ব্ব জন্মে চোর ছিল তারা ॥ ১৭
তাহা নয় বিপ্রচয়, সাক্ষাৎ অনলময়,
ভয় কেন করিবেন জলে।
হিম ভীম অতিশয়, স্নিগ্ধ জল সমুদয়,
সহ্য হয় পূর্ব্বপুণ্য ফলে ॥ ১৮
সহজে হইল স্থির, কি করিতে পারে নীর,
যত শর্ম্মা অগ্নিশর্ম্মা যেন।
শীতের শীতল বারি, নাহি মানে কোন নারী,
প্রাতে নেয়ে বেঁচে আসে কেন? ১৯
সুরতরঙ্গিণী দলে, সুরতরঙ্গিণী জলে,
সুখে চলে, অভয় শরীর।
স্বভাবে সমুদ্র কায়, লাবণ্য তরঙ্গ তায়,
কি করিবে তরঙ্গিণী নীর ॥ ২০
নরমন দগ্ধ করা, নয়নে আগুন ভরা,
অনল শিখর পয়োধরে।
কোথায় শীতের বল, এক ঠাঁই অগ্নি জল,
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে দগ্ধ করে ॥ ২১
কুয়াশায় দৃষ্টি রোধ, দিগ্‌দিক্ নাহি বোধ,
সমরূপ সন্ধ্যা আর ভোর।
ঢুকিয়া গৃহির পুরি, চোরে নাহি করে চুরি,
যত ব্যাটা চোর, যেন চোর ॥ ২২
দম্পতীর মহাসুখ, দূরে গেল সব দুখ,
রাত্রি দিন হয়েছে সমান।
শরীরে শরীর যুক্ত, দেখে শীত ত্রাসযুক্ত,
লেপ নাহি অঙ্গে পায় স্থান ॥ ২৩
ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম, নিরন্ত হুমের ধুম,
উম বিরাজিত সেই স্থানে।
নানা উপচার ধরে, হৃদয় অধর করে,
পূজা করে দেব পঞ্চবাণে ॥ ২৪
শীত সহযোগে বর্ষা, বিয়োগির বুকে বর্ষা,
মারিল মারিল একেবারে।

অনিবার হাহাকার, এমন কে আছে আর,
এবিপদে বাঁচাইতে পারে ॥ ২৫

রূপক।

শীতকালের প্রভাতে মানিনী নায়িকার মানভঙ্গ।

পদ্য।

সুখের শিশির কালে, নিশির প্রভাতে।
ঈষৎ আরক্ত ছবি, রবির প্রভাতে ॥
দেহ হোতে পরিহরি, তিমির বসন।
ভব যেন নব বস্ত্র, করিল ধারণ ॥
তারাপতি তারা সহ, গুপ্ত করে কর।
স্থল জল আকাশের, শোভা মনোহর ॥
নাগর নাগরী দোঁহে, বোসে কুঞ্জবনে।
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি, নিশি জাগরণে ॥
সুশীতল সমীরণ, পরশে কাঁপিয়া।
কামিনী কহিছে কথা, বদন ঝাঁপিয়া ॥
চোলে যেতে ঢোলে পড়ি টোলে যায় পদ।
বোধ হয় যেন কত, খাইয়াছি মদ ॥
বসনে ঢাকিয়া দেহ, গুঁড়িমেরে আছি।
উহু উহু প্রাণ যায়, শীত গেলে বাঁচি ॥
হাসিয়া নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ।
শীতভীত হোয়ে এত, ভাব কেন দুখ ॥
ছয় ঋতু মধ্যে শীত, করে ভব হিত।
হিতকর দোষী হয়, একি বিপরীত ॥
শুনিয়া রমণী কহে, আড়্ চক্ষে চেয়ে।
কিসে শীত হিতকারী, সকলের চেয়ে ॥
যে শীত বিক্রম করি, কাটায় শরীর।
যে শীত আমারে এত, করেছে অস্থির ॥
যার ভয়ে ঘর হোতে, না হই বাহির ॥
যার ভয়ে হাত দিয়া, নাহি ছুঁই নীর ॥
কলেবর গুপ্ত আছে, যে শীতের ভয়ে।
পদ্মমুখ বিকসিত, যে শীত না করে ॥
বার বার তুমি তার, খাড়াতেছ মান।
আর না কহিব কথা, করিলাম মান ॥
মানিনীর মান দেখে, রসিক নাগর।
সৃজিল সগর ৎ, রসের সাগর ॥
সরস বচন জল, অমৃত সমান।
হিমের প্রশংসা ছল, তরঙ্গ তুফান ॥
ভাব অর্থ দুই দিকে, শোতে দুই কূল।
“ অভিপ্রায় স্থির ধারা,, মধ্যে অনুকূল ॥
মানময়ী সেই জলে, দিতেছে সাঁতার।
পদে পদে পদ যোগে, না পায় পাথার ॥

নায়কের উক্তি।

নায়ক নায়িকা প্রতি, কহিতেছে শেষ।
কিসে শীত হিতকারী, শুন সবিশেষ ॥
রূপগুণ হাব ভাব, তোমার যে আছে।
যারা তার অনুরূপ, চুরি করিয়াছে ॥
সেই সব চোর ধরি, শীত মহারাজা।
একে একে সকলের, দিতেছেন সাজা ॥

কুন্তলের নিভা হরি, বিভাবরী নিশা।
শীতের শাসনে তাই, হইতেছে কৃশা ॥
হেমন্ত করিল তার, অহঙ্কার ক্ষয়।
দণ্ড দণ্ড, দণ্ড পেয়ে, দণ্ড নাশ হয় ॥
কু-আশা জানিয়া তার, কুয়াশার জালে।
একেবারে ঘেরিয়াছে, আকাশ পাতালে ॥
রজনী শাসন হেতু, ঘোর তর ধুম।
জল ফুঁড়ে, স্থল জুড়ে, শূন্যে উঠে ধুম ॥

আর দেখ স্বরূপসি, বিনোদিনী ধনি।
বেণীর বিনোদ ভাব, হয়েছিল ফণি॥
ক্রোরে পাপ, পেয়ে তাপ, ভয় বড় মনে।
বিরলে লুকালো সাপ্, শীত আগমনে॥
নিয়েছিল নীরধর, কেশের আকার।
বরষা শরদে বড়, জাঁক্ ছিল তার॥
ভীম সম ভীম হিম, দিলে প্রতিফল।
এখন গগনে তাই, নাহি পায় স্থল॥
পড়িয়াছে ছাই সব, শত্রুদের মুখে।
বেশ্ করি বেশ কর, কেশ বাঁধো সুখে॥

তোমার মুখের ছবি, রবি হরিয়াছে।
দেখ তার কি প্রকার, দশা ঘটিয়াছে॥
সমুচিত প্রতিফল, পেয়ে হাতে হাতে।
জর জর দিবাকর, বৃশ্চকের দাঁতে॥
ভেবে ছিল তুলা করি, পাপ যাবে তার।
জানেনা যে আছে শেষ, ধর্ম্মের বিচার॥
শীতের শাসন জোর, খণ্ডিবার নয়।
ভয় পেয়ে নিলে গিয়ে, অগ্নির আশ্রয়॥
তবু তার প্রভা নাই, দুঃখ পায় অতি।
ভেবে ভেবে দিন দিন দীন দিনপতি॥

আর দেখ চাঁদমুখি, গগনের চাঁদ।
অবিকল হরিয়াছে, তব মুখ ছাঁদ॥
লুটিলে পরের ধন, না হয় সুসার।
যত তার অহঙ্কার, হোরেছে তুষার॥
এরূপ বিপদ যুক্ত, দেখি দ্বিজরাজে।
তারা দারা যারা তারা, লুকাইল লাজে॥
শিশির হরিল তার, নিশির সম্পদ।
তুতুষারে ষারকর, হারাইল পদ॥

আর দেখ সরোবরে, নলিনী সুন্দরী।
হরিয়াছে তোমার, ও মুখের মাধুরী॥
চুরি করি ভাল তার, ফল ভোগ হোলো।
জল মাঝে দল সহ, শুখাইয়া মোলো॥
চোরের হইল সাজা, মৌন কেন রও।
একবার মুখ তুলে, হেসে কথা কও॥

নয়নের চঞ্চলতা, হেরিয়ে খঞ্জন।
হোয়েছিল সকলের, হৃদয় রঞ্জন॥
হেমন্ত করিল তার, ভ্রূকুটি ভঞ্জন।
খঞ্জন রঞ্জন নয়, এখন গঞ্জন॥
পাখা নাড়া, চোখ্ নাড়া, মুখ নাড়া তার।
ঘুচিয়াছে সমুদয়, কিছু নাহি আর॥
আর দেখ কুরঙ্গ, কুরঙ্গ করি কত।
হরিয়াছে নয়নের, অবয়ব যত॥
সেইরূপ শাস্তি তার, করিয়াছে শীত।
তৃণপত্র আহারেতে, হয়েছে বঞ্চিত॥
আর দেখ ইন্দীবর, জলেতে থাকিয়া।
নয়নের শোভা যত, লোয়েছে হরিয়া॥
শীত ঋতু হরি তার, পতির প্রভাস।
জীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ॥
চক্ষুচোর যারা তারা, মারা গেল প্রাণে।
চারু চক্ষু চাও প্রিয়ে, প্রেমাধীন পানে॥
তোমার হাসির ছটা, হরিয়া দামিনী।
বরষায় হয়েছিল, ভুবন ভামিনী॥
শীত তার সমুচিত, দণ্ড করিয়াছে।
আকাশে চাহিয়া দেখ আর কি সে আছে॥
হাসি চোর, ফাঁসি গেল, হও হাস্যমুখী।
প্রকাশ করিয়া আস্য, কর প্রাণ সুখী॥

হাস্য তড়িতের ঘটা, করি একবার।
দূর কর মনের সকল অন্ধকার॥

তিল ফুল হরি তব, নাসার গঠন।
শিশির রাজার করে, হইল পতন॥
আর কেন নাকে হাত, দেও তুমি প্রাণ।
প্রকটিত প্রেম-পুষ্প, লহ তার ঘ্রাণ॥

ভুরুর ভ্রূকুটী ভঙ্গি, হেরি রামধনু।
আষাঢ় শ্রাবণে ধরে, মনোহর তনু॥
বর্ণ তার পীত হয়, মনে ভাবি এটা।
পীত নয়, পাপ ভোগ, পাণ্ডুরোগ সেটা॥
নারী ভুরু চোর বলি, শাঁপ দেন শীতে।
এই হেতু রামধনু, মরিয়াছে শীতে॥
হারাধন পুনরায়, পাইয়াছে প্রাণ।
ত্রিভুবনে নাই আর, উপমার স্থান॥
ভ্রূ ধনুকে আঁখি বাণ, করিয়া সন্ধান।
একবার বিধুমুখী, বধ মম প্রাণ॥

ঘোটেছিল কি প্রমাদ, বসন্ত সময়।
চারিদিগে শত্রু সব, তরুলতা চয়॥
অধরের রাগ ভাগ করিয়া হরণ।
মনোহর নবপত্র, করিল ধারণ॥
অধরের রাগ চুরি, একি প্রাণে সয়।
আমার সর্ব্বস্ব ধন চোরে কেড়ে লয়॥
হিমাগমে প্রতিফল পাইয়াছে তার।
সকলেরি নেড়ামাতা, পাতা নাই আর॥
মনোদুখে এতদিন আছি শব প্রায়।
অধর অমৃত দিয়া, বাঁচাও আমায়॥

দশনের দীপ্তি চোর, মুকুতার হার।
শীতে তার ভোগ হোলো, কৌটা কারাগার॥
দাঁতভাঙ্গা দাঁত চোর, হয়েছে এখন।
স্থির হয়ে সুখে কর, দশন ঘষণ॥
মদনের মান প্রিয়ে, রাখ একবার।
বদনে পবিত্র কর, বদন আমার॥

গালের গৌরব চুরি, করিয়া গোলাপ।
শীতকালে শীর্ণ হয়ে, করিছে বিলাপ॥
গিয়েছে সৌরভ তার, কাঁটা হোলো গাছে।
পাপ কোরে, ভেবে ভেবে, কাট হইয়াছে॥
দেখিলে স্বরূপ সব, দেখিলে স্বরূপ।
কি রূপ চোরের রূপ, হয়েছে বিরূপ॥
দুর্জ্জনের দণ্ড করি, হয়ে দণ্ডধর।
গণ্ডদেশে স্থিত কর, আমার অধর॥

ডালিম হরিল তব, পয়োধর ভাব।
সেই হেতু শীতে তার, বিপরীত লাভ॥
ভয়েতে শিহরে সদা, কাঁটা কলেবরে।
আপনি আপন পাপে, বুক্ কেটে মরে॥
আর দেখ পদ্মকলি, অলি মনোলোভা।
হোরেছিল প্রাণ তব, কুচকলি শোভা॥
নীহার করিল তারে, অশেষ আঘাত।
ফুটিবে কি, উঠিবে কি, সদলে নিপাত॥
পাছে ফের ঘটে ফের, মরি মনো দুখে।
কুচকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুকে॥
প্রণয়িনী প্রাণ তব, কর কোমলতা।
চুরি করি লোয়েছিল, কমলের লতা॥

শীতের শাসনে অগ্নি, সদা তার জ্বলে।
সেই হেতু একেবারে, লুকাইল জলে॥
নিতে আর পারিবেনা, তস্কর নিদয়।
ভুজপাশ দিয়া বাঁধো, আমার হৃদয়॥

গতির গরিমা চুরি, করিয়াছে হাঁস।
শীতে তাই, নাই তার, জলের বিলাস॥
শিশির তাহার পক্ষে, হয়েছে শমন।
মরাল করাল ভয়ে, না করে গমন॥
লোভহেতু নাহি শুনে, লোকের বারণ।
গমনের গুণ চুরি, কোরেছে বারণ॥
চুরি করি ঘটে পাপ, নাহি জানে মূঢ়।
থর থর কাঁপিতেছে, গুড়াইয়া শুঁড়॥
জর জর কলেবর, ঘোরতর রোগ।
ভুগিতেছে হস্তী মূর্খ, স্বকর্ম্মের ভোগ॥
গতি চোর সকলের, হইল দুর্গতি।
আমার হৃদয় পথে, কর প্রাণ গতি॥

কটির ক্ষীণতা হরি, হরি হরি বল।
হিম ভয়ে বিবরেতে, করিল শয়ন॥
করি অরি, ভব অরি, হরি নাম যার।
এখন হয়েছে তার, হরিনাম সার॥
এ সময়ে কেন প্রাণ, মান কর আর।
দুলাইয়া ক্ষীণ কটি হাঁটো একবার॥
কোথা হরি, কোথা করী, হংস কোথা রবে।
স্মৃতি হেরে রতিপতি, পদানত হবে॥

তব উরু গুরু ভাব, হেরি রম্ভা তরু।
শিশিরেতে শীর্ণকায়, পাপে হয় সরু॥
কেমন কর্ম্মের ভোগ, নাহি যায় বলা।
শুকাইল লুকাইল, ফল পেয়ে কলা॥

পদ চোর পদে নাই, মরিল বিপদে।
প্রেমময়ি, প্রেমদাসে, রাখো প্রাণ পদে॥

চাঁপাফুল কোরেছিল, অঙ্গুলের লেখা।
কোথা সে এখন তার, নাহি আর দেখা॥
কোথা তার কটু গন্ধ, কোথা তার দল।
শীতাগমে ভয় পেয়ে, পলাইল খল॥
চম্পক বরণী ধনি, মারা গেল চাঁপা।
করাঙ্গুলি চাঁপা কলি, বুকে দেও চাপা॥

রূপ চুরি করি হেম, প্রেম নাহি পায়।
হিমে তারে হিম বলি, নাহি তোলে গায়॥
বন্দিরূপে বদ্ধ হয়ে, আছে কারাগারে।
আমারে ভূষিত কর, প্রেম হেম হারে॥

পিকবর, মধুকর, স্বর চোর দুটো।
শীতের নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো।
আর নাই কোকিলের, মনোহর রব।
কুহু ভুলে উহু বলে, হয়েছে নীরব॥
নিয়ত নয়নে তার, বহে নীরধারা।
কুহূর আকার পেলে, হোয়ে কুহু হারা॥
দেখ আর ভ্রমরার, ঘটেছে কি দায়।
হেরিয়া তাহার দুখ, বুক ফেটে যায়॥
সরোবরে বিকসিতা, নহে তার বধূ।
মনে ভাবে, কোথা যাবে, কোথা পাবে মধু॥
ভ্রমে পড়ে ভ্রমে গিয়া, সরোবর তীরে।
ক্ষোভ পেয়ে শুধু মুখে, আসে রোজ ফিরে॥
কেতকী কাঁটায় পোড়ে, ছিঁড়িয়াছে পাখা।
সকল শরীর তার, হোলো রক্ত মাখা॥

গুন গুন করে অলি, শুনিতেছ ধনি।
গুণ গুণ গুণ ময়, রোদনের ধ্বনি ॥
সকলে পাইল লাজা, চোর ছিল যত।
ধনি তব ধ্বনি জোর হোলো ধ্বনি হত ॥

মৃদু মৃদু হাস্য করি, মধুর বচনে।
একবার কথা কহ, প্রেফুল্ল বদনে ॥
সুধা ক্ষরে দেহ প্রাণ, প্রেমগুণ গেয়ে।
পলাইবে অরিচয়, পরিচয় পেয়ে ॥

নায়িকার উক্তি।

শুনিয়া এসব কথা, মান পরিহরি।
নাগরের করে ধরি, কহিছে নাগরী ॥
রসিকের রসাভাস বুঝিবার তরে।
ছলেতে ছিলাম প্রাণ, অভিমান ভরে ॥
কভু কি তোমার প্রতি, থাকি আমি মানে।
পরিমাণে করি মান, হরি মান মানে ॥
গেল মান, পেলে মান, হিতকারী শীত।
রাখহ তাহার মান, যে হয় বিহিত ॥

গ্রীষ্মবর্ণন।

রূপক।

কুণ্ডলতিকাচ্ছন্দ।

আরতো বাঁচিনে প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ একি গুমটের দাপ্ ॥
বিষহীন হোয়ে গেল বিষধর সাপ্।
ভেক্ তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ ॥
বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ্।
বার বার কত আর জলে দিব ঝাঁপ্ ॥
প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ্।
শূন্য হতে পড়ে যেন অনলের চাপ্ ॥

বিকল হোতেছে সব শরীরের কল।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

কি করে করুণ্ অতি রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এরে অরুণতনয় ॥
কিগুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তারে কয়।
মিত্র যদি মিত্র, তবে শত্রু কোথা রয় ॥
এই ছবি এই রবি খর অতিশয়।
নলিনী কি গুন দেখে বিকশিত হয় ॥
পিতৃগুণ পুত্রে হয় এইত নিশ্চয়।
পিতা হোয়ে রবি ব্যাটা পুত্রগুণ লয় ॥
জর জর করিতেছে হরিতেছে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্ ॥

ছার খার হইতেছে অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর ॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে ॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির ॥
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই ॥
তখন অচল হোয়ে পড়ে ভূমিতল।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্।
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল ॥

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসি নর॥
পশু পক্ষী আদি-করি ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি দহে কলেবর॥
শীতল হইবে বোলে যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা সুখ নাহি মনে॥
তরুতলে তাপ দেয় মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন রথে নীচে তার জায়া॥
হাবা হোয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল!
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাঘ হোল রাগ হত তাগ নাই তার।
শিকার স্বীকার নাই শিকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগি।
তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী॥
হরি হরি দ্বেষ ভাব ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি॥
একঠাঁই রহিয়াছে রাক্ষস বানর।
ময়ূর ভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম।
কত বা মুচিব আর শরীরের ঘাম॥
টস টস করে রস ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায় পোচে যায় চাম॥
ঘামাচি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে।
পূবের বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায় সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ বরবম ভোলা॥
একেবারে বন্ধ হোল মূত্র আর মল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম।
বিরস হইল গাছে রসময় জাম॥
শুখায়ে সকল শাখা ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা।
কালরূপ ঘুচে তার হইয়াছে রাঙ্গা॥
নারিকেল শুখাইল হোয়ে জল হারা।
বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা॥
কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া।
কাঁটাল হইল কেঠা এঁচড়ে পাকিয়া॥
জল বিনা মধুহীন হলো মধুকল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হইলে মধ্যাহ্ন কাল কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুখাতে থাকে কলেবর ঘটে॥
ছট ফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ।
আই ঢাই করে খাই পাখার বাতাস॥
পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে হুতাশন মাখা॥
নিদারুণ নিদাঘেতে নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ॥

অনিল করিছে বৃষ্টি, প্রবল অনল।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্॥

উপরে চাহিয়া দেখ, পাখী কি প্রকার।
শাখার উপরে করে, পাখার প্রহার॥
কাতর হইয়া কত, কাঁদিতেছে দুখে।
অবিরত, হা জল যো জল, বলে মুখে॥
ক্ষণ মাত্র নীচ পানে, নাহি চায় ফিরে।
উর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে, গলা গেল চিরে॥
তবু ঘন নাহি হয়, সদয় হৃদয়।
খেয়েছে কাণের মাথা, নীরদ নিদয়॥
পিপাসায় মারা যায় চাতকের দল।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দেজ॥

আহার প্রহার সম, নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে, থু করে ফেলিয়া দিই নিচু॥
পাত পেতে, ভাত খেতে, বিষ বোধ হয়।
ডাল্ ঝোল্ যাহা মাখি, কিছু ভাল নয়॥
সুধু মাত্র, বেছে খাই, অম্বলের মাছ্।
নিকটে না আনি আর, কম্বলের* গাছ্॥
কেবল অম্বল রস, সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি, টম্বল ধরিয়া॥
তবু পোড়া দেহ মম, না হয় শীতল।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥

জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥

গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ, দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয়, দৃষ্টির গোচর॥
শাখী পরে আঁখি মুদে, আছে পাখী সব।
চরে আর নাহি চরে, নাহি কলরব॥
কোকিল কাতর হয়ে, কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে২ হেঁকে হেঁকে, গলা ভাঙ্গিতেছে॥
বিরল বিপিন মাঝে, স্মর করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক, নাহি ছোঁয় মাছ॥
ভূতল কুঁড়িয়া তাপ, পোড়ায় নিতল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥

ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব, সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি, জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জ্বলে, পুড়ে হই খাক।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি, গায়ে মেখে পাঁক॥
কত জল খাই তার, নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট, সাগর সমান॥
বোতলের ছিপি খুলে, যদি খাই সোঁদা।
তার তার বোদী লাগে, মুখ হয় ভোঁদা॥
উদরে খেলিয়া ঢেউ, করে কল্ কল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল দে জল্॥

* ভেড়া ও মটনাদি।

উপবনে উপভোগে, ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু হয় উপবাসে, উপবাস সার॥
তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল, নিলে তার বাস।
অনলের আভা এসে, নাকে করে বাস॥
উষা আর উষসিতে, তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয়, ফেলে দিলে বাস॥
গুন্ গুন্, গুণ ভুলি, আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলি নয়, কলি দলিবারে॥
হইল সুবাস হত, কমলের দল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥

মাঠ আছে কাঠ হয়ে, ফুটি কাটা মাটী।
কোথা জল, কোথা হল, কোথা তার পাটি॥
হোয়ে চাসা, আশা হারা, হায় হায় বলে।
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী, নয়নের জলে॥
শস্য চোর গ্রীষ্ম-ব্যাটা, দস্যু অতিশয়।
কৃষির কল্যাণ কথা, কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে, নীলকর যারা।
রবি করে সারা হোয়ে, মারা গেল চারা॥
আকাশ চাহিয়া আছে, কাছে রেখে হল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥

নগরের দক্ষিণেতে, যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাটি, অতি[illegible] ঘর॥
তাহাতে ঢালেন্ জল, ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি, হয় কলেবর॥
ও গাড্ ও গাড্ বলি, টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি, কামিজ খুলিয়া॥
ব্রাণ্ডি-জল খায় তবু, ঠাণ্ডি নাহি করে।
কেবল চাইস* ভরা, আইসেরা† পরে॥
শুখায়েছে বিবিদের, মুখ শতদল।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥

মণ্ডালোষা দধি চোষা, চোসা দল যত।
কোষা ধরা গোঁসা ভরা, জপে জপে রত॥
প্রভাতে উঠিয়া মরে, মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে বসে, মন্ত্র বায় ভুলে॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা, কলা আগে চায়।
খপ্ করে তুলে নিয়ে, গপ্ করে খায়॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া, নিজ পেট পালে।
কোষা ধরে ঢক্ ঢক্, জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে ন্ম ছুঁতে ফুল, আগে চায় ফল।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল॥

একেবারে মারা যায়, যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত, প্যাঁজ খেগো নেড়ে॥

---

* ইচ্ছা।

† বরফ।

বিশেষতঃ পাকা দাড়ি, পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র পিত্তা লেপ্টে চোকে, নেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥
কাজি, কোল্লা; মিয়া মোল্লা, দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোলা, তোবাতাল্লা, বলে আল্লা মরি ॥
দাড়ি বোয়ে ঘাম পড়ে, বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি জল পেয়ে যেন, ফুটিয়াছে কেশে ॥
বদনে ভরিছে শুধু, বদনার জল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

বাবুগণ কাবু হন, কেহ নন্ সুখী।
বোকা হয়ে খোকা ভাব, বিবি সব খুকী ॥
মলিনা মসির প্রায়, যত চাঁদমুখী।
ঘাড়ে আর নাহি লয়, মদনের ঝুঁকি ॥
যোগ হোলে ভোগ নাই, নাই লুকোলুকি।
আসলে কুশল নাই, সুধু উঁকি ঝুঁকি ॥
দিয়ে খিল হোয়ে মিল, মুখে উঠে উকি।
তখনিই ছাড়াছাড়ি গাত্র শোঁকা সুঁকি ॥
চোখে মুখে শ্রম জল, পড়ে গল্ গল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥

হায় হায় কার কাছে, করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম একি কর্ম্ম, হয় মর্ম্ম ভেদ ॥
স্ত্রী পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
নিদাঘ নাস্তিক ব্যাটা, লুপ্ত করে বেদ ॥
সধবা হইল যেন, বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার, নাহি রাখে গায় ॥
সদাই চঞ্চল মন, বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে, অঙ্গে না রাখে ॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে, বালা আর মল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল. ॥

কোথায় বরুণ, হায়, কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হোয়ে, সাগর ভরুন ॥
লুকায়ে দারুণ ভাব, অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম, মরুন মরুন ॥
ঘন ঘন, ঘন দল, চরুন চরুন।
জীবের সকল দুখ, হরুন হরুন ॥
অবনীর উপকার, করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ অস্ত্র ধরুন ধরুন ॥
মেঘনাদে হয়ে যাক্, ধরা টল্ টল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্ ॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল ॥

কোথায় করুণাময়, জগতের পতি।
ভব ভব নাশ হয়, কি হইবে গতি ॥
করুণা কটাক্ষ নাথ, কর এক বার।
পড়ুক আকাশ হোতে, সুধার সুধার ॥
চেয়ে দেখ চরাচরে, কারো নাহি বল্।
কিরূপ হোয়েছে সব, অচল সচল ॥

আর নাহি সহ্য হয়, প্রভাকর কর।
মারা যায় তব দাস, প্রভাকর-কর॥
কাতরে তোমায় ডাকি, আঁখি ছল্ ছল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥
জলদে জলদে বাবা, জলদেরে বল্।
দে জল্ দে জল্ বাবা, দে জল্ দে জল্॥

বিশ্বযাত্রা।

প্রকৃতির সহিত প্রকৃতিপতির বিশ্বযাত্রা অতি চমৎকার! এ যাত্রা সে যাত্রার সূত্রধারকে নিমন্ত্রণ করিতেছে,— এই প্রাকৃতিক বিশ্ব প্রকৃত নাটকের ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, তথাচ ভ্রান্তি বশতঃ আমরা প্রকৃতির প্রকৃত ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারি না, কিছুই জানিতে পারি না, এবং চিত্তের অস্থিরতা জন্য স্থির হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারি না।—যেমন উভয় বধিরে কথোপকথন হইলে পরস্পর পরস্প রের বাক্যের ভাব গ্রহণ ও মর্ম্মানুধাবনে সমর্থ হয় না, অথচ পরস্পর নিজ নিজ কল্পিতভাবের অভিপ্রায়ানুযায়ী এক এক রূপ অনির্ব্বচনীয় মর্ম্মসংগ্রহ পূর্ব্বক আপনাপন অন্তঃকরণে এক প্রকার সংশয়শূন্য হইয়া অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত বোধে গোলযোগে কার্য্য সাধন করে, সেই প্রকার পূর্ব্বকালাবধি এ পর্য্যন্ত এই অবনীবাসি মানব মাত্রেই পরস্পর সকলে জগতীয় যাবতীয় ব্যাপারে কেবল নানারূপ উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরস্পরের উক্তির সহিত পরস্পরের উক্তির প্রায় ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ইহাতে কোন্ উক্তি যুক্তিমূলক, তাহা কিরূপে স্থির হইতে পারে, যাঁহার বুদ্ধির যেরূপ তাৎপর্য্য ও যতদূর পর্য্যন্ত সীমা, তিনি সেই পর্য্যন্তই নির্ণয় করিতে পারেন, অনুভাবের অনুভূতি যতদূর, ততদূর অবধিই বুদ্ধিবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, অতএব এতদ্রূপ সংশয়সংঘটিত সন্দেহশীল হইয়া সংসারসিন্ধুর তটে নিরন্তর সঞ্চরণ করা সাধারণ দুঃখের ব্যাপার নহে। এই সংশয় পাশ ছেদ করিয়া কি উপায়ে সন্দেহশূন্য হইব? তাহার ভেদ পাওয়া অতিশয় দুষ্কর হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ঐশীক বিষয়ের অধিকতর আলোচনা করণে অভিলাষ করি না, কারণ ভাবনা-দ্বারা তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, শমদমাদি গুণ-বিশিষ্ট পুরাতন তপস্বিগণ বৈষয়িক কোন বিষয়েই প্রবৃত্ত হয়েন নাই, নদীর জল, বৃক্ষের ফল, এবং গলিত পত্রাদি আহার করত যাবজ্জীবন শুদ্ধ শুদ্ধচিত্তে অচিন্ত্য চিন্তাময়ের তত্ত্বচিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন, তথাচ তত্তন্মহাজ্ঞানি মহাগুরু মহাত্মা মহাশয়েরা সেই অনন্ত গুণান্বিত অনন্ত পুরুষের অনন্ত লীলার অন্ত করিতে ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে আমি ক্ষুদ্র এক ভাণ্ডস্থিত পিপীলিকাবৎ

হইয়া বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বিরচকের প্রকাণ্ড কাণ্ডের কথা কি উল্লেখ করিব? অদ্যাবধি কেহই প্রাকৃতিক কর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারেন নাই। ভৌতিক বিষয়ে যিনি যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলি ভৌতিকবৎ. যখন আমরা সামান্য নটনটীদিগের নাটক এবং ঐন্দ্রজালিকদিগের ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আশ্চর্য্য জ্ঞানে তাহার সকল অনুসন্ধানে অশক্ত হই, তখন যিনি এই জগৎকে নাটক স্বরূপ করত আপনি অদৃশ্য হইয়া শূন্যে শূন্যে নানা প্রকার ক্রীড়া দেখাইতেছেন, আমরা সেই নিখিল নট নাটের গুরুর অত্যাশ্চর্য্য অনুপম নাটের বিষয় কি বুঝিতে পারিব? চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার নাট্যশালার আলোক হইয়াছে। স্বভাব সূত্রধার হইয়া যন্ত্রার সকল সূত্র সঞ্চার করিতেছে। ছয় ঋতু কেলীকিল অর্থাৎ ভাঁড়ের স্বরূপ হইয়া কত প্রকার কৌতুক করিতেছে। জলধর তাঁহার বাদ্যকর হইয়া জলযন্ত্রে বাদ্য করিতেছে। পবন গায়ক হইয়া কখনো উচ্চ কখনো মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। সামান্য নটেরা রাত্রি ভিন্ন কেলি করিতে পারেনা, কিন্তু এই নাটকের বিশ্রাম দেখিতে পাই না। সামান্য যাত্রার অধিকারীগণ অনেকের আশ্রয় ও সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, এই বিশ্বযাত্রার অধিকারী কাহারো আনুকুল্যের অপেক্ষা করেন না, স্বয়ং সমুদয় সম্পন্ন করিতেছেন। সামান্য যাত্রার ভাব সকল ভাবনীয়, সংসার যাত্রার ভাব অত্যন্ত অভাবনীয়। সামান্য যাত্রার বালকেরা ইচ্ছা পূর্ব্বক সঙ সাজিয়া থাকে, বিশ্বযাত্রার বালকেরা সর্ব্বদা অনিচ্ছায় সঙ সাজিতেছে; অর্থাৎ আমরা উক্ত যাত্রার অধিকারির অধীনস্থ বালক হইয়াছি, আমাদিগের কখনই সঙ সাজিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু প্রকৃতি আমাদিগের অবস্থার বিকৃতি করিয়া পুনঃপুনঃই সঙ সাজাইতেছেন, ইহা আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না, জানিয়াও জানিতে পারি না, বরং তাহাতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াই থাকি। আমাদিগের বাল্যকালের অবস্থা একরূপ, অতি কোমল, অতি সুদৃশ্য, এক কালীন ভাবনাশূন্য, যেন সাক্ষাৎ সদানন্দময়। পরে যৌবন কালের অবস্থা আর এক প্রকার, মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের ন্যায় দিন দিন লাবণ্যের উজ্জ্বলতা, দেহের প্রবলতা ও বলের আধিক্য হয়। ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগে সতত সংযুক্ত, কখনো বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত, এবং কখনো পরিবার প্রতিপালনার্থ অর্থ ও অন্নচিন্তায় চঞ্চলচিত্ত। পরিশেষে বৃদ্ধকাল যত নিকট হয়, ততই শরীরের ভাব বিকট হইতে থাকে। দিবসান্তে দিবসকান্তের দৈন্যদশার ন্যায় দিন ২ দেহ ক্ষীণ হইয়া যায়। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে শক্তিশূন্য হইতে থাকে, দন্তাবলিরাজিত যে মুখমণ্ডল, মুক্তামণ্ডিত মরকত মুকুরের ন্যায় শোভা করিত, পরে সে শোভা আর কিছুই থাকে

না, যে দন্ত আঘাত দ্বারা প্রস্তর লৌহাদি চূর্ণ করিত, পরে সেই দন্ত আবার কীটের দন্তে চূর্ণ হইয়া যায়। যে কলেবর কৃষ্ণাকৃতি তৃণ-পূরিত উদ্যানের ন্যায় শোভিত হইয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই কলেবর ধবলাচলের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে থাকে। হে মনুষ্য! তুমি বিশ্বনাটকের বহুরূপী কৌতুকী হইয়া কেবল কৌতুক দেখাইতেছ, কিন্তু আপনি কিছুই কৌতুক দেখিতে পাও না, অতএব ইহার অপেক্ষা আর অধিক কৌতুক কি আছে? যাত্রাকরদিগের যাত্রা সকল আরম্ভ হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই শেষ হয়, কিন্তু গঙ্গা-যাত্রা ভিন্ন এই সংসারযাত্রার শেষ যাত্রা হয় না, সুতরাং যে যাত্রার যাত্রী হইয়া যাত্রা করিতে আসিয়াছ, যদবধি সে যাত্রা শেষ না হয় তদবধি অধিকারীর মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয় হইতে চেষ্টা কর।

তুমি মানবনামধারি ঐন্দ্রজালিকদিগের কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ, তাহারা গোটা কত পশুপক্ষি লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, জগদৈন্দ্রজালিক জগদীশ্বর পাঁচটা ভুত লইয়া যে সমস্ত ব্যাপার করিতেছেন, তুমি তাহার কি দেখিতেছ? কি বুঝিতেছ? তুমি ঐ ভূতের কাণ্ড কিছু কি বুঝিতে পার? যেমন বাজীকরেরা যে সকল দ্রব্য লইয়া বাজী করে, সেই সকল দ্রব্য, সেই সকল ক্রীড়কগণের ক্রীড়ার বিষয় জানিতে পারে না, সেইরূপ আমরা বিশ্ব-ক্রীড়াকারকের ছায়াবাজীর পুতুল হইয়া তাঁহার মায়া-বাজীর মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। একটা ভূতের নাম শুনিলেই আমরা সকলে ভয়ে ভটস্থ হই তিনি অহরহ পাঁচটা ভুত লইয়া ভূতের মেলা এবং ভূতের খেলা করিতেছেন, অতএব হে মনুষ্য! তুমি এই পঞ্চভূতের অধিপতি ভুতনাথের অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার কি বুঝিতে পারিবে? ভূতের কার্য্য দেখিতেছ, দেখ, কিন্তু আপনার এই শরীরকে ভৌতিক জানিয়া অনিত্য জ্ঞান করত নিয়ত তদনুরূপ কার্য্য সাধনে অনুরাগী হও।

তুমি জগতের মেলায় আসিয়াছ, মেলা দেখ, কিন্তু মেলা দেখিও না।

পদ্য।

বিশ্বরূপ নাট্যশালা, দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো, সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে লোয়ে, সম্পাদন ভার।
করিছে সকল সূত্র, হোয়ে সূত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর, বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত॥
ছয় কালে ছয়কাল, হয় ছয় রূপ।
রঙ্গ ভূমে রঙ্গ করে, ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী এক মাত্র অখিল পালক।
আমরা সকলে তাঁর, যাত্রার বালক।
প্রকৃতি প্রদত্ত সাজ, শরীরেতে লোয়ে।
বহুরূপ সঙ সাজি, বহুরূপী হোয়ে।

শিশুকালে একরূপ সহজে সরল ॥
অখল অপুর্ব্ব ভাব, অবল অচল ॥
সুকোমল কলেবর, অতি সুললিত।
নব নবনীত সম, লাবণ্য গলিত ॥
ফণি, জল, অনলেতে, কিছু নাই ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ, সদানন্দময় ॥
আইলে যৌবন কাল, আর একরূপ।
যুবক সুর্য্যের সম, দীপ্ত হয় রূপ ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয়, শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু, মানস চঞ্চল ॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু, কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান, অর্থের কারণ ॥
পরিশেষ বৃদ্ধ কাল, কালের অধীন।
কৃষ্ণ পক্ষে শশী প্রায়, দিন দিন ক্ষীণ ॥
আছে চক্ষু কিন্তু তায়, দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায়, শব্দ নাহি ধায় ॥
আছে কর, কিন্তু তাহা, না হয় বিস্তার।
আছে পদ, কিন্তু নাই, গতি শক্তি তার ॥
পলিত কুন্তল জাল, গলিত দশন।
ললিত গাত্রের মাংস, স্খলিত বচন ॥
ছিল আগে এই দেহ, সবল সচল।
এখন ধরিল গিরি, স্বভাবে অচল ॥
ওহে জীব ভাল তুমি, রঙ্গ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ, সঙ সাজিয়াছ ॥
কেবল কুহকে ভুলে, কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু, দেখিতে না পাও ॥
ভাল কোরে যাত্রা কর, বুঝে অভিপ্রায়।
কব তাই অধিকারী, তুষ্ট হন যায় ॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে, আমি যাব চোলে।
এ যাত্রার শেষ হবে, গঙ্গা যাত্রা হোলে ॥

স্থির ভাবে এক খেলা, খেল চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী, জগদিন্দ্রজাল ॥
ছায়াবাজী, মায়াবাজী, কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥
হায় একি অপরূপ, ঈশ্বরের খেলা।
এক ভুতে রক্ষা নাই পাঁচ ভুতে মেলা ॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ, ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড, অভিভূত সব ॥
ভুতের আকার নাই, বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভুতের, মনোহর দেহ ॥
কবে ভুত ছিল ভূত, আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভুত, কবে ভুত হবে ॥
ভুতের বাসায় থাকো, দেখোনাকো চেয়ে।
দিবা নিশি তোমারেহে, ভুতে আছে পেয়ে ॥
ভুতের সহিত সদা, করিছ বিহার।
অথচ জাননা কিছু, ভূতের ব্যাপার ॥
কখনো নিগ্রহ করে, কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম, নাহি মানে গয়া ॥
এই ভুত করিয়াছে, রামের গঠন।
এই ভুত করিয়াছে, গয়ার সৃজন ॥
এই ভুতে রহিয়াছে, বিশ্ব জড়ীভূত।
হলিগোষ্ট ছাড়া নন, এই পাঁচ ভূত ॥
ভুতনাথ ভগবান, ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে, আবির্ভাব যাঁর ॥
ভূত হবে কলেবর, ভুতের সদন।
অতএব ভুতনাথে, সদা ভাব মন ॥

আসিয়াছ জগতের, মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব, যত সাধ মনে ॥

কিন্তু এক উপদেশ, কর অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে, হও সাবধান॥
দেখো যেন মনে কভু, নাহি হয় ভুল।
কোরোনা কাঁচের সঙ্গ, কনকের তুল॥
তাঁরে দেখ একবার যাঁর এই মেলা।
মেলার আমোদে মেতে দেখোনাক মেলা॥

হে মনুষ্য! তুমি সাংসারিক তাবদ্ব্যাপার দর্শন করিতেছ। সকলি অনিত্য জানিয়াছ, অতএব এই অনিত্য সুখসম্ভোগে অতিশয় আসক্ত হইয়া তত্ত্বপথ বিস্মৃত হইও না। যে কার্য্য করিবে, তাহাতে কামনাশূন্য হও, তুমি পরমার্থপঙ্কজ-পুষ্পের সুমিষ্ট উত্তম মধু পরিহার পূর্ব্বক কেন কামনা-রূপ কন্টকাবৃত রসহীন কেতকীকাননে ভ্রমন করিতেছ? ঈশ্বরের প্রতি মনের সহিত ভক্তি কর, ঈশ্বর তোমাকে জননীর জঠরানল মধ্যে স্থাপিত করিয়াও অতি কোমল কলেবর প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও।

জগদীশ্বরের সাধনা করিতে যদি বিপদ হয়, তবে সেই বিপদকে সম্পদ জ্ঞান করিবে। ভগবানের ভজনা ভিন্ন যে সম্পাদ, সে সম্পদ তোমার পক্ষে বিপদ হইয়াছে। ঈশ্বর তোমার নিকটেই আছেন, তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ভ্রান্তি বশতঃ কোথায় ভ্রমন করিতেছ। যদি সেই এক অদ্বিতীয় নিত্য বস্তুতে তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলে দুঃখ ভোগ করিবে, সুখ কখনই তোমার নিকটস্থ হইবেক না, আর তুমি যদি তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রীতি কর, তবে বিনাধনে ধনেশ্বর কুবের অপেক্ষা অধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে।

পরমেশ্বরের প্রতি যদি তোমার যথার্থ শ্রদ্ধা থাকে, তবে তুমি শাস্ত্রের উপর কেন নির্ভর কর? তিনি শাস্ত্রের গম্য নহেন, তাঁহার শাস্ত্র সকল শাস্ত্র ছাড়া, তাঁহাকে জানিবার জন্য ভক্তিই মূল শাস্ত্র হইয়াছে।

অতএব যাঁহা হইতে দেহ পাইয়াছ, মন পাইয়াছ, বুদ্ধি পাইয়াছ, শুদ্ধ তাঁর প্রতি ভক্তি রাখ, বিশ্বাস রাখ, ভগবান্ বিদ্যার অধীন নহেন, ভগবান ধনের অধীন নহেন, ভগবান কেবল ভক্তের অধীন হইয়াছেন। তুমি তাহার ভক্ত, তিনি তোমার প্রভু, এই জ্ঞান করিবে, এবং তিনি যখন যে অবস্থায় রাখিবেন, তখন তাহাতেই সন্তোষিত হইবে এবং যথার্থ প্রেমার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার গুণ গান করিবে।

কাল।

গগনবিহারী ধ্বান্তহারী সরোজ বিকচকারী দিবসবান্ধব অদ্য চতুর্ব্বিংশতি পক্ষ পরিমিত দ্বাদশ রাশি পরিক্রম পূর্ব্বক পুন-

র্ব্বার এক অজ্ঞাত নূতন বৎসরের অধ্যক্ষ হইয়া এই মাত্র প্রথম গণিত রাশিচক্রে স্বকর সন্দীপন করিলেন। এই পরিপূর্ণ এক বৎসর পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী সূর্য্যোদয়ে দিবস এবং সূর্য্যাস্তে রাত্রি নিরূপণ পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে স্বভাবজাত সুখ সম্ভোগ পুরঃসর জীবনযাত্রা যাপন করিবে। অধুনা দৈবাধীনে অথবা কর্ম্মাধীনে যে সকল ঘটনা হইবেক, এই নূতন অব্দের দিনের অধীনে সেই সকল ঘটনার গণনা হইবে। অদ্য বন্ধুমণ্ডিত যে স্থানে অবস্থান করিতেছি এই অদ্য চিরকালই অদ্য আছে, এবং অদ্যই থাকিবে, কেবল জীবিত কালের সংখ্যা ও তদ্‌ঘটিত আর আর ব্যাপারের স্থিরতা রাখিবার নিমিত্ত এই অদ্যকে অদ্য, কল্য, পরশ্ব ইত্যাদি উপাধি প্রদান করিতেছি। দিবস রজনী গণনাক্রমে এই এক অদ্যই সপ্তাহ হইতেছে, এক অদ্যই মাস হইতেছে, এক অদ্যই অয়ন হইতেছে, এক অদ্যই বৎসর হইতেছে, এবং এই এক অদ্যই যুগ হইতেছে। কি অদ্য, কি কল্য, কি পরশ্ব কি সপ্তাহ কি পক্ষ, কি মাস, কি ঋতু, কি অয়ন, কি বর্ষ, ও কি যুগ, ইহাদিগের প্রত্যেককেই অদ্য অদ্য বলিয়া ক্ষয় করিতে হইবে, সুতরাং অদ্য কিম্বা সমুদয় শ্রেণীবদ্ধ ভাবী কল্য অদ্য নামে বাচ্য না হইয়া আমারদিগের জীবনকে শেষ করিবে না।

এই মায়ামণ্ডিত মহীমণ্ডলে অতি অল্পকালের নিমিত্ত স্থিত হইয়া কত প্রকার চমৎকার দর্শন করিতেছি, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও হিম, ইহারা স্বভাবের রথের অশ্ব স্বরূপ হইয়া অনবরতই শূন্যে শূন্যে কালের চক্র চালনা করিতেছে, এই কাল, সেই কাল, এই সেই, সেই এই, ক্রমশঃই এইরূপ উক্তি করা যাইতেছে। আহা! এই অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিতে কি প্রকারে প্রজা বৃদ্ধি হইয়া পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মনে ভাব ব্যক্ত ও ঐশিক কার্য্যকৌশল অনুভূত হইতে লাগিল তাহা বিবেচনা করিতে হইলে কেবল সেই অখিলেশ্বরের প্রতিই প্রত্যয়ের স্থিরতা হইতে থাকে। আমরা পরমেশ্বরপ্রদত্ত বুদ্ধির প্রভাবে এক শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকত ভিন্ন ভিন্ন শব্দ রচনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধরূপে স্থাপিত করিতেছি, আবার ঐ শব্দের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া স্মরণকে মনের ভিতর বরণ করিতেছি। এইরূপে লিপিবদ্ধ হওয়াতে কোন শব্দই আর স্মরণের অতীত হইতে পারে না, শুদ্ধ শব্দ ও বর্ণ সহযোগে আমরা অপরিমিত ও অপরিচিত কালকে কল্পিতরূপে পরিমিত ও পরিচিত করিতেছি। এই কালের সংখ্যা কোন মতেই হইতে পারে না, তথাচ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত কল্প, যুগ, বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি, প্রহর, দণ্ড, পল, ও অনুপল প্রভৃতির কল্পনায় জীবের জীবিতকাল যাপন

করণের কাল গণনা হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বরানুগৃহীত পুরাতন জ্ঞানী পুরুষেরা অপরিমিত সীমা রহিত কালকে যেরূপে বিভক্তীকৃত করিয়া সীমা নির্ণয় পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড রূপে রচনা করিয়াছেন, আমাদিগকে ঐ রচনার মধ্যে থাকিয়াই গণনা দ্বারা নানা ব্যাপারে পরমায়ু ক্ষয় করিতে হইবেক, জীবিত কালের সংখ্যা রাখিবার প্রধান উপায় বর্ষ, আমরা এইরূপ কত বর্ষ গত করিয়া অদ্য আবার এই এক নূতন বর্ষকে স্পর্শ করিলাম।

কাল পক্ষিস্বরূপ পক্ষ ধরিয়া পবনাপেক্ষা অতি বেগে গমন করিতেছে। গত বৎসর এই সময়ে এই সভায় এই প্রভাকরের স্নেহকারী কল্যাণকারী বন্ধু বর্গের সমাগম হইয়াছিল, এই ক্ষণে তাহা যেন প্রকৃত স্বপ্নবৎ বোধ হইতেছে, কারণ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শিশির, শীত ও বসন্ত এই ছয় ঋতু বর্ষকে রাশিচক্র দ্বারা এরূপে সঞ্চালিত করিল, যেন আমরা এইক্ষণে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়াছি।

ত্রিপদী।

অপরূপ এক পক্ষী, জীবের না হয় পক্ষী,
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার।
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতি পদে,
লোকে বলে পদ নাই তার॥
এক পক্ষ, এক পক্ষ, সে কেবল এক পক্ষ,
এক পক্ষে করিতেছে গতি।
আর পক্ষ আর পক্ষ, অন্ধকার যার পক্ষ,
জ্যোতিহর ভয়ঙ্কর অতি॥
দুই পক্ষ যার পক্ষ, সে কি কারো হয় পক্ষ,
পক্ষ বোলে মিছে লক্ষ্য করি।
বিপক্ষ কখনো নয়, অথচ বিপক্ষ হয়,
এ পক্ষির পক্ষ কিসে ধরি॥
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব।
এলো এই, গেল এই, সেই এই, এই সেই,
এই এই নেই নেই রব॥
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খায়, শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ।
দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হোলো মেষ॥
এই ভেড়া হোয়ে ষাঁড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ।
মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে তায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ॥
দেখে তার মন্দ মত, দন্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন।
করী অরি নাম ধরি, দশরথে করে করি,
উদরেতে করিছে গ্রহণ॥
পরে এক গুণ যুতা, স্বভাবে প্রসন্না সুতা,
সিংহ প্রাণ করিল হরণ।
এক জন দস্যু আসি, মারিয়া তুলার রাশি,
বধিবেক কন্যার জীবন॥
তার দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,
বিছা যাবে ধনুকের হাতে।
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,

মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে ॥
কুম্ভ জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন,
এই দিন হবে পুনর্ব্বার।
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা,
এই ভাবে হইবে সঞ্চার ॥
প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্য মত,
এই ভাব এইরূপ সব ॥
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,
রব কিম্বা রবে এক রব ॥
তাই বলি অদ্য নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা
অস্থির হয়েছে মম মন।
এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,
আর কি পাইব দরশন ?
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,
রবি সহ এলে পরে অহ ।
অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই,
স্থির ভাবে রহ রহ রহ ॥

হে জীব! এই কালের প্রতি বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্ত্তব্য হয় না, যে কাল গত হইয়াছে, তাহা আর পুনরায় প্রাপ্ত হইবার নহে। যে কাল আগমন করিতেছে, তাহাও চঞ্চলা অপেক্ষা চঞ্চল হইয়া প্রস্থান করিবেক। নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষয় হইতেছে, যেমন কাল সকল গত হইয়াছে, সেইরূপ ক্রমেই আবার কত গত হইবে তাহার নির্ণয় কিছুই নাই, অতএব অধুনা কেবল বর্ত্তমান কালকেই সমাদর কর। এই বর্ত্তমানের স্থিরতা নাই, চক্ষুর পলকে পলকেই শেষ হইতেছে। এই অমূল্য সময়কে বৃথায় বিনষ্ট করা কোন মতেই কর্ত্তব্য হয় না। সুতরাং এই সময়ে যাহা করিবার তাহাই কর, যত হিতসাধন করিতে পার তাহাই করিয়া মানবজন্ম সফল কর। এই দুর্ল্লভ নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি সৎকার্য্যের দ্বারা সময়ের স্বার্থকতা না করিলে তাহার জন্মই বৃথা। যেমন কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই শেষ হয়, তদ্রূপ দেহের আয়ু ক্ষণে ক্ষণেই শেষ হইতেছে, মৃত্যু কখন হইবে তাহা কে বলিতে পারে। এই মৃত্যু সময়ের অপেক্ষা করে না, মরণের নিকট বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলি সমান, মৃত্যুর হস্ত হইতে কেহই মুক্ত নহে, কেহবা গর্ভেই মৃত হইয়া ভুমিষ্ঠ হইতেছে, কেহবা ভুমিষ্ঠ হইয়া মরিতেছে, কেহবা কৈশোর কালে, কেহবা যৌবন কালে জীবনযাত্রা সাঙ্গ করিতেছে। ঊর্দ্ধ সংখ্যা কেহ কেহ শত বর্ষ সজীব থাকিতেছে। যদিস্যাৎ পরমায়ু শত বর্ষই হইল, তবে সেই শত বর্ষকে কত বর্ষ বলিয়া গণনা করিব ? কেননা রজনী তাহার অর্দ্ধভাগ হরন করে, নিদ্রায় অর্দ্ধেক কাল শেষ হইলে কত থাকে, পঞ্চাশ বৎসরে অধিক নহে।-ঐ পঞ্চাশের অর্দ্ধ ভাগ বাল্য, রোগ জরা, দুঃখ, ইত্যাদিতেই নিস্ফলে নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে কত রহিল, পঁচিশ বৎসর। এই পঁচিশ বৎসরের অর্দ্ধেক কাল কেবল কলহ এবং দম্পতী সুখেই সাঙ্গ হইল, তবে আর কি রহিল ? কিছুই তো নয়, সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে বারো বৎসর এই

সাড়ে বারো বৎসর কাল জন্মের দিবস হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত ধরিতে হইবে। এইরূপে কাল গণনা করিলে আয়ুর অভিমান কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। হে মনুষ্য! সুকর্ম্ম যাহা করিবে তাহা এখনি কর, রজনীর কার্য্য দিবসেই সাঙ্গ কর। কল্য যাহা করিতে হইবে তাহা অদ্যই কর। কালের অপেক্ষা করিয়া শুভ কর্ম্ম সাধনে আলস্য করা বিধেয় হয় না, কেননা প্রতিক্ষণেই মরণের সম্ভাবনা আছে। আপনাকে অজর ও অমর ভাবিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করহ এবং এখনি মরিব এইরূপ জ্ঞান করিয়া অহিতকর অসৎকর্ম্ম করণে বিরত হও। আত্মাকে প্রসন্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ ভোগ কর।— পরম প্রীতচিত্তে পরমপূজ্য পরম পুরুষকে স্মরণ কর।—মনের অসদ্ভাব সকল হরণ কর, সাধু কার্য্যে সময়কে বরণ কর, আনন্দ মনে আনন্দবনে চরণ কর!

পদ্য।

রাগিণী ললিত।

বিফলে সময়, যদি কর ক্ষয়,
অসময় কিবা হবে রে।
নিজ-বোধহীন, হোয়ে ভ্রমাধীন
কত দিন আর রবে রে॥
শরীর রতন, নহে চির ধন,
এত ভ্রম কেন তবে রে।
নাহি জান জীব, আপনার শিব
অশিব ভুগিছ ভবে রে॥
কত দিন আর আমার আমার
অভিমান ভার ববে রে।
আর কত কাল বিরম বিশাল
রিপু ষড়্‌জাল সবে রে॥
এখনো চেতন, হলোনা চেতন,
চেতন পাইবে কবে রে।
পরিহরি সব, হরি হরি রব,
মুখে আর কবে কবে রে॥
পরম সুধার, সুমধুর তার,
আর কতক্ষণে লবে রে।
কররে সাধন, পাইবে সুধন,
নিধন হইবে যবে রে॥
করিতে ভাবনা, কিসের ভাবনা,
কেনরে ভাবনা ভাবে রে।
ভাবি ভাবময়, তাহারে সদয়,
ভাবেতে যেজন ভাবে রে॥
ভাব না বুঝিয়ে, ভাবনা করিয়ে,
কেমনে ভাবনা যাবে রে।
ভাবের বিষয়, হোলে ভাবোদয়,
অনাসে সে ধনে পাবে রে॥
বাহিরে থাকিয়া, বাহির দেখিয়া,
মিছে কেন কাল হর রে।
শুন বলি সার, জাগ একবার,
ঘুমে কেন আর মর রে॥
ঘরের ভিতর, আছে এক ঘর,
সে ঘরে প্রবেশ কর রে।
যাঁহা মূল ধন, রোয়েছে গোপন,
সেই ধন গিয়া ধর রে॥
দিবস থাকিতে, পাইবে দেখিতে,
অতিশয় মনোহর রে।

এলে পরে নিশা, হারাইবে দিশা,
আঁধার হইবে ঘর রে ॥
কাল আর নাই, দিনে দিনে ভাই,
কর তুমি তাই কর রে।
নিয়ে সার ধন, সুখে তুমি মন,
আশা পাশ হোতে তর রে ॥
করুণা কমল, করিয়া অমল,
অলি হোয়ে তায় চর রে।
পাপ অন্ধকার, কেন রাখ তার,
প্রভাকর প্রভা কর রে।।

আমরা কাল কাল করিয়া এইক্ষণে যে কালের প্রতীক্ষা করিতেছি সেই কাল ক্ষণকালের নিমিত্ত আমারদিগের শুভাশুভ বিষয়েয় প্রতি প্রতীক্ষা মাত্রই করে না, প্রতিক্ষণেই কেবল আয়ুর প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব কালের কুটিল গতি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

কাল কন্যার সহিত বর্ষ-বরের বিবাহ।

পদ্য।

কাল সুতা সর্ব্বনাশী, সংহারিণী যেই।
বর্ষ বরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥
ভগ্ন কালে, লগ্ন স্থির, মগ্ন সুখভোগে।
শুভক্ষণে, শুভকর্ম্ম, গণ্ডগোল যোগে ॥
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥
এবরের নাপিত হইবে কোন্ জন।
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥
সুচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তার চাল।
তাহাতে চড়িল বর, বারোচক্রপাল।।
প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর।
ধূমকেতু, হোয়েছিল, মাথার টোপর ॥
অধঃঊর্দ্ধ জাঁতি কিবা, মাঝে তার ফাঁক।
সেই ফাঁকে চেপে কাটে, সংসার গুবাক ॥
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ।
চমকিত সব লোক, দেখে তার কাজ ॥
এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয়।
বরষা সয়েছে জল, ত্রিভুবন ময় ॥
কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে।
ধরিয়া বরণ ডালা, স্ত্রীআচার করে ॥
কত জাঁক বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে।
কত সাজ সাজায়েছে, বাজায়েছে সুখে ॥
সুরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া।
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ॥
রীতি মত সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া।
ঘুরিয়াছে সাতবার, সাত পাক দিয়া ॥
তারা, তিথি আদি করি, শালা, শালী যারা।
কাণ্ ধোরে কান্মুটি, দিয়েছে কত তারা ॥
হায় একি অপরূপ, যাই বলি হারি।
শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা ভারি ॥
কুয়াসার মছলন্দ, বর দেন বার।
শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার ॥
বসন্ত কুলজী শেষ করিয়া প্রচার।
ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার ॥
কুটুম্ব, অয়ন, পক্ষ, নিমন্ত্রণ লোয়ে।
এসেছিল বিয়ে দিতে বর যাত্র হোয়ে।।

রাশিগন অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
সকলেই সমাগত, হোয়ে নিমন্ত্রিত ॥
আমাদের পরমায়ু, কোরে জলপান।
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ॥
ওলাউঠা বিকার, বসন্ত আর জ্বর।
আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর ॥
এরা সব, রবাহুত, কত পালে পালে,
হোয়েছিল রেয়ো ভাট, বিবাহের কালে ॥
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া।
আশীর্ব্বাদ কোরে গেল সন্তোষ হইয়া ॥
বিবাহ হইল শেষ, ওকে বর্ষ বর।
মাচ্ নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর ॥
একা তুমি এসেছিলে, চোলে যাও একা।
দেখো যেন বরে বরে, নাহি হয় দেখা ॥

বল।

পদ্য।

জ্ঞানহীন মূর্খ যেই, মৌন, বল তার।
তস্করের বল স্থধু, মিথ্যা ব্যবহার ॥
ভূপতি তাহার বল, অবল যে জন।
বালকের বল হয়, কেবল রোদন ॥
অস্ত্র আর যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের বল।
ভিক্ষুকের ভিক্ষা বল, দেহের সম্বল ॥
ব্যাপার তাহার বল, বৈশ্য যেই জন।
শূদ্রের কেবল বল, ব্রাহ্মণ সেবন ॥
বিদ্যা-বলে ধরে বল, পণ্ডিত সকল।
বল বল বনিকের, বানিজ্যই বল ॥
হিংস্রকের হিংসা বল, অন্য কিছু নয়।
নিন্দাই তাহার বল, নিন্দক যে হয় ॥
কেশ আর বেশ হয়, বেশ্যাদের বল।
বঞ্চনা তাদের বল, যারা হয় খল ॥
যুবতী নারীর বল, যৌবন রতন।
বাচালের বল স্থধু, মুখের বচন ॥
মীন, শস্য, সমুদ্রের জল হয় বল।
তরুদের বল স্থধু, ফুল আর ফল ॥
শশী আর তপনের বল হয় কর।
দেবতার বল স্থধু শাঁপ আর বর ॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম বল, স্তাবকের স্তব।
শুচির অশ্বন বল, ধনির বিভব ॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম বল তাঁর।
যতিদের বল হয় সদা সদাচার ॥
গুন আর ঐক্যভাব গুনিদের বল ॥
খলির কুটিল কথা, ছুতো আর ছল।
পুণ্যবল তারা ধরে, পুণ্যবান যত।
পাপ হয় তার বল, পাপে যেই রত ॥
সত্য-বল বল তার সৎ যেই হয়।
অসত্যই বল তার, সৎ যেই নয় ॥
অনুগামী অনুচর, যে হইবে ভাই।
আনুগত্য বিনা তার, অন্যবল নাই ॥
সুকর্ম্মশালির বল, ধীরতা সাহস।
মানির কেবল বল, মান আর যশ ॥
সন্ন্যাসির ন্যাস বল, যোগিদের যোগ।
ভৃত্যের ভূপতি সেবা, ভোগিদের ভোগ ॥
সতীবল পতিসেবা প্রজাবল ভূপ।
শিষ্য-বল, গুরুসেবা, ভেক বল কূপ ॥
বিবেক তাহার বল, শান্ত যেই জন।
সঞ্চয় তাহার বল, অল্প যার ধন ॥
শান্তিবল, বিপ্রের, ব্রাহ্মের উপাসনা।
সাধকের বল হয়, কেবল সাধনা ॥

রাজার, প্রতাপ বল, বলের প্রধান।
যাহার অভাবে যায়, রাজ্য আর মান॥
সেই রাজা, শান্তি বলে, বলী যদি হয়।
তার কাছে কোন বল, বলবান নয়॥
শক্তি-বল শাক্তের, শৈবের শিব নাম।
বৈষ্ণবের বল সুধু, হরে হরে রাম॥
ভক্তিবল ভক্তের, অন্যথা নাহি তায়।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের সহায়॥
ঈশ্বরে যে সঁপিয়াছে, দেহ প্রাণ মন।
কত বল, ধরে সেই, নাহি নিরূপণ॥

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনীর গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না, একারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে বাগ্‌কলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না, তিনি মানসিক সংকল্প পূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে, সে দিকে দৃক্‌পাতও করিতেন না, প্রতি দিবস নিয়মিত কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগাগোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা„ শ্রীদুর্গা„ এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল "দুর্গা নামে„ পরিপুর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই একটি গান লিখিয়া বসিলেন।

যথা।

"আমায় দেও মা তবিল্‌ দারী।
আমি নিমক্‌ হারাম্‌ নই শঙ্করী॥
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।ঃ—
ভাঁড়ার্‌ জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।ঃ—
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখো তাঁরি॥ ১
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়্‌গির, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনায়্‌ চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিকারী॥ ২
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥ ৩
প্রসাদবলে এমন্‌ পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত, পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥ ৪

খাতার শেষ পত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্ট করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন "মহাশয়! একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাসপুর্ব্বক কর্ম্ম

দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে,, ইহাতে অঙ্কপাত মাত্র নাই, কেবল পাগলামি করিয়াছে ,, ইত্যাদি। উক্ত প্রভু তচ্ছ্রবণে খাতার আগা গোড়া সকল পাতা বিলক্ষণ রূপে বিলোকন ও " আমায় দাও মা তবিল্ দারি ,, এই পদটি সমুদয় তিন চারিবার পাঠ করত অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন, " তুমি পাগল ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ ? এ ব্যক্তি তো কাঁচা কর্ম্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্ম্মই করিয়াছে, তুমি কথার ইঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়-মদে মত্ততা জন্য ইহাঁকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ দেবী-পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি।,, পরে অতি প্রিয় বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন " রামপ্রসাদ! তুমি যে পদে পদার্পন করিয়াছ, তাহাতে এ পদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এই সংসার কাননে বিচরণ করিবে, আমি তাবৎকাল তোমাকে ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব, তোমার আর ক্ষনকাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।,,

রামপ্রসাদ সেন ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করত বাটীতে আসিয়া সানন্দ চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক হওয়াতে ঐ অল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই সুপ্রতুল রূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত না, এক'রণ স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সে পক্ষে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, সুদ্ধ শক্তিভক্তি সার করিয়া সঙ্গীতানন্দার্ণবে নিমগ্ন হইতেন। ফলে তাঁহার পরিবারে কোনো দ্রব্যেরই অপ্রতুল ছিল না, নানা স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত, তাহারা কালীর ও কবির প্রনামী স্বরূপ অনেক অর্থ ও বহু প্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত। তিনি নিজে অতিশয় দাতা এবং দয়ালু ছিলেন, স্নেহপাত্র, অনুগত এবং দীন দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ তৎ সমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এ দিকে আপনার ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, আহার অভাবে পরিবারগন হাহাকার করিতেছে, তিনি প্রকৃত মুক্ত-হস্ত-পুরুষ ছিলেন, এজন্যই তাঁহার দীনতার ক্ষীণতা হইত না। কন্যা পুত্র, স্ত্রী কিম্বা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণ-পূর্ব্বক মনের ভাবে এক এক বার এক একটা গান করিতেন।

কবিতাবলী।

মহাকবি

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের

বিরচিত কবিতার

সার সংগ্রহ।

পঞ্চম সংখ্যা।

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।
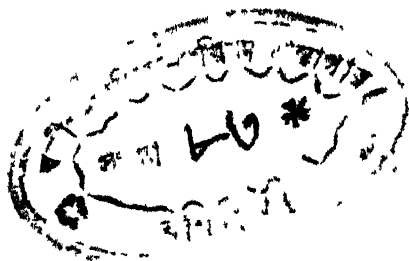
সন ১২৮০ সাল।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

শরীর অনিত্য।

চন্দ্রাবলীচ্ছন্দ।

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (১)
পাতিয়া বিষয় জাল, বৃথা সুখে হর কাল, শরীর পেয়েছ ভাল, ব্যাধির আলয়।
অনিত্য দেহের আশা, কেবল ভূতের বাসা, যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (২)
দেহ গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার, যাহে কর অধিকার, পুরস্কার নয়।
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম, পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পরীক্ষার ভয়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (৩)
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার, কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয়।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি, তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (৪)
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর, দৃশ্য বটে মনোহর, পঞ্চভূত ময়।
যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল, সুখদল, হতবল, দুঃখের উদয়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (৫)
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে, বিষম বিক্রম ধরে, পাপ রিপু ছয়।
ভ্রম নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান অস্ত্র করে ধর, রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (৬)
অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রে ত কর স্নেহ, এক ভিন্ন আর কেহ, আপনার নয়।
যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞাননেত্রে দেখ মায়া, ত্যজিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (৭)
আমি মুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই, আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয়।
দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার, মোহযুক্ত এসংসার ফক্কিকার ময়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (৮)
দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর, সকলের প্রীতি কর, সরল প্রণয়।
রসনারে কর বশ, বিষ্ণুগুণামৃত রস, পান করি লভো যশ, হবে কাল জয়॥

জীবন জীবন বিশ্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (৯)
দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার, গলে পর চারু হার, বিশেষ বিনয়।
মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্য ধন, স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয়॥

জীবন জীবন বিম্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (১০)
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার, আত্মারূপে সবাকার, হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য, ভক্তি ভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময়॥
জীবন জীবন বিম্ব স্থায়ী কভু নয়। নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥ (১১)

পঞ্চভূত ময় এই প্রপঞ্চ শরীর। কখন পতন হবে নাহি তার স্থির॥
তথাপি মানবচয়, মিথ্যা সুখে মত্ত হয়, ভাবে কাল সদা রয়, আমার অধীন।
লয়ে সুত পরিবার, সদা করে অহঙ্কার, নাহি ভাবে কি প্রকার, দেহ হবে লীন॥
মোহ জালে বদ্ধ রয়, আমার আমার কয়, ক্ষণে সুখ দুখোদয়, ভাবিয়া অস্থির।
শোক শেল বিদ্ধ বুকে, কভু থাকে অধোমুখে, কভু কাঁদে মনো দুখে, চক্ষে বহে নীর॥
এইত সংসার সুখ, দেখি সমুদয়। তথাচ মনুষ্য কেন তাহে মুগ্ধ হয়॥
মহামায়া মোহ মদে, মত্ত জীব পদে পদে, ঐহিক সুখের মদে, ভাবে সুখোদয়।
করিয়া অপূর্ব্ব বাড়ী, চড়িয়া সুদৃশ্য গাড়ী, প্রতি বাক্যে পেট নাড়ি, দেন পরিচয়॥
পিতৃধনে ধন্য হই, মান্য মানে বিশ্বজয়ী, আমার সমান কই, দৃশ্য নাহি হয়।
সুদে পুন সুদ কসি, ব্যয় করি কসাকসি, সুদৃশ্য ভবনে বসি, দেখি সমুদয়॥
সহসা আসিয়া কাল করিবে সংহার। তখন সুদের সুদ কে কসিবে আর?
কণ্টকেতে দিগদশ, ক্রমেতে হইল বশ, ধর্ম্ম কার্য্যে অপযশ, হয় পদে পদে!
দীনজনে দয়া দান, দিতে নাহি পারে প্রাণ, তবু মনে অভিমান, থাকি উচ্চ পদে॥
যদি কিছু ব্যয় হয়, বেশ্যা বারাঙ্গনালয়, তাহে মহা সুখোদয়, আহ্লাদে অস্থির।
হইল অনেক মজা, উড়িল যশের ধ্বজা, ভাবে মনে আমি রাজা, এই পৃথিবীর॥
জন্ম লয়ে সুকার্য্যেতে মতি নাই যার। নরাধম সেই জন অতি দুরাচার॥
সুকার্য্যে কৃপণ অতি, কুকার্য্যে স্বচ্ছন্দ গতি, না ভাবে দেহের গতি, পলকে প্রলয়।
চিরজীবি ভাবি দেহ, সদা তারে করে স্নেহ, কিন্তু তার নব গেহ, ভূতের আলয়॥
হুঁড়ি কাত হলে পর, গৃহ ধন সহোদর, সকল হইবে পর, জানিবে নিশ্চিত।
সর্ব্বত্র কলঙ্ক রটে, সদা অপযশ ঘটে, সুবুদ্ধি প্রকাণ্ড ঘটে, নাহিক কিঞ্চিত॥
এমন রাজার ভাই মন্ত্রিদল যারা। বিদ্যাহীন পরাধীন অপ্রবীণ তারা॥
নব নব নব মন্ত্রী, তারা সব ষড়যন্ত্রি, দেখিয়া সেপাই শাস্ত্রী, পুলকিত হয়।
মুখ ফুটে যাহা বলে, সেই পদে পদে চলে, পৃথিবীরে ক্রোধ বলে, অতি ক্ষুদ্রময়॥
পঞ্চভূতময় দেশে, ষড়ভূত উপদেশে, লয়ে যায় ঘেষে ঘেষে, করে কাণ্ডময়।

অমৃতে করে অরুচি, বিষপানে সদা রুচি, বিষ্ঠা মেখে হন শুচি, দেখে হয় ভয় ॥
মিছে মদে মত্ত হয়ে, অনিত্য সুখ আশয়ে, আশায় তরঙ্গময়ে, কেন মার ডুব।
ধন মদে কেন ছার, অহঙ্কার বার বার, জানিয়াছি তুমি আর, বাহাদুর খুব ॥
দয়া ধর্ম্ম শ্রদ্ধা ভক্তি সুবুদ্ধি উত্তম যুক্তি, যত্নযোগে তুমি শক্তি, করহ স্থাপন।
হইবে তোমার মুক্তি, এইত শিবের উক্তি, বললাম তব যুক্তি, পথ নিরূপণ ॥
জ্ঞান বুদ্ধি হয়ে হত, পাপ কার্য্যে সদা রত, মিথ্যা সুখে অবিরত, করহ ভ্রমণ।
ভবসায় ভর কর, অভিমান পরিহর, তবে পাবে পরাৎপর, নিত্য নিরঞ্জন ॥
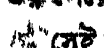
সংবাদ পত্রের কয়েদী সম্পাদক।

পদ্য।

এ সহরে কেবা করে এডিটরি চাস।
এ প্রকারে কেবা করে কারাগারে বাস ॥
ইংলিসম্যানের কর্ত্তা গালাগালি লিখে।
ধর্ম্মের বিচারে শেষে ঠেকিলেন শিখে ॥
হইল হাজার তিন প্রতিফল তায়।
সেই দণ্ডে দণ্ড দিয়া এড়ালেন দায় ॥
বোধ ছিল হবে তাই টাকা দিব ফেলে।
বিধাতা বিমুখ হয়ে পাঠালেন জেলে ॥
সার্জ্জন ধরিয়া হাত দাঁড়াইয়া পাশে।
চারি দিকে শত্রুলোক খিল খিল হাসে ॥
কটু বাক্যে কোলাহল দ্বিজদল নিয়া।
গালাগালি দেয় সবে করতালি দিয়া ॥
বিপক্ষের জয় রবে হইলাম কোঁতা।
একেবারে থোঁতা মুখ হয়ে গেল ভোঁতা ॥
বিষাদে মলিন মুখ বাক্য নাহি সরে।
হিজিলি হইতে যেন ফিরে আসি ঘরে ॥
দুঃখের শয্যায় পড়ে শুয়ে থাকি একা।
লজ্জায় লোকের সঙ্গে নাহি করি দেখা ॥
তখন কহিব সব মন করে শাদা।
যদ্যপি আসেন ফিরে এডিটর দাদা ॥
বাঁকানল গুড়গুড়ি ডাকে ডাক ছেড়ে।
ভুড় ভুড়ি ধুড় ধুড়ি সব দিলে নেড়ে ॥
কটু জল তিক্ত তার নল হলো পচা।
হাতে হাতে প্রতিফল গালাগালি রচা ॥
কে জানে ইশের মূল আছে ভাই পিছে।
ফোঁস ফাঁস ফণা ধরা সব হলো মিছে ॥
জজ ওজা নহে সোজা দুই চক্ষু রেঙে।
দিয়েছে বিচার অস্ত্রে বিষদন্ত ভেঙে ॥
সকলে জানিত আগে অজগর বোড়া।
এখন জানিল সবে বিষহারা ঢোঁড়া ॥
পৃথিবী কম্পিত আছে লেখনীর চোটে।
জারি জুরি ভারি ভুরি সব গেল কোর্টে ॥
পড়িল এখন সেই কলম খসিয়া।
জপুন শ্রীহরি নাম শ্রীঘরে বসিয়া ॥
মনে ছিল অভিমান হয়ে নীচ গামী।
বাঙ্গালী বকিংহাম হইলাম আমি ॥
শ্রীনাথে প্রহার করি আঁচুড়ের রাজা।
কোর্টের বিচারে পান সমুচিত সাজা ॥
এক রাজা হলো বধ ভয় কারে আর।
ক্রমে ক্রমে সব রাজা করিব সংহার ॥

মনোহর রসরাজ রথ আরোহণে। *
এই ভেবে মহাবীর সাজিলেন রণে॥
লেখনী ধনুকে যুড়ি কটু বাক্যবাণ।
সমর সমাজে করে বিষম সন্ধান॥
অহংকারে অন্ধ হয়ে আস্ফালন বাড়ে।
নৃপতি নিপাত হেতু নিন্দা শর ছাড়ে॥
অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা ঘোরতর পাপ।
জ্বলন্ত অনলে আসি মারিলেন ঝাঁপ॥
হইল শরীর দগ্ধ করি মন্দ ক্রিয়া।
পতঙ্গ যেরূপ মরে দীপে ঝাঁপ দিয়া॥
হায় হায় হাসি পায় ভাল দেখি সক।
বাসুকী করিতে বধ ইচ্ছা করে বক॥
ঢাকিয়া চন্দ্রের প্রভা অন্ধকার কূপে।
ভুবন করিবে আলো জোনাকীর রূপে॥
একড় হাসির কথা কব আর কাকে।
কোকিলের মিষ্ট রব ইচ্ছা করে কাকে॥
রাজ সহাসমজোট ভাল দেখি সাদ।
বামন হইয়া ধবে আকাশের চাঁদ॥
আপন প্রতাপে ধরা দেখিতেন সরা।
এতদিনে কেঁদো বাঘ পড়িলেন ধরা॥
লম্ফ ঝম্ফ লেজ নাড়া সব গেল ঘুরে।
রাখিল শার্দ্দুল শঠে পিঁজরায় পুরে॥
বাপু বাঘ বনে যাও পশু যথা আছে।
করোনা বিক্রম আর মানুষের কাছে॥

হইল রাজার জয়, [illegible] কে কত কয়,
সম্পাদক মহাশয়, [illegible] পেয়ে মরোনা।
যেমন কর্ম্মের বল, সেই রূপ ফলে ফল,
দেখিয়া বিপক্ষ দল, ক্ষোভ ক্ষেত্রে চরোনা॥
অভিমানে ধেষ ভরে, বসিয়া সিংহের ঘরে,
বিষম লোভের জ্বরে, আর তুমি জ্বরোনা।
যে প্রকার ব্যবহার, প্রতিফল হলো তার,
কলঙ্ক কুসুম হার, গলে আর পরো না॥
আপনার কর্ম্ম দোষে, স্বভাবের পরিতোষে,
পড়িয়া রাজার রোষে, শেষে যেন মরোনা।
সুজনের যুক্তি লও, শিষ্ট হয়ে ঘরে রও,
জগতের মিত্র হও, শত্রু বৃদ্ধি করোনা॥
গত হয় ইহ কাল, হবিবে দারুণ কাল,
পাতিয়া পাপের জাল, পরকাল হরোনা।
কেহ নহে আপনার, ভরসা না কর কার,
অতএব মিছে আর, বিষদাঁত ধরোনা॥

জীবের প্রতি জিজ্ঞাসা
এবং জীবের উত্তর।

প্রং। কোন ধর্ম্ম অনুসারে লহ উপদেশ।
কিবা জাতি কিবা কর্ম্ম কহ সবিশেষ॥

উং। আপন স্বরূপ আমি আপন স্বরূপ।
জাতি ধর্ম্ম কিছু নাই নিজ বোধ রূপ॥

প্রং। কি তোমার নাম কহ কি তোমার নাম।
কোথায় বিশ্রাম কর কোন্ দেশে ধাম?

উং। স্বভাবে বিশ্রাম করি দেহ গৃহে ধাম।
আত্মার আত্মীয় আমি আত্মারাম নাম॥

প্রং। কার ভাবে ভার লয়ে ভাব প্রতিক্ষণ।
কার সঙ্গে কোন্ রঙ্গে করিছ ভ্রমণ?

উং। আত্মারে ভাবিয়া ভার ভাব রাখি দূরে
সন্তোষের সহ ফিরি সদানন্দ পুরে ॥

প্রং। যে ঘরে তোমার বাস ঘার তার কয়।
কোথায় স্থাপিত আছে শুনি সমুদয় ॥

উং। দেহ গেহ নবদ্বার শূন্য তিন ঠাঁই।
যথা আত্মা তথা গৃহ নিরূপিত নাই ॥

প্রং। কহ বিবরণ সব কহ বিবরণ।
দারা পুত্র সুতা ভ্রাতা কত পরিজন ?

উং। দয়া দারা সত্য সুত সহোদর মন।
শান্তি ভগ্নী বিবেকাদি নিজ পরিজন ॥

প্রং। পরিজন মধ্যে করে, কে তোমার হিত।
কুটুম্বিতা কর তুমি, কাহার সহিত ?

উং। নিজ তত্ত্বে নিজ হিত, এই মাত্র যারা।
কুটুম্ব ইন্দ্রিয় পঞ্চ, হিতকারী তারা ॥

প্রং। নিগূঢ় বচন এক, কাণে কাণে বলি।
কার বলে বল তুমি, কার বলে বলী ?

উং। কার বলে বলি আমি, কার বলে বলী।
বল বল আত্ম বল, আত্মবলে বলী ॥

প্রং। সবিশেষ দিলে তুমি, নিজ পরিচয়।
এখন তোমার বল, কিসে হবে লয় ?

উং। জীবনের বিম্ব যথা, জীবনেই লয়।
আত্মাতে সেরূপ আমি, জানিবে নিশ্চয় ॥

প্রং। কুটীরের মধ্যে বল, আলো কেবা করে,
কিরূপেতে থাক তুমি, অন্ধকার ঘরে ?

উং। অন্ধকার নহে তথা, থাকি যেই স্থলে।
দীপের উপরে দীপ তাহে দীপ জ্বলে ॥

প্রং। ঘরের ভিতরে সদা, কর তুমি বাস।
বাহিরে কিরূপে হয়, নয়ন প্রকাশ ?

উং। পবন প্রণয় পথ, নিত্য সুখময়।
ভাব চিন্তা দুই নেত্রে, দৃষ্টি সব হয় ॥

প্রং। তুমি ত কহিলে সব, নিজ পরিচয়।
আমি কেন আমি বলি, কহ মহাশয় ?

উং। প্রলয় সমুদ্র এক, সদা শোভা পায়।
তুমি আমি আমি তুমি, জলবিম্ব প্রায় ॥

প্রং। আমি তুমি তুমি আমি, এই যদি হবে।
তুমি আমি তিনি উনি, ভেদ কেন তবে ?

উং। এক আত্মা ভিন্ন ঘট, ভেদ মাত্র কায়া।
সলিলে যেমন শোভে, ভাস্করের ছায়া ॥

প্রং। ঘুচিল অজ্ঞান ধন্দ, সদানন্দ স্মরি।
বল তাই তবে কারে, প্রণিপাত করি ?

ওঁং। নমো নমঃ পরমাত্মা, চিদানন্দ ধাম।
আমায় আমার আমি, প্রণাম প্রণাম ॥

ঠাকুরপুত্রের বিবাহ।

ফকির ফিকিরে ভাল, করিলেন ছাপা।
উচিত উত্তর দিলে, হইবেন খাপা ॥
কি হেতু ফকির রাজ, উঠিলেন ক্ষেপে।
ছাপার ইঙ্গিত কথা, গিয়াছেন ছেপে ॥
বিবাহের স্থানে বুঝি, করিয়ে প্রবেশ।
বেশমত বেশ দান, পেয়েছেন শেষ ॥
সিফাই মেরেছে বুঝি, বন্দুকের হুড়ো।
সেই হেতু রেগেছেন, দাড়ু রাম খুড়ো ॥
চাঁদ মুখে চাঁপ দাড়ি, গাল ভরা গোঁপ।
আশাবাড়ী আষা হাতে, কটিকের খোপ ॥
দরবেশে দরবার, নাহি পায় শোভা।
দুই ওক্ত জপ প্রভু, রসুলাল্লা তোবা ॥
বিশেষ বিষয়ে তেজ, তারে বলি তাজি।
কাজে যার মন থাকে, সেই হয় কাজি ॥
আদার ব্যাপারী তুমি, কাঁধে ঝোলে ঝুলি।
তোমার বদনে কেন, জাহাজের বুলি?
কখন এরূপ নহে, ফকিরের চাঁচা।
অনুভাবে বুঝিতেছি, চাটগেঁয়ে চাচা ॥
ভিক্ষাতে উদর পূর্ণ, থাক যথা তথা।
কাগজেতে কেন ছাপ, বিবাহের কথা?
আখের হারাও কেন, আঁখর লিখিয়া।
মসিদে নমাজ পড়, ছেলাম ঠুকিয়া ॥
প্রসন্ন প্রসন্ন প্রতি, প্রভু পঞ্চমুখ।
কোন কর্ম্মে কোন রূপে, নাহি তাঁর চুক ॥
অতুল প্রতুল পুঞ্জ, মান থাকে মানে।
প্রতিলোক পরিতুষ্ট, পরিমিত দানে ॥
স্বভাবত গুণ বৃক্ষ, মহা বলবান।
ধর্ম্মের সলিলে সিঁচে, অতি ফলবান ॥
ছিদ্রহীন মনোহর, কীর্ত্তি ফুল ফুটে।
সুগন্ধ নির্ম্মল যশ, দশ দিগে ছুটে ॥
সতের সুকার্য্য দেখে, বৃদ্ধি হয় সুখ।
প্রশংসা প্রসব করে, সুজনের মুখ ॥
হিংসার উদয় মনে, শেল ফুটে বুকে।
কেবল কুরব রটে, নিন্দুকের মুখে ॥
শুনহে ফকির ভাই সেলাম আমার।
এরূপ কুকথা তুমি, লিখনাকো আর ॥
আটাক্ষীর পাটালী, সন্দেশ চিনি দিয়া।
কাঁচা পাকা শিন্নী দিব, দরগায় গিয়া ॥
বিদায় করিব ভাল, বাবুরে বলিয়া।
অনায়াসে যাবে তুমি, মক্কাতে চলিয়া ॥

বর্ষার বিক্রম বিস্তার।

ধরাধামে স্বভাবের ভাব বিপরীত।
বরষার ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥
বরষা পেয়েছে বিশ্ব দৃশ্য সুখ নানা।
কোন মতে কোন দুখ, নাহি যায় জানা ॥
হাসীল করিল ধরা কীর্ত্তি অপরূপ।
সংযোগী সম্ভোগ ভোগ, করে বহু রূপ ॥
পরাজয় পেয়ে গ্রীষ্ম, গিয়াছিল ভেগে।
মধ্যে মধ্যে বুদ্ধি দোষে, উঠে ফের চেগে ॥
দেখিয়া বর্ষার মনে উপজিল ক্রোধ।
একেবারে দিলে তার, কুকর্ম্মের শোধ ॥
নিশাধারে জলধার, গ্রীষ্ম বধিবারে।

করিলেন বারি বৃষ্টি, মুষলের ধারে ॥
ঘর দ্বার পথ ঘাট, মহা সিন্ধুময় !
নীরাকারে নীরাকার, দৃশ্য সব হয় ॥
গৃহস্থের কান্নাহাটী, রান্না ঘরে এসে।
হাঁসিয়া ভাতের হাড়ী, জলে যায় ভেসে ॥
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে, চাকা ডুবে জলে।
কলের জাহাজ যেন গাড়ী সব চলে ॥
বালকে পুলক পায় ভাসাইয়া ভ্যালা।
কিলি কিলি মীন যত, পথে করে খ্যালা ॥
পথিকের দশা দেখে, নেত্রে জল ঝরে।
উঠিছে পায়ের জুতা, মাথার উপরে ॥
বিশেষতঃ রমণীর, ভাব চমৎকার।
চলিতে চরণ বাধে, বস্ত্র রাখা ভার ॥
মনো গৃহে লজ্জাদেবী, আবির্ভূতা নিজে।
রাস্তার রঙ্গিল জলে, সব যায় ভিজে ॥
ক্ষেত্রের নির্ম্মল শোভা, দেখে পূর্ণ আশা।
গেল ধন্দ, মহানন্দ, চাস করে চাসা ॥
বসিকে রসিক সহ, ভাবে গদ গদ।
সুখে কহে কর সার, বরষার পদ ॥
প্রেমরসে মত্ত দোঁহে, প্রেমানন্দ ঘোরে।
হায় রে বর্ষা ঋতু, বলিহারি তোরে ॥

বর্ষার ধূমধাম।

নিদাঘের সমুদায় অধিকার লোটে।
ধমকে চমকে লোক, চপলার চোটে ॥
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্, কলরব উঠে।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্, হুহুঙ্কার ছুটে ॥
সুমধুর কত স্বর, ভেকে গীত গায়।
ঝাম্ ঝাম্ ঝাম ঝাম, জলদ বাজায় ॥
কড় কড় মড় মড়, রাগে রাগ ঝাড়ে।
হড় মড় কড় মড়, টিটকারী ছাড়ে।
ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে।
গুড় গুড় গুড় গুড়, নহবৎ বাজে ॥
খরতর দিনকর, লুকাইল তাপে।
থর থর থর থর, ত্রিভুবন কাঁপে ॥
হুড় হুড় হুড় হুড়, ঘন ঘন হাঁকে।
ঝর ঝর ফর ফর, সমীরণ ডাকে ॥
ভন্ ভন্ ফন্ ফন্, মশকের ধ্বনি।
কত রূপ সরূপ, অপরূপ গণি ॥
শশধর জর জর, জলধর রবে।
তারা যারা পতি হারা, কাঁদে তারা সবে ॥
চকোরিণী অভাগিনী, হাহা রব মুখে।
কুমুদিনী বিষাদিনী, লুকাইল দুখে ॥
বরষার অধিকার, হইল গগনে।
হাস্য মুখ মহা সুখ, সংযোগীর মনে ॥
ঘন জলে মন জ্বলে, ব্যাকুল সকলে।
বহে নীর বিরহীর, নয়ন যুগলে ॥

ত্রিপদী।

অসহ্য সূর্য্যের তাপে, দারুণ গ্রীষ্মের দাপে,
শোভা নাই প্রায় পৃথিবীর।
জল শূন্য জলাশয়, দল শূন্য তরুচয়,
বল শূন্য জীবের শরীর ॥
হেরিয়া সৃষ্টির গতি, সদলে বৃষ্টির পতি,
ধরাতলে আসিয়া উদিত।
জল চর বন চর, ভূচর খেচর নর,
অন্তর সবার পুলকিত ॥

ভয়ঙ্কর জলধর, কলেবর গর গর,
নিরন্তর গরজে সঘনে।
দীপ্তিহীন দিবাকর, শোভা শূন্য শশধর,
তারা হারা হইল গগনে॥
বিরহী মনের প্রায়, গ্রহগণ দীপ্ত পায়,
নিবিড় নীরদ জাল আড়ে।
সুধার সুধার মত, জলধার অবিরত,
পতনে মনের সুখ বাড়ে॥
গগনের উচ্চদেশ, রৌদ্রের উজ্জ্বল বেশ,
পরিধান নাহি করে আর।
বুঝে তাঁর মন্ত্র প্রীতি, সম্পূর্তি বাড়ায় প্রীতি,
বরষার প্রীতি চমৎকার॥
ভয়ঙ্কর মেঘাম্বর, পরিলেক অতঃপর,
ত্যজি উগ্র গ্রীষ্মের কিরণ।
সোণার দামিনী হার, গলায় দুলিছে তার,
পরিহার তারার ভুষণ॥
বরষার কিবা ভাব, ক্ষেত্রের নির্ম্মল ভাব,
নাহি আর কর্দ্দম দর্শনে।
স্থলে জল জলে জল, কেবল জলের দল,
ঢলাঢল প্রবল বর্ষণে॥
হেরিয়া জলের বল, আনন্দে মীনের দল,
কল কল রবে করে খেলা।
সমূহ শাবক সঙ্গে, ইতস্ততো মহা রঙ্গে,
ভ্রমে ভ্রম ক্রমে নাহি হেলা॥
প্রচণ্ড মারুত বীর, নহে স্থির যেন তীর,
বৃক্ষের শরীর করে চূর্ণ।
পর্ব্বতের অঙ্গ নড়ে, অট্টালিকা ভেঙ্গে পড়ে,
সিন্ধু জলে শূন্য হয় পূর্ণ॥
গলাগলি তরুগণ, গাথিয়া গহন বন,
পবনের পথ ঢেকে আছে।
ঘন ঘন শিরোপরে, মত্ত মারু নৃত্য করে,
তরুর তরঙ্গ তায় নাচে॥
সাজিয়া ভীষণ সাজে, বসুধা গগন মাঝে,
বিরাজ করেন অতঃপর।
মাঝে মাঝে শুভ কাজে, বজ্রের বাজনা বাজে,
বিরহীর বুকে বাজে শর॥
সন্তাপ সলিল তারা, ক্রমে হয় আশা হারা,
বাসা হারা পতির কারণ।
দুরন্ত বর্ষায় ভ্রান্ত, অশান্ত হইল স্বান্ত,
বিনে প্রাণকান্ত দরশন॥
মন গলে, প্রেমফাঁসি, তাই ধরে লজ্জা দাসী,
প্রবোধের সঙ্গে বসে আছে!
আশার আহার হাতে, লোক ভয় যুক্তি সাতে,
সদা ভ্রমে ধৈর্য্য কাছে কাছে॥
এতেক প্রহরী হতে, পলাইতে কোন মতে,
নাহি পারে নাই মনো মত।
অতএব সাম্য ভাবে, বরষার আবির্ভাবে,
এক ভাবে এক ভাবে রত॥
গ্রীষ্মের প্রতাপবলে, পূর্ব্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূষর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায়॥
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার॥
হেলে হেলে চলে যায়, বিপুল সংগ্রাম তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার॥
প্রেম আলিঙ্গন আশে, তরুচয় তীর আশে,
ছিল সবে চাতকের সঙ্গে।

নদীর যৌবন পূর্ণ, বৃক্ষের বাসনা তূর্ণ,
হয় পূর্ণ ছায়ার প্রসঙ্গে ॥
বরষার আবির্ভাবে, দিবা নিশি সম ভাবে,
হরিষে বরিষে বৃষ্টিধার।
আনন্দে অবনী ভাসে, স্বভাব সন্তোষে হাসে,
জ্যোতিরাশি নাশে অন্ধকার ॥
সতত শঙ্কার সঙ্গে, অন্ধকার মহারঙ্গে,
সমূহ প্রতিভা করে গ্রাস।
দিক দশ অপ্রকাশ, পরিয়া কালীর বাস,
করে কাল দৃষ্টির বিনাশ ॥
তমো মাখা নিশি প্রায়, দৃষ্টিপথে দীপ্তি পায়,
অর্দ্ধরূপী শরীর সকল।
নির্ণয় করিয়া রূপ, উথলে সংশয় কূপ,
সময়ের এমনি কৌশল ॥
ঘন কাঁদে ঘন চাঁদে, সদা বাঁদে দৃঢ় ফাঁদে,
খেদে কাঁদে চকোর সকল।
আসিছে তরঙ্গ জল, ভাসিছে ভেকের দল,
হাসিছে চাতক খল খল ॥
গুরুতর গুরুলাজে, বসি গুরুজন মাঝে,
অন্তরে হেরিয়া কান্ত মুখ।
ঈষৎ হাসিয়া ছলে, যেমন কৌশল কলে,
করে রামা গোপনে কৌতুক ॥
সেইরূপ দিবাকর, করে দূর জলধর,
মাঝে মাঝে করে কর হাসি।
বুঝিয়া সূর্য্যের ছল, অমনি মেঘের দল,
তপনে গোপন করে আসি ॥
নিশি হলে সুপ্রভাত, পূর্ব্বমত দিননাথ,
নবীন প্রতাপে নহে যুক্ত।
বিষম বিক্রম তাঁর, ক্রমে হয় অপ্রচার,
বরষার বিক্রম প্রযুক্ত ॥
প্রস্তাতের প্রিয় মুখ, হেরে দূরে যায় দুখ,
ভাবী সুখ ভাবি কৃষিকার্য্যে।
শ্রমের পশ্চাৎ হয়ে, শস্যের কল্পনী লয়ে,
চলে চাসা আশার সুরাজ্যে ॥
শীতে ছিল শুষ্কমূল, বসন্তে কুটিল ফল,
গ্রীষ্মের প্রভাবে পুন'জরা।
হায় রে বরষা কাল, কাটিয়া অজ্ঞান জাল,
নানা ফলে পূর্ণ করে ধরা ॥
মধুকর মানালোভা, কুসুম কদম্ব শোভা,
কানন আনন শোভা করে।
প্রস্ফুটিত নানা ফুল, আমোদিত অলিকুল,
বিরহী কুলের কুল হরে॥
সময়ের শুভযোগে, সংযোগী সম্ভোগ ভোগে,
হাসিছে ভাসিছে প্রেমনীরে।
অঙ্গে মেখে পুষ্প গন্ধ, গন্ধ বহে মন্দ মন্দ,
বহিছে দহিছে বিয়োগীরে ॥
শ্রেণীবদ্ধ জলধর, দৃশ্য অতি মনোহর,
নিরন্তর করে নীর দান।
ঘনদত্ত জল পেয়ে, ঘন ঘন গুণ গেয়ে,
কামিনী কামের রাখে মান ॥
বরষার ভাল ফাঁদ, অবিখ্যাত তারাচাঁদ,
বিদেশীর নিশাসুখ নাই।
আনন্দের কর্ম্মচয়, বলা কিছু ভাল নয়,
বলিব সময় যদি পাই ॥

জীবন।

পরিপূর্ণ আছে সব সমুদ্রের জল।
প্রবল প্রবাহ তাহে করে টল মল ॥

ক্ষণমাত্র বিম্ব তাহে হইলে উদয়।
পুনর্ব্বার নিরাকার সেই জলে লয়॥

আহা! পিঞ্জর শূন্য করিয়া পক্ষী কোথায় উড়িয়া গেল, একটী শুষ্ক পদ্মে দুটি নীলপদ্ম নীরস হইয়া স্থির রহিয়াছে।

নীরস কমল মুখে স্থির দুটি আঁখি।
সুখের পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গেল পাখী॥
একেবারে পলাইল ছেড়ে এই ধরা।
ধর ধর করি তারে কিসে যাবে ধরা॥

আহা! সরোবর সলিলে যে মৎস্য শোভা করিয়া নৃত্য করিতেছিল; এই ক্ষণে সেই মৎস্য ধীবরকর্ত্তৃক জালে বদ্ধ হইয়াছে।

সংসার উদ্যান সম সদা শোভা পায়।
কলেবর মনোহর সরোবর তায়॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর সেই কালরূপ জেলে।
হরিল জীবন মীন মৃত্যু জাল ফেলে॥

বিরহ।

বাস্পকচ্ছন্দ।

কোথা হে আছ রমণী রমণ।
কটাক্ষে হরি রমণীর মন॥
নয়নে নয়ন মাখিয়া তীর।
নয়নে নয়ন করিলে নীর॥
বাসনা শুনহে প্রেমের পাখি।
তোমার ওরূপে শোভিছে আঁখি॥
অথবা স্নেহেতে ছানিয়া রাখি।
হৃদয়ে চন্দন করিয়া মাখি॥
তোমারে দেখি হে চিত্র পুতলি।
অস্থির হইল নেত্র পুতলি॥
পুরুষ পরশ পরশ তনু।
নতুবা দাহন করে অতনু॥
তব পরশেতে কনক হব।
অনঙ্গ অনলে গলিয়া রব॥
তাহাতে নিখাদ অধিনী হবে।
পুরুষ পরশে সুরব রবে॥
তুমি হে পরশ পরেশ বট।
তাই বলি অলি হওনা নট॥
জগতে স্বাগতে করয়ে টান।
কে করে সেপরে পরাণ দান॥
চতুর হওনা অতুর জনে।
বঁধু হে বিতর মিলন ধনে॥
গুমান করনা অবলা কাছে।
গুমান হয়ে হে হেন কে আছে॥
নলিনী মলিনী করে না অলি।
অলিনী ত্যজিয়ে ভজয়ে কলি॥
তাই বলি দেখা দেও রসময়।
কোথা হে আছ এসুখ সময়॥

হৈমন্তিক প্রভাত।

বহুক্ষণ বিরাজিয়ে বিভাবরী শেষ।
প্রাচীন প্রভাত আসি প্রাচীতে প্রবেশ॥

আসিয়া অরুণ দ্বার করিল মোচন।
উদিত তপন দেব লোহিত লোচন॥
বোধ হয় ছায়া সহ জাগিয়া যামিনী।
নয়ন হয়েছে রাঙ্গা, জিনিয়া দামিনী॥
চঞ্চ ঢল তনুখানি, ঘুম ঘোর ভরে।
তাম্বূল সিন্দূর রাগে ভাল শোভা করে॥
হেরিয়া ভ্রাতার ভাব অনুজ দ্বিজেশ।
লজ্জায় লুকায় মুখ, না হয় নির্দ্দেশ॥
সরমে মরমে মরি, যত তারাগণ।
মেঘের ঘোমটা মুখে, করিল ক্ষেপণ॥
শোভিল আকাশ অঙ্গে, অরুণ কিরণ।
নীলচন্দ্রাতপে যেন লোহিত কিরণ॥
হেরিয়া অরুণ মুখ বিহঙ্গের দল।
খুড়া পেয়ে হুড়াহুড়ি করে কোলাহল॥
একে অন্ধ সন্ধ্যাবধি ছিল অনিবার।
প্রহরে প্রহার তায়, করেছে নীহার॥
প্রতপ্ত তপন তাপে, তৃপ্ত হলো তনু।
নয়ন নীরজে শোভে, পুলকাশ্রু অনু॥
শিশিরের বিম্বে করে, বিম্ব সুশোভন।
রমনীর বিম্বাধরে পীযুষ যেমন॥
শুক সহ যুক্ত হয়ে, যত সব শারি।
সারি সারি সারি দিয়া সুখে গায় সারি॥
অপরূপ শোভাধরে, নিকুঞ্জ কানন।
ফুলে ফুলে প্রজাপতি, করিছে ভ্রমণ॥
কুকুটের প্লুতস্বরে সুষুপ্তি পলায়।
জাগৃহি জাগৃহি গৃহী এই রব গায়॥
সংসার চিন্তায় হলো, গৃহস্থ চিন্তিত।
হায় রে ভবের মায়া একি ভোর রীত॥
একে শীতে জড়সড়, শয্যার ভিতর।
তাহাতে তোমার বিষে, অঙ্গ জর জর॥
অলসের সুখ বাড়ে এই কয় মাস।
বহুকাল বালিসের সহ অধিবাস॥
শ্রমের বিরুদ্ধে কত করয়ে নালিস।
লেপ ভায়া হন তাহে মধ্যস্থ সালিস॥
কৃষিকুল পুলকিত হেরিয়া প্রভাত।
পরিবার সঙ্গে লয়ে খায় পান্তা ভাত॥
গায়েতে গোধুড়ি কাঁথা, মাথায় পাগড়ি।
অগ্নির হাঁড়ীতে হাত নাড়ে ঘড়ি ঘড়ি॥
নাহিক অন্তরে মল, স্বভাব সরল।
মুখেতে রহস্য সদা, হাস্য খল খল॥
পাইয়া নীহার ঋতু, স্নান করে ক্ষিতি।
শিশিরের ধারা দেয়, যুবতী প্রকৃতি॥
হাস্য মুখী প্রকৃতির কত ভাব ভঙ্গী।
হেরিয়া মাতিল যত কবি নবরঙ্গী॥
শক্তিক্রমে শব্দ শ্রেণী করিয়া সূচনা।
স্বভাবের বলে করে, স্বভাব রচনা॥
ধন্য ধন্য দৈবশক্তি, শক্তি কত তার।
অভাবে স্বভাবে কত ভাবের সঞ্চার॥

বন্ধুত্ব।

অমিয়া ছানিয়া বুঝি, রসময় বিধি।
নিরমিল অপরূপ, প্রেমরূপ নিধি॥
সেই নিধি নিলয়ে, খেলয়ে এক মীন।
অপাঙ্গ ভঙ্গিম ভরে, রহে রাত্রি দিন॥
বন্ধুত্ব নামেতে যাহে, কহে কবিগণ।
অখণ্ড আনন্দ যাহে, লভে ত্রিভুবন॥
এমন সুখের রস, আর বুঝি নাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই॥ ১

অসার সংসার সার, বন্ধুর প্রণয়।
যাহাতে সরল করে, পাষাণ হৃদয় ॥
পশুর চরিত্র ফেরে, মিত্রতার বশে।
রস ভরা নানা কার্য্য, এই প্রেম রসে ॥
সুগ্রীবে বলিয়া মিতা, রাম রঘুবর।
দশগ্রীবে বধিলেন, ধরি ধনুঃশর।
হরষিত জানকী, কানকী লতা পাই ॥
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই। ২

ভারতে এ রস কিবা, রচে দ্বৈপায়ন।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, সিক্ত নারায়ণ ॥
পাইয়া করুনারূপ, ক্ষীরদের ক্ষীর।
পৃথিবীরে জয় করে, ধনঞ্জয় বীর ॥
করিতে বন্ধুর তুষ্টি, সেই ভগবান।
সহোদরা সুভদ্রায়, করিলেন দান ॥
ভারত সুরত সুধা, স্মরহ সবাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৩

ভাগবত ভাগে ভাগে, এরস রচনা।
গোকুলে গোপাল কুল, সহিত সুচনা ॥
প্রেমানন্দে ঢলাঢল, রাখাল সাজিয়া।
সুরভী সহস্র সহ, বাঁশী বাজাইয়া ॥
বিপদে বাঁচায় ব্রজ, ধরি গোবর্দ্ধন।
কালিন্দীর কালীদহে, কালীয় দমন ॥
কতবার গোপকুল, বাঁচায় কানাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৪

এই রসে পরিপূর্ণ, নানা ইতিহাস।
পুরাণ পুরাণ শাস্ত্রে, সদা সুপ্রকাশ ॥

ততদিন বন্ধুদের, রাজ্য নিরূপণ।
যত দিন বন্ধুভাবে, ছিল রাজগণ ॥
পরস্পর দ্বেষাদ্বেষে, নষ্ট করে দেশ।
জয়চন্দ্রে পৃথুরাজে, মজায় বিশেষ ॥
শাত্রবতা মুখে দিই, কালী চুণ ছাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৫

দুর্লভ নাহিক কিছু, ভুবন ভিতর।
অতি হীন দীন হয়, রাজ্যের ঈশ্বর ॥
নবাব নাজীম হয়, বাঁদীর নন্দন।
পাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়, রাজসিংহাসন ॥
ভাট কভু মহামান্য, পত্র সম্পাদনে।
সকলি সুলভ হয়, মনুষ্য সাধনে ॥
সব মিলে কিন্তু সে, বন্ধুত্ব কোথা পাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে বলিহারি যাই ॥ ৬

ধনেতে না মিলে বন্ধু, এমন কি আছে।
দশানন আনে মর্ত্ত্যে, পারিজাত গাছে ॥
ধনেতে তাজের রোজা, হইল সৃজন।
ধনে হিন্দু কন্যা প্রাপ্ত, হইল যবন ॥
ধন লোভে ধর্ম্মত্যক্ত, হিন্দুর সন্তান।
ধনে শূদ্র হয় ক্ষত্রী, পণ্ডিত বিধান ॥
কিন্তু ধনে বন্ধুরত্ন, নাহি মিলে ভাই।
মধুর বন্ধুত্ব গুণে, বলিহারি যাই ॥ ৭

বাহুবলে পরাক্রান্ত, হয় কত জন।
রণজিত রণজয়ী আছে নিদর্শন ॥
চন্দ্র গুপ্ত ক্ষৌরি হলো, মগধ ঈশ্বর।

বিক্রমে বিক্রমাদিত্য, হলো নরবর ॥
এইরূপে বাহুবলে, কত শত জন।
অনায়াসে লব্ধ করে, মানসের পণ ॥
কিন্তু নাহি মিলে বন্ধু, মনে ভাবি তাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই ॥ ৮

তপবলে দশানন, শাসিল ভুবন।
তপবলে বিশ্বামিত্র, হইল ব্রাহ্মণ ॥
হরিশ্চন্দ্র নামে ছিল, এক নৃপবর।
তপবলে হইল সে, অজর অমর ॥
কিন্তু বল তপবলে, কোন্ মহাশয়।
পাইলেন প্রিয়তম, বন্ধু সদাশয় ॥
বিনা বন্ধু সব পাই, তপস্যার ঠাঁই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই ॥ ৯

পেয়েছি বান্ধব এক, অমূল্য অতুল্য।
কৈবল্যের সুখ পাই, তার আনুকুল্য ॥
চমৎকার ভাব তার, কটুতা অভাব।
সে জেনেছে ভাব তার, যে করেছে ভাব ॥
সরল স্বভাবে তার, হৃদয় গঠন।
শুভক্ষণে তার সহ, হইল ঘটন ॥
তাহারে পাইলে আর, কিছুই না চাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই ॥ ১০

হেরিলে তাহার মুখ, দুখ পরিহরি।
শুনিলে তাহার নাম, আনন্দে শিহরি ॥
প্রেম অনুরাগী নাম, বিখ্যাত নগরে।
সতত সাঁতার দেয়, সজ্জন সাগরে ॥
নয়ন নীরজে তার, মাধুর্য্যের বাসা।
মানস সে রস পানে, সদা করে আশা ॥
না ভাঙ্গে পিপাসা তার, সদা বলে খাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই ॥ ১১

যাহার অন্তর শাদা, জিনিয়া জীবন।
সকলে সমান ভাব, সদা শুদ্ধ মন ॥
হৃদকে শোভয়ে যার, দয়া হেম হার।
পর দুখে অশ্রু মুক্ত, চক্ষে অনিবার ॥
পরের সুখেতে যার, সুখী হয় মন।
তাহারে মিলয়ে এই বান্ধব রতন ॥
অন্তরে আনন্দ যেন, নন্দের বাধাই।
মধুর বন্ধুত্বগুণে, বলিহারি যাই ॥ ১২

সর্ব্বগ্রাস।

গত নিশি পূর্ণমাসী, শশী সুপ্রকাশ।
বিমল বিধুর করে, উজ্জ্বল আকাশ ॥
ঢল ঢল টল টল, তনু শোভা ভাল।
মনোহর করে করে, ত্রিভুবন আলো ॥
কুমুদ প্রমোদে ভাসে, সরোবর মাঝে।
কেশরে অলির বাদ্য, গুন গুন বাজে ॥
সুচারু শরীরে সব, অন্ধকার হরে।
চকোর চকোরী সুখে, সুধাপান করে ॥
মৃদু মৃদু করে কর, যুবতীর স্তনে।
জলের প্রবাহ যেন, দক্ষিণ পবনে ॥
বসনে চাঁদের আভা, শোভা তার কত।
বদনে মদন নাচে, হয়ে জ্ঞান হত ॥
সুধাংশুর প্রতিভায়, যুবতীর ভাব।
সেই জানে যার মনে, প্রেমের প্রভাব ॥
সংযোগী সন্তোষ পায়, অনঙ্গের ভুলে।

মরি মরি বলিহারি, শশী তোর গুণে ॥
চারিদিকে তারা তারা, থেকে থেকে জ্বলে।
মল্লিকের মালা যেন, স্ফটিকের গলে ॥
দেখিতে সুন্দর নয়, মুখ যার কালো।
চাঁদের কিরণে তবু, তারে দেখি ভালো ॥
কবিতে প্রকাশ করে, অনঙ্গের যাগ।
পতির আদরে বাড়ে, সতীর সোহাগ ॥
যুক্ত যারা, সুখে তারা, থাকে মুখে মুখে।
প্রবেশে কন্টক বাণ, বিয়োগীর বুকে ॥
এরূপ সুখের শশী, গগনে উদয়।
বিলোকনে পুলকিত, সবার হৃদয় ॥
এমন সময়ে আসি, প্রসারিয়া বাহু।
চাঁদেরে করিল গ্রাস, দুষ্ট কাল রাহু ॥
করিয়া করাল গ্রাস, প্রথমে প্রকাশ।
ক্রমে ক্রমে করিল, সকল ক্রম নাশ ॥
খাঁটি ছিল এক্ষণে, সে ভাবান্তর দেখি।
পূর্ণচন্দ্র হয়ে গেল, একেবারে মেকি ॥
উদয়ের গুণ তার, নষ্ট হলো সব।
চারিদিকে পড়েগেল, হরিবোল রব ॥
রাহুমুখে শশধর, হলো সর্ব্বগ্রাসী।
আকাশ আচ্ছন্ন করে, অন্ধকার আসি ॥
একেকালে ফিরে গেল, নিশির স্বভাব।
কি ভাবে এভাব কেহ, নাহি পায় ভাব ॥
দিবা নয় রাত্রি নয়, দেখে হয় ভ্রম।
কেহ করে অনুমান, কুঝ্‌টিকা সম ॥
উপবাস করি কেহ, রক্ষা করে নাম।
অন্নদান বস্ত্রদান, সুখে স্বর্গে স্থান ॥
ভিকারী ভিক্ষার হেতু, করে তাড়াতাড়ি।
শাক ঘন্টা বাজে যত, গৃহস্থের বাড়ী ॥
দণ্ড নয় দৃশ্য নয়, বিশ্ব হাহাকার।
অভাব হইল ভাবে, স্বভাব সবার ॥
যাগ যজ্ঞ জপ তপ, ব্রাহ্মণ ঘিরিয়া।
মুক্তি স্নান করে শেষ, উদয় হেরিয়া ॥
উদয়ের প্রতি কারো অবিশ্বাস নাই।
এঁটো পুর্ণচন্দ্র দেখে, প্রফুল্ল সবাই ॥

কাবুলের যুদ্ধ।

সন১২৪৮ সাল।

তরঙ্গিণী ত্রিপদী।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল শুদ্ধ,
দেগেছে কামান শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
রেগেছে ইংরাজলোক যত ॥
করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,
তরেছে সমরে খুব তারা।
পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা ॥
হয়েছে সম্ভ্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
বয়েছে দুখের ভার বুকে।
রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,
কয়েছে কুবাক্য কত মুখে ॥
ঘেরেছে সমর স্থান, মেরেছে অনল বাণ,
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে।
চেতেছে এবারে ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল
পেড়েছে কামান কত রণে ॥
জুড়েছে বন্দুকে গুলি, উড়েছে মাথার খুলি,
পুড়েছে কপাল নানা মতে।

বেড়েছে যবন দল, ছেড়েছে সকল বল,
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে ॥
সমর করিয়া পণ্ড, সেনা সব লণ্ডভণ্ড,
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ।
জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তারা,
কোন রূপে স্থির নহে কেহ ॥
শ্বেতকান্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার,
অনিবার হাহাকার রব।
শৃগাল কুক্কুর কত, গৃধিন্যাদি শত শত,
মহানন্দে খায় সব শব ॥
হিংস জন্তু আরো সব, শবাহারে পরাভব,
কত শব সংখ্যা নাই তার।
সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাসৃষ্টি,
শব বৃষ্টি হয়েছে এবার ॥
মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া,
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়।
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,
তৃণ আদি কত ভেসে যায় ॥
বড় বড় দাড়ি গোঁপ, কেড়ে নিল গোলাতোপ,
বুদ্ধি লোপ হোপ সব হরে।
ছলে ছলে ফাঁদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,
মোঙ্গল মঙ্গল বাদ্য করে ॥
কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,
স্বর্গগত ডবলিউ এম।
রাজদুত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনবয়,
কোথায় রহিল তাঁর মেম ॥
দুর্জ্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট,
গেল সব ব্রিটিসের ফেম।
কেড়ে নিলে তাঁবু টেন্ট, হত বল রেজিমেন্ট,
হায় হায় কারে কব সেম ॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
শুকাইল রাঙামুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায় ॥
চারিদিকে গুলিগোলা, কোথা পাবে দামাছোলা,
অশ্ব কাঁদে সেনা মুখ চেয়ে।
থেকে ২ লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে,
বাঁচে শুধু দড়ী গোঁজ খেয়ে ॥
পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,
চরে খেতে সোয়ে পড়ে পদ।
নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট,
বিধিমতে বিষম বিপদ ॥
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিঁপিড়ার ডেনা।
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা ॥
ছুটিবে যখন গুলি, উঠিবে আকাশে ধূলি,
ফুটিবে বিপক্ষ বুকে শূল।
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,
টুটিবে সকল দেড়ে কুল ॥
জ্বলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
ছলেছে সাসুজা ছল করে।
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥
এইবার বাঁচা ভার, যে-প্রকার ঘোরঘার,
জোর জার শোর সার তায়।
জোর বল গোরা দল, চল চল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায়।

খিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঢুকিবে সুখে ভাল।
গরু জরু লবে কেড়ে, চাঁপ দেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল॥

বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু।

যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি তোমার ভক্ষ্য,
এত খেয়ে নাহি মেঠে খাঁই।
ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু,
হারে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই॥
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্য,
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর।
মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ্ণ দাঁতে,
মুরহর ধাতা স্মরহর॥
গজ গাভী উষ্ট্র হয়, কিছুই অখাদ্য নয়,
সমুদয় করিতেছ গ্রাস।
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক,
ধর্ম্ম হয়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম নাশ॥
খরতর বেগধর, লম্বোদর রত্নাকর,
নিরন্তর তরঙ্গ গভীর।
ভগ্ন করি দুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়,
শুষ্ক কর সমুদয় নীর॥
দৃশ্য মাত্র হও হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ,
ধরাধর বহু সুখদাতা।
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, দুই কর কর উচ্চ,
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা॥
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত,
দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে।
নাহি রাখ অবয়ব, উদারায় স্বাহা সব,
ব্যাঘ্রআদি জন্তু খাও খোরে॥
যত সব পঞ্চীকৃত, তব গ্রাসে আছে ধৃত,
মৃত হয় স্থিত নহে কেহ।
তঞ্চ করি পঞ্চভুতে, তুমি যেন পাও ভুতে,
ঘাড়ে চেপে ঘাড় নাড়া দেহ॥
অগোচর বস্তু যারা, তোমার গোচর তারা,
বিকট বদন ছাড়া নয়।
গয়ায় করিয়া বাস, ভুত প্রেত কর নাশ,
কিছুতেই অরুচি না হয়॥
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জ্বর জ্বর,
থর থর কাঁপে নরগণ।
সে রাক্ষস তব আগে, রেণু তুল্য কোথা লাগে,
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ॥
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি,
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার।
তুমি তার সব বংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,
একেবারে করিলে আহার॥
রক্তবীজ যুদ্ধ কালে, কত রক্ত দিলে গালে,
কত খেলে নাহি তার লেখা।
তবেতো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি,
বেঁচে থেকে যদি পাই দেখা॥
কুরুক্ষেত্রে মুক্ত মুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে,
কুরুকুল পাণ্ডুকুল যত।
কুশলের শেষ করি, মুষলের বেশ ধরি,
যদুকুল করিয়াছ হত॥
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল,
দাঁড়াইয়া খিজিনীর গেটে।
ঘর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে মেওয়া বন,
মাটী শুদ্ধ পুরিয়াছ পেটে॥

লাহোরে সমর স্থলে, শাদা কালো দুই দলে,
সে দিনেতে করিয়া নিধন।
টুপি কুর্ত্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গোঁপ,
সমুদয় করেছ ভক্ষণ॥
বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জন্তু নানা,
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার।
কেবল খাবার ধূম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম,
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, ষড় ঋতু পরিবার,
সমুচয় পেটে দেও পুরে॥
আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার,
সবে বদ্ধ কাল তব পুরে।
শুক্র আদি পুষ রক্ত, সকল আহারে শক্ত
খেতে নাহি মাথা কর হেঁট।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, অনায়াসে পায় স্থল,
ধন্য ধন্য ধন্য তোর পেট॥
ছাই ভস্ম যাহা পাও, সকলি শুষিয়া খাও,
দেখে শুনে হারা হই দিশে।
দিবানিশি চলে মুখ, শ্রান্তি নাই একটুক,
এত খেয়ে পাক পায় কিসে॥
কন্যাপুত্র বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আদি পিতা মাতা
শোকাকুল প্রতি জনে জনে।
ত্রিসংসার ছার খার, অনিবার বারিধার,
বিধবার নীরদ নয়নে॥
কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট,
দুষ্ট ক্ষুধা কেমন প্রবল।
নদ নদী খাও তবু, নির্ব্বাণ না হয় কভু,
প্রজ্জ্বলিত জঠর অনল॥
পল পাত্র কাল মদ্য, উপচার দ্রব্য অদ্য,
মত্ত সদা খাদ্য গুন গেয়ে।
বার বার বার যোগে, পুষ্টতনু দুষ্ট ভোগে,
মাস মাস মাস মাস খেয়ে॥
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম,
অধম না দেখি আর হেন।
দেখা পেলে বিধাতায়, বিশেষ সুধাব তাঁয়,
তোর সৃষ্টি করিলেন কেন॥
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে,
দূর দূর পাপী দুরাচার।
এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকানাথে,
তবু তুই করিলি আহার॥
গুণে বশ দিগ্‌দশ, গান করে যার যশ,
কাল তুই কাল হলি তার।
এই দেখ্ সবে ক্ষুণ্ন, হয়ে স্বীয় শোভাশূন্য,
জগৎ করিছে হাহাকার॥

গ্রীষ্ম।

লঘু ত্রিপদী।

একি পরিতাপ, বিষম সন্তাপ,
সহেনা নিদাঘ জ্বালা।
রমনী হৃদয়ে, হার বিনিময়ে,
সুশোভিত স্বেদমালা॥
যেন হুতাশন, রবির কিরণ,
বন উপবন দহে।
বিহঙ্গ সকল, বিশেষ বিকল,
কাননে আর না রহে॥
বন অন্বেষণে, ফেরে বনে বনে,
তৃষিত কুরঙ্গকুল।

হায় একি দায়, জল নাহি পায়,
হয় মাত্র স্থলে ভুল ॥
দুর দরশনে, তপন কিরণে,
সরোবর ভ্রম হয়।
ত্বরিত গমনে, জীবন প্রাপণে,
জীবন হতেছে ক্ষয় ॥
হাতী ঘোড়া উট, মারিতেছে ছুট,
বন্ধন বিচল করি।
করে ছট্ ফট্, বিকট প্রকট,
বদন ভঙ্গিমা ধরি ॥
বহে উষ্ণবাত, যেন বেত্রাঘাত,
করিতেছে কলেবরে।
গন্ধজল মাখা, সুশীতল পাখা,
কেবল শীতল করে ॥
তপন প্রতাপে, ময়ূর কলাপে,
শরীর রাখিছে সাপে।
আপনার ভক্ষ্য, পেয়ে নাহি লক্ষ্য,
কাতর অসহ্য তাপে।
ফণি ফণাতল, অতি সুশীতল,
তথা নিদ্রা যায় ভেক।
কেশরী আলয়, কুঞ্জর খেলয়,
মিত্রতায় অভিষেক ॥
উহু উহু বাবা, জ্বলে যেন দাবা,
যে দিগে ফিরাই আঁখি।
একি দেখি ঘটা, দিবাকর ছটা,
ক্ষরিছে অনল মাখি ॥
রজনী সময়, বায়ু নাহি বয়,
চাঁদের উদয় ভালো ॥
নহে নিদারুণ, অন্ধকারে খুন,
মরি মরি বিনা আলো ॥
আছুক রমণ, যদি আলিঙ্গন,
রমণীতে হয় ঘুমে।
অমনি চেতনা, আসিয়ে বেদনা,
বরিষে মানস ভূমে ॥
বট বৃক্ষতল, সহ কুপ জল,
আর যাহা প্রয়োজন।
ঘটে যদি ভাই, কিছু নাহি চাই,
রঙ্গে লাল হয় মন ॥

শুক্র তারা। *

ত্রিপদী।

একি হে প্রিয়সি বল, আকাশেতে সুনির্ম্মল,
তারা ঐ চারু শোভা ধরে।

---

* বৎসরের ছয়মাস প্রাতঃকালীন পূর্ব্ব দিকে এবং অপর ছয়মাস সন্ধ্যাকালীন পশ্চিমদিকে যে নক্ষত্র অতি প্রদীপ্ত ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাকেই জ্যোতির্বেত্তারা শুক্র গ্রহ কহেন, শাস্ত্রে ইহার প্রতি প্রনাম করণের মন্ত্র যথা,—" হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং। সর্ব্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রনমাম্যহং।" উপরি উক্ত মন্ত্রের অর্থানুযায়ী এই নক্ষত্রের আভা হিম, কুন্দ, মৃণালের ন্যায়, অর্থাৎ দীপকের মত শ্বেতোজ্জ্বল, এই নক্ষত্রকে সাধারন লোকে শুকতারা কহিয়া থাকে। শুক্র হইতে " শুক " শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। ইংরাজীতে ইহাকে " ভীনস্ " ও " হিস পেরস্ " ও " ভীস পেরস " এবং ইভনিংষ্টার প্রভৃতি শব্দে বাচ্য করিয়া থাকে

নকর কিরণ ধর, বটে তার কলেবর,
কিন্তু নহে দীপ্ত প্রেম করে॥

কেবল রূপেতে মন, গলেনাকো কদাচন,
সুখদ প্রণয় রস বিনে।
চক্ষু মাত্র দগ্ধ হয়, মন কিন্তু মুগ্ধ নয়,
হৃদয়ের বিনোদ বিপিনে॥

আছে অতি মনোহর, যুগল নক্ষত্রবর,
বিরাজিত বিমল কিরণে।
প্রোজ্জ্বল হীরকচয়, সরমে মলিন হয়,
খরতর কর দরশনে॥

শূন্যেনাহিশোভেতারা,তবেকোথাশোভেতারা
তুমি কি জাননা সবিশেষ।
এই দেখ তারাদ্বয়, শোভা করে অতিশয়,
তব যুগ্ম নয়নের দেশ॥

যে নয়ন আকর্ষণে, টেনে আনে দেবগণে,
দেবলোক পরিক্রম করি।
মর্ত্যে তারা এসে কয়, নয়ন মনোজালয়,
নন্দন কানন পরিহরি॥

স্বর্গের উজ্জ্বল তারা, আর নাহি স্মরে তারা,
ভুলে গেল কামিনী নয়নে।
শূন্যের তারকচয়, সামান্য আলোকময়,
নহে দীপ্ত প্রণয় কিরণে॥

প্রীতি বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন।—বলনা ললনা প্রাণ, ললিত নয়নি।
নলিনী মলিনী কেন, করে সে রজনী॥
উঃ।—যেরূপ স্বভাব যার, সে চায় সেরূপ।
শক্তির বিচার করে, করিতে স্বরূপ॥
তিমিরে ত্রিলোক তূর্ণ, পূর্ণ করে যেই।
তামরসে তমোরসে, দান করে সেই॥

প্রঃ।—অবনী অসিতবর্ণা, নিশা যদি করে।
তবে যে কুমুদী রাজে,রজত নিকরে॥
উঃ।—সময়েতে হয় যারে, বন্ধু অনুকূল।
কি করিতে পারে তারে, শত্রু প্রতিকূল॥
কুমুদ বান্ধব ইন্দু, পূর্ণালোকময়।
তিমিরারি আশ্রিতে, তিমিরে নাহি ভয়॥

প্রঃ। কোথা সেই ইন্দু বন্ধু, দিবা আগমনে।
মুদিতা কুমুদী ছবি, রবির কিরণে॥
উঃ। উপযুক্ত প্রতিযোগী, মান যদি হরে।
মানী তাহে কভু নহে, দুখিত অন্তরে॥
শশী, সূর্য্য, ভেদ বহু, ভাবি মনে মনে।
কুমুদী মুদিতা হয়ে, দুখ নাহি গণে॥

প্রঃ।—কুমুদিনী কমলিনী, নায়ক দ্বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি, শ্রেষ্ঠ কার সখ্য॥
উঃ।—শ্রেষ্ঠ গুণ তার, যার, স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম যার, হৃদয় গরল॥
সুশীতল,সুধাকর, নায়ক প্রধান।
কৃষাণু পূর্ণিত ভানু, কৃতান্ত সমান॥

প্রং।—নলিনী নায়ক যদি, নায়ক অধম।
পদ্ম তবে কেন তারে, ভাবে প্রিয়তম॥
উং।—সমানে সমানে যদি, মিলন উপজে।
উভয়ের মন তবে, প্রেমরসে মজে॥
লজ্জাহীনা কমলিনী, পূর্ণা অহঙ্কারে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর, ভাল লাগে তারে॥

প্রং। নলিনীর লজ্জা নাই, কিরূপে জানিলে।
রূপ গর্ব্বে গর্ব্বিতা সে কি হেতু, মানিলে॥
উং।—মুখের ভঙ্গিমা দেখি, মন জানাযায়।
কে ভাল কে মন্দ লোক, পরিচিত তায়॥
বিশেষে পদ্মিনী ফটে, প্রভাত প্রহরে।
পতি চক্ষে ধূলি দিয়ে, উপপতি করে॥

প্রং।—কলানাথ কুমুদিনী, প্রেম কি কারন।
উত্তম নামেতে খ্যাত, বল বিবরন॥
উং।—উত্তম প্রণয়ি বলি, ব্যাখ্যা করি তারে।
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ ক্লেশ, নাহি হয় যারে॥
অমা আগমনে, সুধাকর না প্রকাশে।
তথাপিও কুমুদিনী, সুখরসে ভাসে॥

প্রং।—শশী অভ্যুদয়ে বল, নিশি কি কারন।
কুমুদীর ক্লেশকরী, না হয় কখন॥
উং।—প্রবল বিপক্ষ যদি, স্থানান্তর হয়।
কার সাধ্য তাহার, অধীনে করে জয়॥
কল্পান্তর কলানাথ, হইলে অন্তর।
নিত্য কুমুদীর হবে, প্রফুল্ল অন্তর॥

প্রং।—বল দেখি প্রিয়তমে, করিয়া বিচার।
নায়িকার শ্রেষ্ঠ গুন, কাহাতে সঞ্চার॥
উং।—লজ্জাবতী যে যুবতী, সে উত্তমা হয়।
সেই মাত্র জানে সত্য, কিরূপ প্রণয়॥
লজ্জিতা প্রমদা, সহ কুমুদী উপমা।
লজ্জাহীনা পঙ্কজিনী, নায়িকা অধমা॥

প্রেম নৈরাশ্য।

যার তরে আকুঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
তারে মুগ্ধ মানস অধীর॥
পূর্ব্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন।
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব্ব প্রেমরেখা,
হেঁট করে বিনোদ বদন॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
যথা নিশাচাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর,
গুরু পরিবাদ রাহু ভয়ে॥
হবেনা হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা ভ্রমে।
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
প্রবোধ মানেনা কোনক্রমে॥
ধিক কার্য্য নয়নের, ধিকরে আশার ফের,
ধিক ধিক প্রণয় যাতনা।
হৃদয়ে চড়িলে দাগ, আর কি উঠে সে রাগ,
প্রেম নহে শূলের বেদনা॥

পাইয়া মানব দেহ, এসোনা এসোনা কেহ,
প্রেমনদী অবগাহনেতে।
পিরীতি তটিনীতলে, নানা হিংস্র জন্তুদলে,
কেলি করে কমলা সনেতে ॥
কলঙ্ক ভীষণ ভেক, চিন্তা নামা সহস্রেক,
আছে বিষধরী ভয়ঙ্করী।
কুলোক কর্কট যত, গর্ত্ত করে মনোমত,
প্রেমিকের মনশ্ছেদ করি ॥
আছে বটে পদ্মবন, অতিশয় সুশোভন,
সুখ নামে বিখ্যাত ভুবন।
দেখরে দাঁড়ায়ে তীরে, এই যে কুম্ভীর নীরে,
নিরাশা কুম্ভীর নিকেতন ॥
যদি কেহ সংগোপনে, শব্দহীন সন্তরণে,
পদ্মবনে হয় উপনীত।
মনস্কাম সিদ্ধ তবে, নতুবা অস্থির রবে,
নিরাশা দশনে হবে ধৃত ॥

সংগীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট। মধ্যমান।

চিরদিনের আশা মম, শেষ হবে এক দিন।
আছেমাত্র প্রাণ বায়ু, হয়ে এই আশাধীন ॥
প্রজ্জ্বলিত ক্ষুধানল, সতত করে চঞ্চল,
উপায় কি করি বল, হয়ে সে সুধা বিহীন ॥

গ্রীষ্মঋতু বর্ণন।

উদয় হইল গ্রীষ্ম, ভীষ্মরূপ রবি।
দিবাভাগে রুদ্রভাব, হয় রৌদ্র ছবি ॥
বিশেষত মধ্যাহ্ন মরীচি রুচিধর।
ধরা জ্বরা হয় তাপে, বিদীর্ণ ভুধর ॥
মলিন ফলিন শাখা, ছদন সহিত।
লতাগণ মৃতা সম, ধরায় পতিত ॥
কুসুম বিষম তাপে, না হয় প্রকাশ।
কলিকালে শুষ্ক হেরি, অলির উদাস ॥
মুকুলে ব্যাকুল হয়ে, ধায় মধুকর।
নীরস হেরিয়া তাহা, বিরস অন্তর ॥
পত্রতলে পতত্রি, রাখিয়া নিজ তনু।
বাহির না হয় রন্ধ্র, যাবৎ সে ভানু ॥
নিরাহারে পক্ষীকুল, অক্ষিনীরে ভাসে।
নিয়ত নীরদ ধ্যানে, ধায় নীর আশে ॥
নীরাশয়ে নিরাশয়ে, ভুচর খেচর।
নীরাশয়ে গতায়াত, করে নিরন্তর ॥
কিন্তু যদি নীরাশে, নিরাশ হয় কেহ।
সহসা ধরাতে তার, ধরা যায় দেহ ॥
এরূপ নিদাঘ রীতি, বাসরে বিশেষ।
তপন তাপেতে সবে, সদা পায় ক্লেশ ॥
কাল ধর্ম্ম সদা ঘর্ম্ম, বহে কলেবরে।
জনকের নাহি সুখ, ক্ষণেকের তরে ॥
কায়ার বাসনা সদা, ছায়াযোগে থাকি।
সমীরণ সঙ্গে অঙ্গ, মিলাইয়া রাখি ॥
জীবন জীবন সম, জীবনের কাছে।
জীবন বিহনে জীব, জীবনে কি বাঁচে ॥
যদি ঘন বন বিন্দু, বরিষণ হয়।
ধরাস্থ সমস্ত জনে, মানে ভাগ্যোদয় ॥
কৃষিগণ ক্ষেত্র মধ্যে, নেত্র উর্দ্ধে করি।
ধারা আশে তারা আছে, দিবস সর্ব্বরী ॥

সুবৃষ্টি।

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
সন্তাপ প্রতাপ হৈল শেষ।

স্নিগ্ধকর বরিষণে, মৃদুমন্দ সমীরণে,
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ ॥
স্বেদ বিন্দু নাহি ক্ষরে, বিমলিন কলেবরে,
বিহরে শিহরে যুবা জানি।
অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনোসাধ,
পরিবাদ অবিবাদ মানি ॥
নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
নয়ন প্রফুল্লকর অতি।
হায় রে কালীর ঘটা, হেরি তোর শোভা ছটা,
সাধে মজে ব্রজের যুবতী ॥
শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গনি,
চাতকিনী সুখধ্বনি করে।
দুখের যামিনী ভোর, সুখ ভরে মীন চোর,
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ॥
মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয়গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম।
করি রব কুক্ কুক্, প্রকাশে মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥
শুনিয়ে মেঘের নাদ, মত্তমতি মেঘনাদ,
পাদপুট হইল অস্থির।
জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
কাল পেয়ে প্রফুল্ল শরীর।
আর আর স্থলচর, জলচর শূন্যচর,
চরাচর নিবসয়ে যেবা।
হইয়ে শীতল কায়, কেহ ধায় কেহ গায়,
আত্মমত করে আত্মসেবা ॥
স্নান করি ধারা জলে, শ্যামল বিমল দলে,
তরুতলে নব শোভা ধরে।
বিরহ বিশ্রামে যেন, হাস্যরস পূর্ণ হেন,
যুবা জন আস্য শশধরে ॥
তরুণ পল্লব মালে, দেখাযায় ডালে ডালে,
কদম্ব কলিকা বিকসিত।
মধুমক্ষি মত্ত হয়ে, সঙ্গেতে স্বদল লয়ে,
পান করে অমৃত অমিত ॥
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব,
ভয় হয় কবিতা রচনে।
গুপ্তভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হবে লাভ,
গুরু ভয় গুরু কুবচনে ॥
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধুহরি,
মত্ত হয় বরষা কৃপায়।
মল্লিকা মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
গুঞ্জরিয়া ভুঞ্জে মধু তায় ॥
আর এই দেখ সদ্য, খাইয়া মেঘের মদ্য,
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।
নবীনা ষোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়,
রসিক ভাবুক মনোহরা ॥
রসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
মাদকতা গুণে বলিহারি।
যত সব নদী নদ, খাইতে তুষার মদ,
হইয়াছে শেখর বিহারী ॥
রসে হয়ে গদ গদ, পাইয়া পরম পদ,
সাগরেতে করিছে পয়ান।
তথা সিন্ধু সুখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে,
অবিরত করিতেছে পান ॥
ত্রিলোক তিমির হর, নাম যাঁর দিবাকর,
সেই সূর্য্য মদে মাতয়ালা।
ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার পেয়ালা ॥

অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ॥
বহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনোসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা॥

স্বপ্ন।

বিচিত্র বানিজ্য শাল, অতি অপরূপ।
নানাস্থানে পরিপূর্ণ, দ্রব্য নানা রূপ॥
দোকানি পসারি কত, সংখ্যা নাহি হয়।
স্থানে স্থানে দেখি শুধু, কৃষ্ণবর্ণ ময়॥
ক্ষুদ কুঁড়া কিছু নাহি, হয় হস্তগত।
অস্ত্র ধরি প্রহরী, পাহারা দেয় কত॥
মুখে মাত্র মহাজন, মহাজন বলি।
ফলিতার্থ কেহ নহে, মহাজন বলী॥
পদে পদে প্রতারণা, পরিপূর্ণ পাপ।
ভাব দেখে কার সাধ্য, কাছে যায় বাপ॥
কাণে কাণে ফুস্ ফুস্, ঘুস্ ঘুস্ রব।
ঘুসাঘুসি শব্দ শুনি, স্তব্ধ লোক সব॥
বনিকের রঙ্গ দেখি, দগ্ধ হয় মন।
তথাচ লইতে দ্রব্য, করি আকুঞ্চন॥
মনে মনে এই ইচ্ছা, সব করি ক্রয়।
প্যাটন দেখিয়া কিছু, পছন্দ না হয়॥

কারে বলি সারজন, কোথা তার সার
সারজন কেহ নয়, সকলি অসার॥

হাতে যাঁর দাঁড়ি পাল্লা, পাল্লা তার ভারি।
চারিদিকে খরিদার, অতিশয় জারি॥
থরে থরে দ্রব্য সব, শোভে তাঁর ঘরে।
কেমনে করিব ক্রয়, বনেনাকো দরে॥
না জেনে বাঙ্গার ভাও, আঁচ দিই আঁচে।
দর শুনি কি জানি মা, কাণ ধরে পাছে॥

জোটে জোটে বোটে বোটে, হয় একাকার।
নানা রঙ্গে বোট শ্রেণী, গুণে উঠা ভার॥
দ্রব্য পূর্ণ কত বোট, আসে পাল্ পাল্।
মাঝে মাঝে কন্‌সেল, কন্‌সেল আল্॥
জাহাজের আমদানি, জন্তু নানা রূপ।
বিশ্বমাঝে দৃশ্য নাহি, হয় হেন রূপ॥
উপরের ঘরে শোভে, কতরূপ পাখী।
ক্ষণমাত্র হেরিলে, জুড়ায় দুই আঁখি॥
পাখামধ্যে কত রঙ্গ, কত রঙ্গ ভরা।
পিঁজিরায় বদ্ধ তবু, নাহি যায় ধরা॥
সব পক্ষী এক হয়ে, করে সদা গোল।
বুঝিতে না পারি কিছু, তাহাদের বোল॥
টিয়া নয় তোতা নয়, কিবা রব করে।
এদেশের পাখী হলে, জানাযেতো স্বরে॥
তার মধ্যে একপক্ষী, মিশে গিয়া ঝাঁকে।
করে কেলি হেলি হেলি, ডেডে ডেডে ডাকে॥
ভাবিলাম এই পাখী, হাতে করি আগে।
এখনি লইব কিনে, যত দর লাগে॥
কর পেতে দর করি, নিকটে ঘুনিয়া।
ভয় পেয়ে ভাগিলাম, ম্যা ডাক শুনিয়া॥
নাহি আর থাকিলাম, কেহ সেই স্থলে।
পাখী ডাকে ম্যা, ম্যা, ডাক শুনে কাণ জ্বলে॥

বিদেশী বিহঙ্গে আর, নাহি প্রয়োজন।
দিশি পাখী দিশি বোল, তাহে তুষ্ট মন॥
রব শুনে মুগ্ধ সদা, স্নিগ্ধ হই দেখে।
গৃহস্থের খোকা হোক্, পাখী কয় ডেকে॥

আশা ভঙ্গ।

ত্রিপদী।

হায় হায় একি দায়, প্রাণ যায় কব কায়,
দহে কায় মনস্তাপে মরি।
দেখিলাম আগে পাছে, সর্ব্ব দুখে পার আছে,
আশা ভঙ্গে উপায় কি করি॥
কুগ্রহ করিয়া আড়ি, মারিল বিষম আড়ি,
ভাল রঙ্গ ভাগ্যের খেলায়।
পড়িল প্রমাদ পাশা, দিশা হারাইয়া আশা,
সাধে বাদ ঘটিল হেলায়॥
ধৈর্য্য আদি লাজ ভয়, সকল সম্পদ ক্ষয়,
একে একে হারিলাম পণে।
তার পর মনোমণি, তাহাকেও তুচ্ছ গণি,
হারিলাম সুখের স্বপনে॥
বাকীমাত্র ছিল আশা, তাহাও হরিল পাশা,
কর্ম্মনাশা কেমন কুটিল।
বেচি দেহ গেহ পাটা, যাহা ছিল পুঁজিপাটা,
ক্রমে ক্রমে সকল লুটিল॥
কুগ্রহ বিপক্ষ সম, প্রকাশি বিষম তম,
মনোমত যাহা ইচ্ছা করে।
হালি হারা তরী প্রায়, ভাসিছে আমার কায়,
সীমাহীন নিরাশা সাগরে॥
সুখের বাণিজ্য ছলে, যৌবন জলধিজলে,
ভাসাইয়া শরীর তরণী।
প্রেমদ্বীপ অভিমুখে, চলিল পরম সুখে,
মম মন সাধু শিরোমণি॥
ধৈর্য্য হালি করে ধরি, চালে তরি ত্বরা করি,
ঝিঁকা মারে থাকিয়া থাকিয়া।
আশা পালি বায়ু পূর্ণ, তরঙ্গ বিনাশে তূর্ণ,
জুড়ায় নয়ন নিরখিয়া॥
করিলাম অনুমান, দুখ হলো অবসান,
প্রেমদ্বীপ নিকট হইল।
সাধু সদাগর মন, আনন্দে অস্থির মন,
প্রেমধারা নয়নে বহিল॥
হায় একি পরিতাপ, এমন সময়ে পাপ,
উঠিল কলঙ্ক মেঘ রেখা।
বহিল বিচ্ছেদ ঝড়, ডাকে জল কড় মড়,
অমোঘ আতঙ্ক দিল দেখা॥
খণ্ড খণ্ড আশা পালি, কাণ্ডারীর চতুরালি,
লণ্ড ভণ্ড হলো সেই ডরে।
হালি হারা তরী প্রায়, ভাসিছে আমার কায়,
সীমাহীন নিরাশা সাগরে॥

রূপক।

আশা কি সুখের বিষয়।

এই মায়াময় মহীমণ্ডলে মানবমণ্ডলী স্নেহডোরে বদ্ধ হইয়া আশার সহিত প্রণয় রাখাতে কি আশ্চর্য্যরূপে অবনীর কার্য্য কদম্ব নির্ব্বাহ হইতেছে, আশার সুসার জন্য সকলেই নিজ নিজ যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ, উদ্যোগ প্রভৃতি ব্যয় করাতে অন্যান্য

প্রকার আশাসমূহ সুসিদ্ধ করিয়া সহজে বা বহু কষ্টে সুখী হইতেছেন, এই প্রকারে আশাবায়ু অনবরত প্রাণিপুঞ্জের হৃদয়গগনে প্রবাহিত হইয়া নানা কার্য্যের প্রবৃত্তিরূপ ধুলিরাশিকে উড্ডীয়মান করিতেছে, প্রাণীমাত্রেই আশার দাস, আশার ক্ষেত্রে সুশস্য প্রাপণাশয়ে সতত প্রযত্নরূপ সেচনী দ্বারা বহুবিধ উদ্যোগরূপ সলিল সেচনে অনেকেই ব্যগ্র আছেন, কেহবা স্বচ্ছ মানসাকাশ সুপ্রকাশিত আশাচন্দ্রের প্রভা ক্রমে বহু প্রকার ভাবী সুখ লক্ষ্য করিতেছেন, কেহবা বাঞ্ছিত সুখের লোভ হেতু আশাকে সম্বল করিয়া অতি গভীর দুর্গম ভীম সমুদ্র ক্ষুদ্র বোধে উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অতি উচ্চ শিখরাদি নিবিড় গহনবিহারী নানাবিধ হিংস্র পশুর সম্মুখ দিয়া দ্বীপ দ্বীপান্তর গমনান্তর স্বকার্য্য উদ্ধার করত হর্ষকে স্পর্শ করিতেছেন। বিষয় বিশেষের আশা বিফলা হইলে আক্ষেপ জন্য প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা হয়। কিন্তু ঐ দুঃখের কালে আশা কেবল বন্ধু স্বরূপ সহায় হইয়া সাহস দানে জীবনকে দেহের মধ্যে স্বচ্ছন্দে স্থাপিত করে। অতএব যে কারণে এই সংসারে আসা, আশাই তাহার সকল মূল কারণ হইয়াছে। আশাপূর্ণ হইতে বিলম্ব হইলে সে সময়ে মানস ধামে কি আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হয়। আহা! বিষয় বিশেষের আশা পরিপূর্ণ হইলে অন্তঃকরণে যে প্রকার আহ্লাদ জন্মে, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিবার নহে, যাঁহারা আশা সুখের নিগূঢ় মর্ম্ম দৃঢ়রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা স্মরণমাত্রেই মুগ্ধ হইয়া অতিরেক আনন্দে বোধশূন্য হইবেন, আমি ভালবাসা ভালবাসি, সুতরাং প্রাণ থাকিতে ভালবাসার আশা ছাড়িতে পারিব না, এবং ভালবাসার ভালবাসায় আসা ছাড়িতে অক্ষম হইব।

আশানুরক্ত বিরক্ত মহাশয় আশার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আক্ষেপ চিত্তে আশার বিষয়ে প্রভাকর পত্রে পয়ার প্রবন্ধে যে এক পত্র লিখিয়াছেন, আমরা তাহার প্রত্যেক কবিতার কৌশল দৃষ্টে এবং তাৎপর্য্য ঘটিত ভাবার্থ অবধারণে গোপন মর্ম্ম ও বিশেষ চতুরতা লক্ষ্য করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইলাম, আশাবিবেকী পত্র লেখক কি কারণে এতদ্রূপ সুখের আশায় বিরক্ত হইলেন, বোধ করি কোন আশাবিশেষে বঞ্চিত হওয়াতে অভিমান জন্য হঠাৎ এই বিবেক ভাবের উদয় হইয়াছে, ফলতঃ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, গমন কালে চরণ চালনার ত্রুটী হেতু মৃত্তিকায় পতিত হইলে পুনর্ব্বার সেই মৃত্তিকা ধরিয়া উত্থান করিতে হয়, অতএব তিনি যে আশা করিয়া নিরাশাক্ষেত্রে পতিত হইয়াছেন, পুনরায় সেই আশার হস্ত ধরিয়া বলপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে অবশ্যই অভিলাষ সিদ্ধ হইবেক, আশাদণ্ডে দণ্ডী হইয়া দণ্ডগ্রাহী যোগীর ন্যায় শান্তি দণ্ড ধারণ করত একেবারে এপ্রকার অরসিকতা ও অপ্রেমিকতা প্রকাশ

করা উচি হয় না, সে যাহা হউক, তাঁহার মনের ভাব ঈশ্বর জানেন, আমার ভালবাসা আমাকে ভাল বাসুক বা না বাসুক, সুখ তাহাতে হউক বা না হউক, কিন্তু মনের কিন্তু কখনই রাখিব না।

পয়ার।

অহরহ আশা বর্ত্মে, মানস পথিক।
আশার সুসার হেতু, চিন্তে স্বর্গতিক॥
আশার আত্মীয় মন, আশার আশ্রিত।
আশা পায়, আসে যায়, আশায় বাধিত॥
নিষ্ঠুর নিরাশা যদি, হয় বলবান।
পুনর্ব্বার আশা তাহে, আশা করে দান॥
এক আশা পূর্ণ হলে, অন্য আশা আসে।
আশায় ভাসায় সদা, অতিরেক আশে॥
শরীর সদনে প্রাণ, যদবধি থাকে।
তদবধি আশা তারে, স্থির ভাবে রাখে॥
দিবস যামিনী সন্ধ্যা, প্রভাত সময়।
হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, আদি ঋতু ছয়॥
বার বার সাত বার, সাতবার আসে।
বারোমাস দুই পক্ষ, তাহাতে প্রকাশে॥
এইরূপে তারা সব, আসে নাশে আয়ু।
তথাপি না দূর হয়, দীর্ঘ আশা বায়ু॥
পুরিলে মনের আশা, আশা নাহি ছাড়ে।
নিয়ত নবীন সুখে, অভিলাষ বাড়ে॥
যদি বল সব আশা, সিদ্ধ নাহি হয়।
সে কথা যথার্থ বটে, খণ্ডিবার নয়॥
কিন্তু তাহে কিন্তু ভাব, অপ্রেমের প্রথা।
যত হয় তত ভাল, খেদ করা বৃথা॥
ঈষৎ নিরাশা দুখ, কত সুখ তায়।
সেই জানে যারে সেই, মজায় মজায়॥
আশা যার পূর্ণ হয়, সমুদয় লোভে।
অগাধ আনন্দ জলে, মন তার ডোবে॥
প্রতিকুল ইথে সব, মন্দ অভিপ্রায়।
সুখের হইলে ভোগ, রোগ নাহি যায়॥
সত্য সত্য সত্য বটে, লিখিয়াছ যত।
ফলত সকল নহে, অভিমত মত॥
এযে রোগ, দীর্ঘ ভোগ, ছাড়িবার নয়।
সুখের কারন রোগে, রোগ বৃদ্ধি হয়॥
এ রোগের সুখ দুখ, জানে মাত্র তারা।
বার বার ভুক্ত ভোগী, প্রেমরোগী যারা॥
আশাবটে দুরাশয়, নিরাশার ভাই।
ফলত উভয় ভেয়ে, প্রেমালাপ নাই॥
নিরাশার প্রভাবে, কেবল মনে দুখ।
আশায় হাসায় সদা, বৃদ্ধি করে সুখ॥
আশায় আসায় যারে, তার আশা ভাল।
নিরাশার ঘরে নাই, আহ্লাদের আলো॥
তুমি এসো, আমি আসি, আর যেবা আসে।
আসাতে আশাতে শেষ, খেদরাশি নাশে॥
সে জানে বিশেষ মর্ম্ম, মন যার ঝোঁকে।
আশা সুখ কি বুঝিবে, প্রেম শূন্য লোকে॥
সুখ ক্ষেত্রে আশাবৃক্ষ, সুখ তায় নানা।
ফলের আস্বাদে তার, গুন যায় জানা॥
যে প্রকার তার তার, ফল ভাল বটে।
ফলত সে ফলে ফলে, বিফল না ঘটে॥
ভালবাসে ভালবাস, ভালবাসা আশা।
পরীক্ষায় বুঝিয়াছি, ভাল ভালবাসা॥
তোমার এ কথা সব, ভাল কিসে হয়।
ভালবাসি কথা কভু, প্রকাশের নয়॥

ভালবাসা কারে বলে, ভালবাস কারে।
তোমায় যে ভালবাসে, ভালবাস তারে॥
তোমার যে ভালবাসা, বুঝিলাম এই।
আমার যে ভালবাসা, মনে জাগে সেই॥
ভালবাসা কাননে, কলঙ্ক ফুল ফুটে।
প্রণয় পবনে তার, সুসৌরভ ছুটে॥
ভাবিক প্রেমিক যত, সুখে মুগ্ধ তায়।
অরসিকে গন্ধ পেয়ে, মন্দ গুণ গায়॥
অতএব বলি ভাই, শুন মন দেয়ে।
প্রেমদ্বীপ ছেড়নাকো, আশানদী বেয়ে॥
আশা করি প্রেম হাটে, প্রতিদিন যাবে।
রসিক রসিকা সনে, নানা রস পাবে॥

তত্ত্ব প্রকরণ।

চিত্ররেখা চৌপদীচ্ছন্দ।

পাপকার্য্যে সদা লীন, তত্ত্বহীন অতি দীন,
তোমার সুখের দিন,
এলোনা হে এলোনা।
পাতিয়া সংহার জাল, সম্মুখে শমন কাল,
আলস্যে চরম কাল,
টেলোনা হে টেলোনা॥
শুন মন মহীপাল, দেহরাজ্য ক্ষণকাল,
বিষয় বাসনা ঝাল,
ঝোলোনা হে ঝোলোনা।
বল বল ধর্ম্মবল, কর্ম্মগুণে ফলে ফল,
হাতে পেয়ে শুভ ফল,
ফেলোনা হে ফেলোনা॥
কপাল তোমার পোড়া, হারালে কর্ম্মের গোড়া,
হিংসারূপ বিষ ফোড়া,
গেলোনা হে গেলোনা।
বিফল বিষয়ে মুগ্ধ, দিয়ে আশা চিনি দুগ্ধ,
পাপ লোভ কাল সর্প,
পেলোনা হে পেলোনা॥
আশায় প্রবল আশা, সন্তোষ হারায় বাসা,
বৃথায় সুখের পাশা,
খেলোনা হে খেলোনা।
ছিঁড়িল নৌকার পাল্, হাবা দাবা ছেড়ে হাল্,
মিছামিছি বাজে চাল্,
চেলোনা হে চেলোনা॥
বিবেকের লহ সঙ্গ, রিপুরঙ্গ দেহ ভঙ্গ,
মায়ার তরঙ্গে অঙ্গ,
ঢেলোনা হে ঢেলোনা।
করুণা কুসুম হার, কর নিজ অলঙ্কার,
বিবাদ প্রদীপ আর,
জ্বেলোনা হে জ্বেলোনা॥
উপহাস পরিহাসে, যদি কেহ কটু ভাষে,
রাগরজ্জু দ্বেষপাশে,
হেলোনা হে হেলোনা॥
হয়ে মত্ত তত্ত্বমদে, ধৈর্য্য ধর পদে পদে,
শান্তিগুণে দুই পদে,
ঠেলোনা হে ঠেলোনা।

পদ্য।

অহরহ, অহরহ, কত গত হয়।
এই অহ, এই রহ, লোকে এই কয়॥
রাত্রি দিন যুক্ত, ভুক্ত, কাল সমুদয়।
দিন রাত্রি আছি আমি, মুখে পরিচয়॥

দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট।
সুখ দুখ ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট॥
প্রপঞ্চ শরীর পেয়ে, যত দিন রই।
এই কাল এই আমি, এই মাত্র কই॥
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই।
কভু ভাবি, আমি আমি, কভু আমি নই॥
বই করি স্থিতকাল, খুলে দেহ বই।
ভবের খাতায় শুধু, করি ঢেরা সই॥
বাজিল ছুটীর ঘড়ি, হলো রোজসই।
আর কেন, ওহে ভাই, কর হুই হুই॥
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই।
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই॥
আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই।
দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই॥
কূলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
ডুবিলে মায়ার হ্রদে, পাবেনাকো থই॥

শারদীয় প্রভাত বর্ণন।

ত্রিপদী।

যামিনী বিগত হয়, তরুন অরুণোদয়,
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার ধারা,
বহে শ্বাস প্রভাত সমীর॥
কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুচিছে কেহ,
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ।
নিরখিয়া সেই ভাব, কত কত নব ভাব,
হইতেছে অন্তরে আরোপ॥
যেমন অন্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপালে,
মহিষীর শ্রেণী করে শোক।
কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্তা অশ্রুজলে,
কেহ শূন্য দেখে তিনলোক॥
অবোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র,
সকলের এক দশা শেষ।
জীবনে দিবস কয়, এক অঙ্গে গত হয়;
যথা বনে বিহঙ্গ প্রবেশ॥
ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার,
একেবারে বিষয় বিচ্ছেদ।
অতএব বৃথা খেদ, বৃথা অশ্রু বৃথা স্বেদ,
কালের নিকটে নাই ভেদ॥
দেখহ নক্ষত্রকুল, পরশোকে স্থূলে ভুল,
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল।
কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে,
কালগ্রাসে হতেছে নির্ম্মূল॥
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর,
বিমল অনল প্রভাধর।
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম দীপ্তি হেন,
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর॥
ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে,
সরমের সর্ব্বরী পোহায়।
লোকভয় তমোরাশি, পুঞ্জ পরাক্রমে নাশি,
বিক্রম প্রকাশি ততো ধায়॥
ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে।
এই রূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের,
ম্লান হয় মনান্তর মেঘে॥
বায়ু যোগে পুনর্ব্বার, সমীরণ সহকার,
দিনকর হতেছে মোচন।

এরূপে প্রেমিক মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
যদি বহে আশা সমীরণ ॥

অস্তগত হেরি শশী, বকুল বিপিনে বসি,
পিকবর ললিত কুহরে।
হায় রে মধুর স্বর কবিজন মনোহর,
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে ॥
বরষা স্বস্থানে যায়, শরদ আগত প্রায়,
অদ্যাবধি জলদের ঘটা।
ফলে কোকিলের গানে,অন্য ঋতু কেবা জানে,
মনে জ্বলে বসন্তের ছটা ॥
প্রভাত প্রহরে নিত্য, পিকরবে ফুল্ল চিত্ত,
শিহরে শরীর নব রসে।
কুরূপ বিহঙ্গবর, গুণে মুগ্ধ চরাচর,
দশদিগ পরিপূর্ণ যশে ॥
অতএব গুণ শ্রেষ্ঠ, রূপের সোদর জ্যেষ্ঠ,
কনিষ্ঠ অশিষ্ট লোকে ভাবে।
নহে অন্য দ্বিজাবলী, পিকের প্রধান বলি,
খ্যাত হতো স্বরূপ প্রভাবে ॥

দিনপতি প্রিয়দূত, পিকবর গুণ যুত,
তার মুখে পেয়ে সমাচার।
জাগিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়া দুই আঁখি,
হেরে নব প্রভার আধার ॥
অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,
গান আরম্ভিল নানা স্বরে।
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন তুম্বুরাদি সবে,
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে ॥
রজনীতে ফুল বন, ছিল সবে অচেতন,
সুধা স্বরে হৈল সচেতন।
প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হাস্য করি সুখময়,
সৌরভেতে পূরিল কানন ॥

ফুটিল চম্পক কলি, হেমছটা পড়ে গলি,
কিবা কামিনীর কান্তি হর।
মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়,
লাভমাত্র ভৃঙ্গ অনাদর ॥
দলকে দোপাটী দল, নানা রঙ্গ ঝল মল,
শ্বেত রক্ত হিঙ্গুল পিঙ্গল।
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হার রূপে শোভে সুবিমল ॥
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থল পদ্ম,
জলজের হরিতে গৌরব।
কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর মিষ্টরব ॥
এই রূপে নানা ফুল, রূপ রসে সমতুল,
প্রস্ফুটিত কানন ভিতর।
মধুমক্ষী মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত,
মধুপানে স্নিগ্ধ কলেবর ॥

আগমনে দিনমান, সরোবর সন্নিধান,
মনোহর শোভায় শোভিত।
প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংস কেলি করে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥
ধবল তরঙ্গ রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ,
প্রভেদ না হয় অনুমান।
হংস হৈত অপহ্নব, কেবল শুনিয়া রব,
অনুভব আছে বর্ত্তমান ॥

চারিদিকে বনচয়, স্তব্ধ প্রায় হয়ে রয়,
বোধ হয় এই সে কারণ।
নিরখি সর্ব্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
বিষাদের বস্ত্রে আবরণ ॥
ইন্দু বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাসরে রত,
অবিরত দুখের উদয়।
দেখি তার মলিনতা, ক্রন্দ্যমান বৃক্ষলতা,
শব্দহীন প্রায় সবে রয় ॥
কে বলে কুসুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে
ভৃঙ্গরূপ নয়নের তারা।
ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,
ক্ষরিতেছে হিম অশ্রুধারা ॥
ফুটিল কমলাবলী, অলি তাহে কুতুহলী,
সংযোগ সম্ভোগ পরায়ণ।
গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর,
চক্‌মক্‌ চঞ্চল কিরণ ॥
গাইতে নলিনী গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,
গাও গাও উচিত তোমার।
যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত,
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের আচার ॥
কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অতি,
ফলে গুঞ্জ রব নাহি মুখে।
অকৃতজ্ঞ নর যেই তাহার তুলনা এই,
রীতি হেরি মজে লোক দুখে ॥
এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,
প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে।
হায় হায় এ কি দ্রুত, চঞ্চল চরণ যুত,
হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে ॥
সে দিনে শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো,
সুখময় শারদীয় পূজা।
ঘরে ঘরে দেখা যায়, আনন্দের স্রোত ধায়,
নিয়মিত দেবী দশ ভুজা ॥
প্রতিদিন ঊষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে,
গীত হয় আগমনী গীত।
শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ,
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥
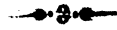
প্রণয়।

প্রণয় সুখের সার, পার নাহি যার।
কি হেতু মনরে তত্ত্ব, কর অর্থ ছার ॥
ত্যজিয়ে অনর্থ ধন, অন্বেষণ তার।
করিলে সংসারে তরা, কিছু নাহি ভার ॥
কিন্তু প্রণয়ের আশা, কর্ম্মনাশা সার।
সরলতা প্রেমে আশা, ক্রিয়া পুষ্পহার ॥
আশার অতীত যেই, পরয়ে গলায়।
সরল স্বভাবে সত্য, ভাবেরে গলায় ॥
কপট প্রণয়ে ভাই, কিছু নাই সুখ।
সুধুই স্বভাবে ভেবে, ফেটে যায় বুক ॥
আমি করি আমার, আমার যেই জনে।
কভু নাহি আমায়, ভাবয়ে সেই মনে ॥
এমতে প্রণয় ভাই, নাহি রহে সার।
কেবল কলঙ্ক মাত্র, হয় অনিবার ॥
অতএব মন তুমি, উপদেশ ধর।
পরমার্থ প্রীত জন, সহ প্রেম কর ॥
তাহাতে পাইবে সুখ, সহজে নিয়ত।
স্বরূপে সমান জ্ঞান, হইবে নিয়ত ॥

রজনীতে ভাগীরথী।

আহা মরি তরঙ্গিনী, কিবে শোভা ধরেছে।
রজত রঞ্জিত শাটী, অঙ্গবেড়ি পোরেছে ॥
শূন্য পরে শশধরে, হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল, কর দান করিছে ॥
তটিনী তরঙ্গে তারা, কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন হিল্লোল যোগে, ঘন ঘন হেলিছে ॥
যেন কোনো বিয়োগিনী, নিদ্রাভরে রোয়েছে।
স্বপ্ন যোগে পতিলাভে, প্রমোদিনী হোয়েছে।
হাস্যবশে সুবদন, ঝলমল করিছে।
থর থর কলেবর, নিথর শিহরিছে ॥
দেখিয়া স্বভাব ক্রিয়া নয়ন প্রকাশিছে।
দেখিয়া এভাব কিন্তু, হৃদে লাজ বাসিছে ॥

দীর্ঘপয়ার।

প্রশ্নোত্তর।

কারে কহিব প্রণয়, কারে কহিব প্রণয়।
প্রেম অনুরাগ আদি, শব্দ পরিচয় ॥

প্রেম মনের একতা, প্রেম মনের একতা।
চুম্বকেতে লাভ করে, আকর্ষণ যথা ॥

বল কোথা সেই থাকে, ২।
কিবা লাভ হয় তার, ধরে প্রেম যাকে ॥

থাকে সুজন অন্তরে, ২।
ধরায় কৈবল্য আনি, দেয় তার করে ॥

বল সুজন কেমন ২।
কিরূপ প্রকৃতি তার, কিরূপ লক্ষণ ॥

তারে কহিব সুজন ২।
সরলতা গুণে যার, মুগ্ধ ত্রিভুবন ॥

কহ সরলতা কারে ২।
কিরূপ প্রকার সেই, এ ভব সংসারে ॥

তারে বলি সরলতা ২।
গরিমা গরল হীন, সাধু সুশীলতা ॥

বল সরল কোথায় ২।
অকপট ধীরমতি, কোথা পাওয়া যায় ॥

কর নিগূঢ় সন্ধান ২।
অবশ্য মিলিবে সেই, পুরুষ প্রধান ॥

কহ এ কেমন কথা ২।
পুরুষে প্রেমিক হয়, নারীতে অন্যথা ॥

নহে সে পুরুষ বলি ২।
আত্মায় উল্লেখমাত্র, আত্মায় সকলি ॥

ভাল ভাঙ্গিল সন্দেহ ২।
আপনি প্রেমিক কিনা, পরিচয় লহ ॥

গ্রীষ্মের পলায়ন ও বর্ষার রাজ্যাভিষেক।

হ্রাস বৃদ্ধি সবাকার, কাল অনুসারে।
না বুঝে অবোধ লোক, মরে অহঙ্কারে॥
যেমন গ্রীষ্মের গর্ব্ব, ছিল সর্ব্বদেশে।
পড়িয়া বর্ষার হাতে, খর্ব্ব হৈল শেষে॥
বরষার দাপে গ্রীষ্ম, গেল অধঃপাতে।
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল, ফলে হাতে হাতে॥
গ্রীষ্ম ভয়ে বরষা, হইয়াছিল দীন।
এতদিনে দীনের, কপালে শুভদিন॥
আইল বরষা ঋতু, সহ পরিবার।
পুনর্ব্বার পাইল, আপন অধিকার॥
গ্রীষ্ম ঋতু পলাইল, দেখিয়া বিপদ।
দিনে দিনে বরষার, বাড়িল সম্পদ॥
চাতক ময়ুর আর, জলধর ভেক।
বরষাকে করিল, রাজ্যেতে অভিষেক॥
সেনাপতি জলধর, শরবৃষ্টি করে।
স্থানে স্থানে ভেকগণ, নকিব ফুকরে॥
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তূরী।
আনন্দে কাননে নাচে, ময়ূর ময়ূরী॥
ঘন ঘন ঘন ঘটা, গভীর গর্জ্জন।
গগনে গ্রীষ্মের প্রতি, করিছে তর্জ্জন॥
গ্রীষ্মের সহায় ভানু, ভয়ে লুকাইল।
সেই হেতু চতুর্দ্দিক, তিমিরে পূরিল॥
তড়িত প্রদীপ শিখা, করিয়া ধারণ।
কোণে কোণে গ্রীষ্মের, করিছে অন্বেষণ॥
সন্তাপে তাপিত করি, সকল সংসার।
কোথা পলাইল গ্রীষ্ম, দুষ্ট দুরাচার॥
সংযোগী যুবতী যুবা, করিল বিচ্ছেদ।
বিয়োগীর শতগুণ, সংযোগীর খেদ॥
শুকাইল সরোবর, নদনদী হ্রদ।
ঘটাইল দুষ্ট গ্রীষ্ম, এতেক বিপদ॥
তবে যদি পাই দেখা, দেখাইব তারে।
এমন অন্যায় যেন, রাজ্যে নাহি করে॥
এইরূপে ধরাধর, করিছে শাসন।
ধরায় না ধরে তার, ধারা বরিষণ॥
সুধাবৃষ্টি প্রায় বৃষ্টি, রিষ্টি করে দূর।
করি দৃষ্টি পরিতুষ্টি, জগতে প্রচুর॥
পৃথিবীর উত্তাপ, হরিল কাদম্বিনী।
মাতিল মদন মদে, পুরুষ কামিনী॥
ঋতু মধ্যে সরসা, বরষা মনে গণি।
তাহে সেই ধন্যা যার, পাশে গুণমণি॥
অবিরত রত ভোগ, যত মনে উঠে।
না ছুটিতে আপনি, কামের বাণ ছুটে॥
গৃহ পাশে সেফালিকা, কুসুম সুগন্ধ।
সুশীতল সমীরণ, বহে মন্দ মন্দ॥
আকাশে গভীর ধীর, ঘন ঘন ডাকে।
মুনির মানস টলে, অন্যে কোথা থাকে॥
রজনীতে না পূরে, নারীর মনোরথ।
দিবস হইলে রাত্রি, হয় মনোগত॥
নিবারিতে বরষা, নারীর মনো খেদ।
রজনী দিবস দোঁহে, করিল অভেদ॥
শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন, দিন যে দুর্দ্দিন।
কিন্তু কামিনীর পক্ষে, অতি সে সুদিন॥
পূর্ব্ব প্রভাকর লুপ্ত, বরষার গুণে।
পর প্রভাকর দীপ্ত, বরষার গুণে॥
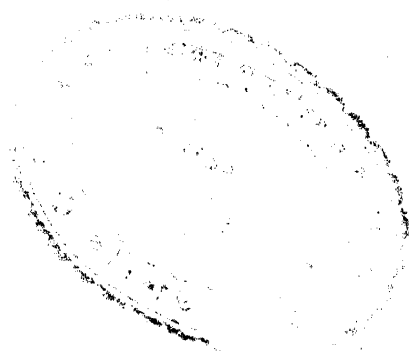
কবিতাবলী।

মহাকবি।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের

বিরচিত কবিতার

সার সংগ্রহ।

ষষ্ঠ সংখ্যা।

কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।
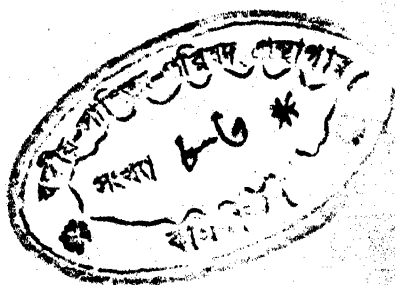
সন ১২৮০ সাল।

মূল্য চারি আনা মাত্র।

স্বভাবের শোভা।

আমরা যখন সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হই, তখন অন্তঃকরণে কত কত নূতন নূতন আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইতে থাকে। কিন্তু কোন্ অভাবনীয় শক্তি বা ভাবের প্রভাবে সেই সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, ভাবনা দ্বারা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি না। যাঁহার যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির সীমা, তিনি নানা প্রকার তর্ক, বিচার, অনুসন্ধান, চিন্তা ও বিবেচনা দ্বারা সেই পর্য্যন্তই নির্ণয় করিয়া থাকেন, ফলতঃ তাহাতেই বা কি নিশ্চিত হইতে পারে? কারণ সেই পৃথক পৃথক নির্ণয়কারি ব্যক্তিব্যূহের মধ্যে পরস্পার পৃথক পৃথকরূপে মতের বিভিন্নতাই দৃষ্ট হইতেছে। যিনি যেরূপে ব্যাখ্যা করুন, কিন্তু স্বভাবতঃ মানব বুদ্ধির এতদ্রূপ উচ্চতর শক্তি নাই, যদ্দ্বারা এতৎ নিরূপন বিচিত্র বিশ্বের আশ্চর্য্য কার্য্যকপাল ধার্য্য হইতে পারে, তবে মহানুভব মহোদয়েরা সম্ভবমত অনুভাব ক্রমে ভবঘটিত যে সকল ভাব অনুভাব করিয়াছেন, সেই মনোভব ভাবের মধ্যে যে যে বিষয় অবিরোধে যুক্তির সহিত যুক্ত হয়, কেবল তাহারাই আমাদিগের সুখদ হইয়া বিশ্বাসের হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকে। সে যাহা হউক, যিনি এই অণ্ডাকার ব্রহ্মাণ্ডকে ভাণ্ডবৎ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া জলে স্থলে রসাতলে, শূন্যে শূন্যে আপনার অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয় ক্রীড়া সকল প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার প্রকাণ্ড কাণ্ড মধ্যে বুদ্ধি বৃত্তির স্ফুর্ত্তি হওয়া কোনমতেই সম্ভব নহে। আমরা যে সময়ে যে স্থানে থাকিয়া স্থিরচিত্তে যে যে বস্তুর প্রতি নিরীক্ষণ করি, সেই সময়ে সেই সেই বস্তু মধ্যে কত কত চমৎকার মনোহর শোভা দেখিতে পাই। স্বভাবের সদনে অভাবের বিষয় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র নাই, ক্ষুদ্র এক তৃণ, বৃক্ষের এক পত্র, এবং মক্ষিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গাদির শরীরের বিচিত্র কার্য্য দৃষ্টে সেই অদ্বিতীয় অদৃশ্য শিল্পকারির কি আশ্চর্য্য শিল্প বিদ্যার পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। জল, স্থল, শূন্য এবং এই তিনের অন্তর্গত প্রাণিও আর আর দৃশ্যাদৃশ্য বস্তু কিম্বা পদার্থ

পুঞ্জ ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বভাবানুসারে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া প্রতিক্ষণেই প্রত্যয়কে পরমানন্দময় পরমেশ্বরের প্রণয়পথে প্রেরণ করিতেছে। শ্বেত, পীত, পিঙ্গল, পাণ্ডু, রক্ত, নীল, শ্যাম, কৃষ্ণাদি বিবিধ বর্ণ বিভুষিত আকাশমণ্ডলে বিপুল শোভার বিভাস দৃষ্টে চিন্তাযুক্ত চিত্তমধ্যে কি অদ্ভুত চিন্তা সকল সমুদ্ভূত হইতে থাকে! তথাচ তাহার কিছুমাত্র হেতু নির্ণীত হয় না। কারণ অনুমান কল্পে প্রায় চিন্তার বিশ্রাম নাই, গভীর সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় ভাব সকল মন হইতে নিয়তই নিঃসৃত হইতেছে, ইহাতে এক ভাবের উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অভাব হইয়া আবার নানা ভাবের সঞ্চালন হইতে থাকে। সুতরাং সহজেই বিবেচ্য হইবেক, যে, যে প্রকার তরঙ্গ সমুহ পুনঃ২ বিম্ব ও বিন্দু বিশিষ্ট হইয়া সিন্ধু হইতে উত্থিত হওত পবন হিল্লোলে নৃত্য করিয়া সেই সিন্ধুসলিলেই বিলুপ্ত হইতেছে, সেইরূপ মনুষ্যের মন হইতে অনবরতই ভাবপুঞ্জ উদিত হইয়া চিন্তার বাতাসে প্রচলিত হওত আবার ঐ মনেই লয় হইয়া থাকে। আমারদিগের চিন্তাশক্তির এমত কি শক্তি আছে, যে, তাহার দ্বারা সেই অচিন্ত্য চিন্তাময়ের অনন্ত সৃষ্টির অন্ত করিতে পারি? সমস্তই ভূতের ব্যাপার, ভূতে ভূতে যোগ করিয়া যে সকল অদ্ভূত ব্যাপার করে, তাহা অনুভূত হওনের বিষয় কি?

কি আশ্চর্য্য সৃষ্টির কৌশল! আমরা প্রতি দিবস প্রতিক্ষণে যাহা দৃষ্টি করি, তাহার কিছুই পুরাতন বোধ হয় না, যেন সকলি নূতন, এই মাত্র সৃষ্ট হইল। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রভাতে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া যৎকালে সূর্য্যদেবের মুখাবলোকন করি, তৎকালে ইহাই অনুভূত হয়, এই প্রভাত গত দিবসের প্রভাত নহে, বিশ্ববিরচক সেই মৃত পুরাতন প্রভাতের পদে এতন্মনোহর নূতন প্রভাতকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই রক্তিমাকার তরুণ অরুণ অদ্য প্রসূত হওত স্বকীয় স্বভাব গুণে প্রভাপুঞ্জ প্রকটন পুরঃসর পঙ্কজের প্রফুল্লকর হইয়া সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন। দিবসের চারুদীপ্তি, আকা-

শের পরিচ্ছিন্নতা, স্বভাবের সৌন্দর্য্য ও সুশীতল মলয়ানিলের মন্দ গমন প্রভৃতি পরিবর্ত্তনীয় ভাব দ্বারা ভাবুকের মনোমধ্যে এমত ভাবের উদয় হইয়া থাকে যে, ধরণী নিদ্রা হইতে উঠিয়া নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করত যেন এই নব যৌবন প্রাপ্ত হইলেন !

পদ্য ।

প্রতি দিন প্রাতে উঠি বিভু নাম স্মরি ।
তরুণ অরুণ আভা বিলোকন করি ॥
স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা ।
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন, কুলবধূ দিবা ॥
স্বামি অনুরাগে জাগে, ভাঙ্গে ঘুম ঘোর ।
জাগাইছে অরবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোর ॥
হাস্য মুখী কমলিনী, ঘোমটা খুলিয়া ।
নাচিতেছে মৃদু মৃদু, দুলিয়া দুলিয়া ॥
ছুটিয়াছে গন্ধ তার, ফুটিয়াছে কলি ।
মধুলোভে গুণ গুণ, গুণ গায় অলি ॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি, দ্বিজকুল যত ।
নানা স্বরে রাগভরে, গান করে কত ॥
ধরাতল সুশীতল সুবিমল হয় ।
পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে অপূর্ব্ব উদয় ॥
অপূর্ব্ব নহেক সেটা অপূর্ব্ব প্রভাস ।
নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ ॥
ছটা যুক্ত সুবর্ণের সুন্দর অঙ্গুরী ।
অঙ্গুলিতে ধরে যেন, প্রকৃতি সুন্দরী ॥
হেরিয়া প্রভাত প্রভা, পূর্ণানন্দ ময় ।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয় ।
যেন পুরাতন নয় ॥

পরন্তু যখন মার্ত্তণ্ড আবার প্রচণ্ড প্রভা ধারণ করত মধ্যাহ্নসময়ে মস্তকোপরি স্থিত হন,

আর এক নব ভাব, মধ্যম সময় ।
দিবার যৌবন যাহে, প্রকটিত হয় ॥
শূন্যের সর্ব্বাঙ্গে যেন, হুতাশন ভরা ।
তপনের তপ্ত তনু, দীপ্ত করে ধরা ॥
সমীরণ সখা অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া ।
জানায় পৃথিবী ময়, প্রকৃতির ক্রিয়া ॥
নবভাবে নভো পূর্ব্ব, ভাব পরিহরি ।
পুনর্ব্বার শুদ্ধ হয়, ধৌত বস্ত্র পরি ॥
পশু পক্ষী চোরেখায়, তাপ লাগে শিরে ।
থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ার কুটিরে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ের, একত্র মিলন ।
আলস্য আলয় লয়, দেহ নিকেতন ॥
শ্রমের হইল ভ্রম, গতি ধীরে ধীরে ।
বিরতি বসতি করে, মনের মন্দিরে ॥
অকস্মাৎ এইভাব, কিসের কারণ ।
নয়ন লজ্জিত অতি, দেখিতে তপন ॥
হেরিয়া ভবের ভাব, হয় নিরূপণ ।
স্বভাব উঠিল জেগে, দেখিয়া স্বপন ॥
মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয় ।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয় ।
যেন পুরাতন নয় ॥

তদনন্তর সায়ং কাল।

সন্ধ্যার সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচল চূড়া॥
ঈষৎ আরক্ত ছবি, প্রভা হীন কর।
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর॥
কোথা বা প্রখর দেহ, কোথাবা কিরণ।
ম্লান মুখে মনোদুখে, মুদিত নয়ন॥
অহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম।
যোতির মুকুট তাঁর, কেড়ে লয় তম॥
দিননাথে দীন দেখি, দিন অতি লাজে।
লুকায় আপন অঙ্গ, অন্ধকার মাজে॥
তিমিরের শয্যায়,শোভিত হয় নভ।
নবভাবে যেন তায়,নিদ্রা যায় ভব॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, ভাবকের মন।
বুঝে ভবের ভাব,ভাবক যে জন॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে, সঙ্গে লয়ে রহ।
দ্বিজগণ বাসালয়, নিজগণ সহ॥
তরু শাখা স্নিগ্ধ হয়ে, এই সন্ধ্যা কালে।
ভঙ্গি করি গীত গায়, পবনের তালে॥
মানস মোহিত হয়, সায়াহ্ন সময়।
পুরাতন নয় যেন,পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

অনন্তর রজনী।

রজনী সজনী সহ প্রফুল্লিত মনে।
হাসি হাসি বসে আসি, আকাশ আসনে॥
ক্ষণমাত্রে দেখাযায়,অপরূপ ভাব।
স্বভাব ধরেছে যেন, নূতন স্বভাব॥
তারা যারা,তারা, তারাপতি ঘেরে জ্বলে।
মুকুতা মণ্ডিত যেন, রজত অচলে॥
বায়ুর বিচিত্র গতি,নানা ভাবে বহে॥
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু, এক ভাব নহে।
কখনো নির্ম্মল করে, গগন মণ্ডল।
কভু করে ছিন্ন ভিন্ন,মেঘ ঢল ঢল॥
নদ নদী কত দেখি,গগন উপর।
ললিত লহরী যেন, চলে থর থর॥
প্রহর হইলে গত, নিদ্রাগত সব।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয়, নাহি শব্দ রব॥
ভুমিতল সুশীতল, তাপ নাই আর।
তৃণ পত্রে শোভা করে, নীহারের হার॥
বহুরূপী বিভাবরী, বহুরূপ ধরে।
শোক চিন্তা তাপ আদি, সমুদয় হরে॥
কখনো বা অন্ধকার, কভু শুভ্রময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

সীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, এই ষড় ঋতু পুনঃ পুনঃ গমনাগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব গুণানুসারে পৃথীবীর সমূহ প্রকার উপকার করিতেছে। ফলতঃ বিশ্বের কি বিচিত্র ভাব! যখন যে ঋতুর অধিকার হয়, তখন সেই ঋতুই নয়নের নিকট নুতনরূপে নিরীক্ষিত হয়, শীত যে সময়ে স্পর্শনেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভুত হয়, গ্রীষ্ম যে

সময়ে দেহে অগ্নিবৃষ্টি করিতে থাকে, বর্ষাকালে ঘন ঘন ঘননাদ হইতেছে, জলধর ধীবর স্বরূপ হইয়া সংসার সাগরে তিমিরজাল নিক্ষেপ করিয়াছে, কেবল এক একবার স্বভাবতঃ তড়িৎ প্রদীপ প্রদীপ্ত হওয়াতে প্রকৃতির আকৃতি অবলোকন হইতেছে, সেই সময় যখন বারি মিশ্রিত বায়ু সঞ্চালিত হইয়া স্পর্শ দ্বারা শরীরকে শীতল করে, তখন বোধ হয়, যেন তাহাদিগের প্রত্যেকের সহিত এই নূতন সাক্ষাৎ হইতেছে। আহা এতদ্দ্বারা সেই অদ্বিতীয় শিল্পকারির শিল্প বিদ্যার কি সামান্য গুণ প্রকাশ পাইতেছে ?

পদ্য।

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা, শরদ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব, করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু, ছয় রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে, শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ, একের সময়।
এইরূপে কত কাল, গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে, গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তায়, অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে, ছয়রূপ যোগ।
নব নব পরাক্রমে, নব নব ভোগ॥
কখনো কম্পিত কায়, শীত সমীরণে।
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে॥
কখনো তপন তাপ সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ রসে, ইচ্ছা অতিশয়॥
কখনো বা ভাসে সৃষ্টি বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ, অন্ধকার, দৃষ্টি হীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু, ঋতুর সৃজন।
পৃথকে পৃথক তাঁর, প্রভা প্রকটন॥
প্রতিক্ষণ, পায় মন, নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥
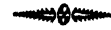
অপরন্তু, নির্গুণের গুণদ্বারা যাহা প্রণীত হইয়াছে, তাহা অতি অদ্ভুত ও তুলনা রহিত, এই মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু, বারি প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপার যাহা দেখি, তাহাই অতি বিচিত্র, সকলি আশ্চর্য্যময়। নদ নদী, বন, উপবন, দ্বীপ পর্ব্বতাদিতে প্রতিক্ষণেই এক এক নূতন নূতন আশ্চর্য্য অবলোকিত হইতেছে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, নিদ্রা, সুখ, দুঃখ, ক্লেশ, তৃপ্তি ইত্যাদি অনাদি কালের সৃজিত ও অতিশয় পুরাতন হইয়াও পুরাতন হয় না, নিয়তই যেন নূতন রহিয়ায়ছ। ধন্য ধন্য।

পদ্য।

এই ধরা, এই বহ্নি এই বায়ু জল।
এই তরু, এই পত্র, এই পুষ্প ফল॥

এই ঘ্রাণ, এই দৃষ্টি, এই স্পর্শ রব।
এই এই, এই এই, এই এই, সব॥
এই ভব পঞ্চীকৃত, পঞ্চ ছাড়া নয়।
এই পাত, ভেদগুণে, কতপাত হয়॥
এইক্ষুধা, এইতৃষ্ণা, এই শোক, রোগ।
এই সুখ, এইদুখ, এই তৃপ্তি ভোগ॥
এই ভাব, এই বোধ, এইচিন্তা, মন।
এই খাদ্য, এই মুখ, এই আস্বাদন॥
এই নদী, এই ক্ষেত্র, এই উপবন।
এই চন্দ্র, এই সূর্য্য, এই তারাগণ॥
এই রাত্রি, এই দিন, এই তিথি, বার।
এই দৃশ্য, এই আলো, এই অন্ধকার॥
এই প্রাত, এই সন্ধ্যা, এই মধ্যকাল।
এই পল, এই দণ্ড, এই, খণ্ড কাল॥
কি আশ্চর্য্য, ভবকার্য্য, সব পুরাতন।
অথচ নয়নে নিত্য, নিরখি নূতন॥
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি, ওহে বিশ্বময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
যেন পুরাতন নয়॥

বর্ষা বর্ণন।

প্রথম।

ত্রিপদী।

ছুটিল পুবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্ব কলিগন।
বরিষে জলদজল, হরিষে ভেকের দল,
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ॥
তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ॥
মলিন দিবস কান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তাহার কোলে।
বধূর বদনে মধু, শূন্য দেখি ফুলবঁধু,
খেদ করে গুন গুন বোলে॥
হায় হায় একি দায়, লোকে কয় বরষায়,
সংযোগীর উন্নত সম্ভোগ।
তবে কিবা আপরাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে,
পদ্মিনীর সহ নহে যোগ॥
এই হয় বিবেচনা, প্রাবৃড়ের বিড়ম্বনা,
গ্রীষ্মপতি ভানু প্রতি রাগ।
তাই তাঁর সমাশ্রিত, কিবা পত্নী পত্নী প্রীত,
সকলেতে জন্মায় বিরাগ॥
নিবিড় নীরদ কলা, কি শোভা না যায় বলা,
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়।
মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়॥
বরষার ঘোর রিষে, নীরদ ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভস্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজু প্রভাতের দিনকর॥
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্য পর করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়॥

বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে হয় রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।
সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাজে মাজে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার ॥
চক্ মক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা ॥
একবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভাপায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুলকে চাতক দল, পান করে ধারা জল,
গানকরে রসিয়া রসিয়া ॥

বর্ষার অভিষেক।

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্, গুড়ুম গুড়ুম গুম্,
বাজিতেছে রণ জয় ঢাক ॥
ওই করে ফর্ ফর্ গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা ॥
যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাতোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, কাণধরি সেই ক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা ॥
মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত ॥

কুলের কামিনী ধনি, চাতকিনী সুখগনি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলশয় হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত ॥
পূর্ণ হলো মনোসাধ, করিতেছে ভেরিনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক ॥

বর্ষা বর্ণন।

দ্বিতীয়।

ত্রিপদী।

সসজ্জ সন্ধান পুরে, আসিয়া গ্রীষ্মের পুরে,
প্রবেশিল বরষার দল।
রিপুর প্রবল বল, দেখিয়া গ্রীষ্মের দল,
ভঙ্গ দিয়া ভাগিল সকল ॥
মহা শিলাবৃষ্টি ঘায়, প্রাণওষ্ঠাগত প্রায়,
হইল গ্রীষ্মের অস্থি শেষ
সন্তাপ সৈন্যের পতি, না পাইয়া অব্যাহৃতি,
পলাইতে চাহে অবশেষ ॥
শক্র ভয়ে ভীত হয়ে, বিরহীর মনে রয়ে,
গোপনেতে লইল আশ্রয়।
একি অপরূপ ধারা, নয়নে সলিল ধারা,
অন্তরে সন্তাপ অতিশয় ॥
বরষা হইয়া ভূপ, সর্ব্ব রাজ্যে গাড়ে যুপ,
উড়াইল তড়িত পতাকা।
অভ্র কোলে শুভ্র আভা, কি কব তাহার শোভা,
দেখ ওই উড়িছে বলাকা ॥
পুরিল মনের সাধ, মেঘে করে সিংহনাদ,
ঘন ঘন যত ঘনগণ।

ত্রিভুবনে দিয়া সাড়া, রাজার বিজয় কাড়া,
গুরু গুরু রবে অনুক্ষণ ॥
পূর্ণ করি জল স্থল, আকাশ তীর্থের জল,
আনি করে ভূপে অভিষেক।
চামর কেতকী ফুল, ঢুলায় ভ্রমর কুল
জয় জয় ধ্বনি করে ভেক ॥
ময়ূরেতে মোরচ্ছল, করিতেছে অবিরল
দাঁড়াইয়া নৃপতির আগে।
ময়ূরী সে সভা মাঝে, মৃদু মনোহর সাজে,
নৃত্য করিতেছে অনুরাগে ॥
তপস্যাতে বহুদিন, শরীর করিয়া ক্ষীণ,
মলিন আছিল নদীগণ।
সংপ্রতি অমৃত খায়, হয়ে অমরের প্রায়,
সঞ্চারিল পুনশ্চ জীবন ॥
চির বিরহিণী ছিল, ঋতুযোগ সঞ্চারিল
বিষাদে হইল হর্ষোদয়।
আহ্লাদে অফুল্ল কায়, নিজ পতি প্রতি ধায়,
যত নদী বেগে অতিশয় ॥
মেঘাচ্ছন্ন চরাচর, শশী আর দিবাকর,
লুপ্তপ্রায় না হয় উদয়।
দ্বিনেত্র মুদিত করি, সুখে নিদ্রা যান হরি,
এই সে কারণ চিত্তে লয় ॥
বরষা বিরহী নারী, ধরিয়া দিবসকারী,
করে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন।
করের কঙ্কণ তায়, খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়,
লোকে বলে বিদ্যুৎ পতন ॥
তড়িত নর্ত্তকীগণ, নৃত্য করে অনুক্ষণ,
সুললিত জলদ সভায়।
ছিঁড়িল মুকুতা হার, সেই ছলে অনিবার,
জলধার পড়িছে ধরায় ॥

ঋতুর প্রভাবে হেন, রবি শশী নাহি যেন,
নিশা দিন সমান আকার।
কুমুদিনী রাত্রি জ্ঞানে, প্রফুল্লিতা দিন মানে,
পদ্মসনে কিবা চমৎকার ॥
ভাস্কর গগনে গুপ্ত, শশাঙ্ক তিমিরে লুপ্ত,
দিবারাত্রি বোধ নাহি হয়।
বায়ু সহ মন্দ মন্দ, কমল কুমুদ গন্ধ,
দেয় দিবারাত্রি পরিচয় ॥
ঘন ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,
বৃষ্টিজলে পূর্ণ সৃষ্টি পাত্র।
লুকায়িত বিকর্ত্তন, অনুদ্দেশ জ্যোতিগণ,
জোনাকি পোকার দৃষ্টি মাত্র ॥
জলময় নভস্থল, জলময় ভূমণ্ডল,
জলময় গিরি দিক্ দেশ।
দেখে হয় এই জ্ঞান, পুনরপি ভগবান,
ধরিলেন বরাহের বেশ ॥
আসিয়া বরষাকাল, ফেলিল জলদ জাল,
গগন গভীর সরোবরে।
রবি শশী আদি মীন, গগনে হইল লীন,
ক্ষুদ্র মৎস্য লুকাইল ডরে ॥
বিদ্যুৎ বড়সী প্রায়, চতুর্দ্দিকে ফেলি তায়,
বিরহীর প্রাণ মীন ধরে ॥
অসার ভাবিয়া হরি, কমলারে সঙ্গে করি,
ঢালিলেন শরীর সাগরে ॥
দাতা ঘন হরষিত, হেরে হয় উপস্থিত,
যাচক চাতক দ্বিজগণ।
ঘন আগে দেয় জল, করিয়া বিদ্যুৎ ছল,
স্বর্ণমুষ্টি করে বিতরণ ॥
মেঘ পটু নানা সাজে, চতুর্দ্দিকে বাদ্য বাজে,
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে।

পথিকের সর্ব্বনাশ, ঘন বহে ঘন শ্বাস,
নিজ বাস ভাবিয়া অন্তরে ॥
বহে সুশীতল বায়ু, বিয়োগীর হরে আয়ু,
সংযোগীর পরম উল্লাস।
তারা করে অভিলাষ, বর্ষা হোক্ বার মাস,
অন্য ঋতু না হয় প্রকাশ ॥
বিয়োগীর বুকে বর্ষা, মারে বর্ষা তেঁই বর্ষা,
নাম তার বিদিত ভুবনে।
শুনি জলদের শব্দ, বিরহিনীগণ স্তব্ধ,
দগ্ধ হয় মনের আগুনে ॥
প্রবাসী জনের ক্লেশ, বর্ণিয়া না হয় শেষ,
এই ছার বরষা সময়।
অন্তরে বিচ্ছেদ বাতি,জ্বলিতেছে দিন রাতি,
বাহিরে বিবিধ দুখোদয় ॥
রান্নাঘরে কান্নাহাটী,ভিজে কাট ভিজে মাটী,
কোনমতে নাহি জলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে,সেইদণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো ॥
ধনির সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী,ভালবাড়ী,প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার বিহার ॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থিরযোগে স্থিরশুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান,
ভুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে ॥

বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙ্গে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী,ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,
চৌকীদার ধরে চক্ষুরেঙ্গে।
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদকে।
বহুকেলে ছেঁড়াজুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে ॥
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ।
বাবুদের গেয়ে গুন, নাহি মাচ তেল নুন,
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাট ॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥
আমাদের স্বষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।
পৈতৃক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা,
তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥
দুই সন্ধ্যা তাই খাই,মাঝে মাঝে গীত গাই,
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজনের করি আশীর্ব্বাদ ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,
বারিবাক্যে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যাঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যাঙ্গ,
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে ॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র,
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।

জাতি ধর্ম্মে ভিক্ষা করি,প্রাণে যেন নাহি মরি,
চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা ॥

বর্ষা।

(তৃতীয়।)

করিয়া সমর সাজ, ঋতুপতি বর্ষারাজ,
অবনীমণ্ডলে উপনীত।
রণস্থল করি রুদ্ধ, ব্যাপিল পৃথিবী শুদ্ধ,
ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥
দেখিয়া বিপক্ষ দল, গ্রীষ্মের টুটিল বল,
পরাজয় করিল স্বীকার।
পলাইল পেয়ে ভয়, বরষার মহাজয়,
ত্রিভুবন করে অধিকার ॥
গগনের সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্ট মনে,
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি, পূর্ব্বদিকে করি গতি,
দিবানিশি চামর ঢুলায় ॥
গুড়ুনি জলের জাল, লেটের উড়ুনি ভাল,
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোঁচা।
বারির বসন পরা, লুটাইয়া পড়ে ধরা,
বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা ॥
সবুজ মেঘের দল, ঢল ঢল ছল ছল,
হত বল প্রবল অনিলে।
স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে ॥
সোণার দামিনী হার, গলায় ঝুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত,অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা জুতা পায় ॥

ঝিল বিল নদী নদ, সরোবর সিন্ধু হ্রদ,
আর যত পারিষদ্ গণ।
সকলের এক বোল, প্রেমানন্দে দিয়া কোল,
পরস্পর করে আলিঙ্গন ॥
তরুকুল নত শাখা, প্রতি পত্রে জল মাখা,
সারি সারি সরস অন্তরে।
নজর ধরিয়া ছলে, বরষার পদতলে,
যোড় করে প্রণিপাত করে ॥
ভেকপাল কোতোয়াল,করে করি খাঁড়া ঢাল,
জলে স্থলে কত সুখ লোটে।
দেখিয়া ভেকের ভেক, বিয়োগীর বাড়ে ভেক,
ইচ্ছা হয় ডেক নিয়া ছোটে ॥
নকিব চাতক চয়, জয় ভূপতির জয়,
প্রতিক্ষণ এই রব হাঁকে।
জল দেরে জল দেরে, প্রাণ যায় জল দেরে,
জলদেরে আর নাহি ডাকে ॥
কোন্ তুচ্ছ থিয়েটর, বরষার নাচঘর,
মনোহর শিখর সমাজ।
দৃশ্য অতি অপরূপ, চিত্র করা নানা রূপ,
সমুদয় স্বভাবের সাজ ॥
নিজ স্বরে জলধর, গান করে বহুতর,
নানা স্বরে রাগ ভাঁজে মুখে।
বৃষ্টির বাজনা ভাল, ঝম্ ঝম্ বাজে তাল,
শিখী নিত্য নৃত্য করে সুখে ॥
কেমন কালের ধারা, অবিশ্রান্তে বারি ধারা,
সুধার সুধার বরিষণ।
সদাই প্রফুল্ল মন, চাতক চাতকীগণ,
শুভক্ষণ করে সুভক্ষণ ॥
ডাকিল ভেকের দল, মাগিল স্বর্গের জল,
রাখিল ভুবনে ভাল যশ।

ডাকিল মেঘের পাল, হাঁকিল ঠুকিয়া তাল,
ঢাকিল তিমিরে দিগ্‌দশ ॥
করিল উত্তম কর্ম্ম, হরিল গাত্রের ঘর্ম্ম,
গরিল পিপাসা দাহ জ্বর
তরিল যুবক যারা, ধরিল যুবতী দারা,
পরিল পোষাক বহুতর ॥
চারিদিক অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,
জলে স্থলে একাকার ময়।
হেরি শুদ্ধ নীরাকার, নিরঞ্জন নিরাকার,
এই বুঝি চিহ্ন তার হয় ॥
হায় হায় একি দায়, মহা প্রলয়ের প্রায়,
সকল পৃথিবী ভাসে জলে।
অধরা হইল ধরা, জল নাহি যায় ধরা,
একেবারে যায় ধরাতলে ॥
ক্রোধযুক্ত ধরাধর, ডুবে গেল ধরাধর,
কেবল মস্তক দেখা যায়।
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ যত, কত শত হয় হত,
পশু যত করে হায় হায় ॥
রাজার বাজার জাঁক, গরবেতে গোঁপে পাক,
ছাড়ে হাঁক ঐরাবতে চড়ি।
বাজে লোকে বাজ কয়, ফলতঃ সে বাজ নয়,
বরষার দন্ত কড়মড়ি ॥
বিষম বজ্রের শব্দ, ত্রিলোক হইল স্তব্ধ,
থর থর ভয়ে কাঁপে সব।
হড়্‌মড়্‌ কড়্‌মড়্‌, সদা করে মড়্‌মড়্‌,
চড়্‌ চড়্‌ কড়্‌ কড়্‌ রব ॥
শুনি ধ্বনি বজ্রাঘাত, গর্ভিনীর গর্ভপাত,
প্রমোদে প্রমাদ সদাগণে।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম, নিজাঙ্গ করিল ভম,
মাতঙ্গ আতঙ্ক পায় মনে ॥

হুড়্‌ হুড়্‌ দুড়্‌ দুড়্‌, মেঘনাদ গুড় গুড়,
জলদ জুটেছে ভাল যুটি।
লোকে বলে একি কাল, উড়িয়া স্বর্গের চাল,
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুঁটি ॥
নাশিতে সকল রিষ্টি, বরষার কোপ দৃষ্টি,
নয়নে অনল তার জ্বলে।
সেই অগ্নি দৃশ্য হয়, ভ্রমেতে মনুষ্যচয়,
চপলা বিদ্যুৎ তারে বলে ॥
কেহ কেহ এই কয়, এ ভাব যথার্থ হয়,
কেহ কয় তাহা নয় ভাই।
রনে হয়ে পরিশ্রান্ত, মহাবল পরাক্রান্ত,
ঘন তোলে ঘন ঘন হাই ॥
কেহ কহে সৌদামিনী, বরষার প্রিয় রাণী,
স্বরূপসী মুনি মনোহরা।
তাহার মুখের হাসি, প্রকাশিয়া প্রভারাশি,
অন্ধকারে আলো করে ধরা ॥
বুদ্ধিবলে কেহ বলে, গ্রীষ্ম অন্বেষন ছলে,
পাতিয়াছে ঘোর মড়্‌জাল।
কোপে অঙ্গ জ্বর জ্বর, যুক্তি করি জলধর,
জ্বালিয়াছে তড়িৎ মশাল ॥
সুবিমল শশধর, গোপন করিয়া কর,
অন্ধকারে লুকাইল আসি।
দেখিয়া বন্ধুর দুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
রজনীর মুখে নাই হাসি ॥
সপত্নী সকল তারা, মুদিয়া নয়ন তারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
ডাকে তারা তারাকান্ত, কোথা তারা তারাকান্ত,
অবিশ্রান্ত ভাসে শোক জলে ॥
কুমুদের মনে খেদ, অন্তর হইল ভেদ,
চকোর করিছে হাহাকার।

ক্ষুধায় সুধায় তারে, সুধায় তুষিতে পারে,
তার পক্ষে কেবা আছে আর ॥
দিনপতি অতি দীন, দিন দিন প্রভাহীন,
কোন দিন সুদিন না হয়।
কেমন কুদিন তাঁর, দুর্দ্দিন না যায় আর,
রাত্রিদিন এক ভাবে রয় ॥
রাত্রিমান দিনমান, নাহি হয় অনুমান,
পরিমাণ মনে পায় দুখ।
কমলের মহামান, অপমানে ম্রিয়মাণ,
অভিমানে নাহি তুলে মুখ ॥
সংযোগীর অভিলাষ, উভয়ে একত্রে বাস,
কোন রূপে না হয় বিচ্ছেদ।
বুঝে সার অভিমত, তাই বর্ষা এই মত,
রাত্রিদিন করিল অভেদ ॥
ফুটেছে অনেক ফুল, ছুটেছে ভ্রমর কুল,
জুটেছে কাননে শত শত।
টুটেছে বিরহি জনে, উঠেছে বিচ্ছেদ মনে,
ঘটেছে বিপদ তার কত ॥
গেল সব নিরানন্দ, কুসুমে মধুর গন্ধ,
বহে মন্দ সুখে মন্দ গান।
অলিবৃন্দ সদানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
করে সুখে মকরন্দ পান ॥
বিষম চক্ষের শূল, কদম্ব কদম্ব ফুল,
দোলে পেয়ে বাতাসের দোলা।
বিরহি করিতে বধ, সেনাপতি ষটপদ,
কামের কামানে ছোড়ে গোলা ॥
সংযোগীর মহাযোগ, যুক্তযোগে বাড়েযোগ,
যোগবলে বাড়ে ভোগবল।
কোন্ তুচ্ছ চতুর্ব্বর্গ, স্বর্গ এক উপসর্গ,
হাতে হাতে পায় স্বর্গ ফল ॥

কান্তাগণ সহকান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
বর্ষা তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তাল ভঙ্গ,
অনঙ্গ প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা ॥
যে প্রকার শারি শুক, সুখের বাড়ায় সুখ,
সদাকাল থাকে মুখে মুখে।
ধরাতলে সেই ধন্য, কে আর তেমন অন্য,
যুবতী রমণী যার বুকে ॥
যার ঘরে বেড়াছিটে, যদি গায়ে লাগেছিটে,
অমৃত সমান জ্ঞান করে।
পড়ে বৃষ্টি ছিটে ফোটা, পড়েমন্ত্র ছিটে ফোটা,
প্রাণনাথে ভুলাবার তরে ॥
সংযোগীর এইরূপ উথলে আনন্দ কূপ,
আহার বিহার যথোচিত।
বিরহির বুকে বর্ষা, মারিয়া নির্দ্দয় বর্ষা,
বর্ষা নামে হইল বিদিত ॥
প্রবাসি পুরুষ যত, একেবারে জ্ঞান হত,
প্রেয়সীর প্রেম মনে হয়।
মদন বাড়ায় রোষ, স্বপনে অধিক দোষ,
কোন রূপে পরিতোষ নয় ॥
কি কব দুখের দশা, দিনে মাচি রেতে মসা,
দুইকালে বন্ধু দুইজন।
শয্যায় ভার্য্যার প্রায়, ছারপোকা উঠে গায়,
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন ॥
খুক্ খুক্ তুলে কাশ, বার বার ফেরে পাশ,
দহে মন কামের আগুনে।
বিছেনায় লট্ পট্, প্রাণযায় ছট ফট্,
বাঁচে শুদ্ধ বালিসের গুণে ॥
যেমন মুষলধার, পড়ে বৃষ্টি অনিবার,
বাহিরেতে নাহিযায় চলা।

রসিকা রমণী যেই, অনুমান করে এই,
আকাশের ফুটিয়াছে তলা॥
বিমানে বাড়িল জাঁক,বারিদ বাজায় শাঁক,
বজ্র ছলে উলু উলু ধ্বনি।
বর্ষার বিষম গুণ, বিবাহ করিবে পুনঃ,
পুরোহিত ভেক শিরোমণি॥
ময়ূরী নেড়ীর দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে,
নাচিছে চপলা সবঁ এয়ো।
আনন্দের পরিপাটি, সুখে করে কাদামাটী,
চাতক জুটেছে ভাল রেয়ো॥

ভারত-ভূমি।

পদ্য।

ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥
মনে হলে প্রাচীন,সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু, প্রত্যয় না হয়॥
রিপুরূপে বিজাতীয়, রাজা রাহু আসি।
সুখরূপ শশধর, আহারিল গ্রাসি॥
দেবরূপ সুধাভাণ্ড, লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানস ফল, লয় হলো ক্রমে॥
ললিত মালতী লতা, ভারতের ভাষা।
কটুতা কীটের যাহে, নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা কুসুমকলি, ফুটেছিল কত।
সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ, লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার, সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক, ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্বর্গ, ফল যাহে পায়॥
বেদবিধি রসভার অপরূপ ভান।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তাঁর, যেই করে পান॥
অগ্নি হোত্র আদি নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এসব আশ্রিয়া॥
বিজ্ঞান স্বরূপ বীজ, ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে, জনিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা, আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মাণা, দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী, মনুষ্য কোথায়।
অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায়॥
অবিদ্যায় অবসন্ন, মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী, আদর ভাজন॥
প্রসন্নতা প্রবাহ, প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে॥
প্রদীপের দীপ্তরূপ, প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধমন মধুকর, প্রমদা প্রমোদে॥
প্রদ্যুম্ন প্রবল অতি, প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা, দগ্ধকরে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত, রোষাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে, আগুনের কণা॥
গরল মিশ্রিত তাহে, মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি, হয় যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে, সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন, সরোবর নীর॥
লোলিত হয়েছে পুনঃ লোভ রূপ ফাঁস।
পরায় মনের গলে, বাসনা বাতাস॥
পরদারা পরধন, হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে, সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ মেঘ করে আছে, বিবেক আচ্ছন্ন।

চেতনা চন্দ্রিমা যাহে, গুপ্ত প্রতিপন্ন ॥
দারা সুত সহ, সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ।
চিত্তের কমলে মায়া, হয় সঞ্চারন ॥
মদেতে প্রমত্ত মন, বিপদ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা, কাতর করায় ॥
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষমদে, পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই ইতর বিশেষ ॥
গরিমা গরলে গেল, গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম, অপর রৌরব ॥
এইরূপ ষড়্‌রিপু, নিবারিত নহে।
সোণার ভারত-ভূমি, ভস্ম করি দহে ॥
যত লোক অলসে, অবশ কলেবর।
দরিদ্র, পরের ছিদ্র, সন্ধানে তৎপর ॥
নাহিমাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম গুপ্ত সবাকার ॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয়, ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত, কমল আকার ॥
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে, নহে স্বীয় গর্ব্ব।
করেন বিবিধ পর্ব্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব ॥
কিরূপ পাতক বৃদ্ধি, উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায়, লজ্জার অধীনে ॥
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষাহেতু, যে হয় উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায়, সেই কর্ম্ম ভোগ ॥
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে।
কতদিন প্রদেশ, অস্থির হইয়াছে ॥
অবশেষে ধনাভাবে, হলো ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি, বলি ছুঁছোবাজি ॥
ধর্ম্মসভাপতি সবে, ধর্ম্ম অধিকারি ॥
কি কর্ম্ম করিছে যত, উত্তরাধিকারি।
পিতা পৌত্তলিক পুত্র, একেশ্বর বাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত, সর্ব্ব ধর্ম্মবাদী ॥
হিন্দুনাম ইহাদের হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র, মরাল যেমন ॥
ইহাঁরা করেন ঘৃণা, খৃষ্টিয়ান গণে।
কোকিল দোষেন যেন, কাকের বরণে ॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি, হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা, রক্ষা নাহি আর ॥
ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয় ॥

দুর্গোৎসব সময়ে অত্র নগরী মধ্যে সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কোন কোন হিন্দুর ভবনে খানা দেওয়া হয়, এই উপলক্ষে ভগবতীর প্রতি কবির উক্তি।

তুমি দেবি দেবারাধ্যা, সকলের সারা।
ত্রিলোক তারিণী হেতু, নাম ধর তারা ॥
দেব দেব মহাদেব, স্বর্গে যাঁর বাস।
করেন তোমার তিনি, মহিমা প্রকাশ ॥
ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, বহু গুণাধার।
করিলেন পৃথিবীতে, প্রতিমা প্রচার ॥
ভক্তভাবে হইয়াছ, দেবী দশভুজা।
তিন দিন অবনীতে, এসে খাও পুজা ॥
পবিত্র সকল দ্রব্য, পবিত্র আচার।
ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প, নানা উপচার ॥
দেবীর পূজায় দেখি, বহু অনুষ্ঠান।
মর্ত্যলোকে দেবগণ, হন অধিষ্ঠান ॥
দেব দেব দারা তারা, দেব সেব্যা হও।
মর্ত্ত্যে আসি দুঃখপাও, দেবগৃহে রও ॥
ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ডকারি, ম্লেচ্ছজাতি যারা।
তোমার পূজায় আসি, খানা খায় তারা ॥

কোথা দুর্গে মাতা দুর্গে, ঘোর দুর্গে পরি।
হিন্দুয়ানী শেষ হয়, রাম রাম হরি ॥
ভগবতী পেলে পরে, পেটে যারা পূরে।
মদখেয়ে নাচে তারা, ভগবতী পুরে ॥
ভবানি! কোথায় আর, তোমার আদর।
ভবানী ভরেছে তারা, ভাঁড়ের ভিতর ॥
ধর্ম্মসভা অধিপতি, নৃপনাম যাঁর।
শুনিয়াছি নানা শাস্ত্রে, দৃষ্টি আছে তাঁর ॥
নৃপতিকে সুমতি মা, দেহ এই বার।
সাহেবের নিমন্ত্রণ, না করেন আর ॥
অনুকূলা হও মাতা, কুণ্ডলিনী কালি!
পূজা করি খাব কত, পাদরির গালি ॥

কার্ত্তিকে বর্ষা কি ভয়ঙ্কর।

কর হে করুনাময়, করুনা প্রকাশ।
অকালেতে অতিবৃষ্টি, সৃষ্টি হয় নাশ ॥
আশাহত চাসাযত, ভেবে হয় সারা।
গুরুবাড় দস্যু হাতে, শস্য যায় মারা ॥
এ ভীম জলধিভবে, তুমি মাত্র সেতু।
সৃজন পালন আর, সংহারের হেতু ॥
তিনের সমান ভাগ, সমভাবে চাই।
অগ্র আছে, শেষ আছে, মধ্য কেন নাই ॥
সৃজিয়াছ বটে বিভু, না করি পালন।
একেবারে সংহার, করিছ কি কারন ॥
স্রষ্টা হয়ে এরূপে, নাশিলে সৃষ্ট সবে।
দয়াময় নামের মহিমা, কোথা রবে ॥
বিপদ্মে প্রসন্নভব, সম্ভব এভবে।
ওহে শিব, দেহ শিব, বাঁচে জীব তবে ॥
কাতরে অভয় তব, দীর্ঘকরে ধরি।
দৃশ্য হও বিশ্বনাথ, প্রণিপাত করি ॥
ঘুচাও বিকটভাব, স্বভাব প্রকট!
কল্যাণ কল্যাণ চাই, তোমার নিকট ॥
বসুধার দুখআর, নাহি সহে প্রাণে।
যায় সৃষ্টি নাশ রিষ্টি, দয়াদৃষ্টি দানে ॥

রসলতিকা চৌপদীচ্ছন্দঃ।

তুড়িতে গ্রীষ্মরে আড়ি,
বরষার বড় বাড়ী,
ভেঙ্গে পড়ে ঘর বাড়ী,
অতিশয় বাড়াবাড়ী কোরেছে।
পৃথিবীর ঘোর রিষ্টি,
অবিশ্রান্তে বারি বৃষ্টি,
ডুবিল বিধির সৃষ্টি,
অন্ধকারে দৃষ্টিপথ হোরেছে ॥
ঋতুরাজ নবরঙ্গী,
সঙ্গে সব সমসঙ্গী,
বিকট প্রকট ভঙ্গী,
কালের করাল বস্ত্র পোরেছে।
মেঘের বিষম ঝাঁক,
জোরে হাঁক, গোঁপে পাক,
ডাকে ডাকে ছেড়ে ডাক,
আকাশের চারিদিকে চোরেছে ॥
থরথর কলেবর,
জ্বর জ্বর গ্রীষ্মবর,
প্রভাকর শশধর,
দুই যোদ্ধা সহোদর মোরেছে।
অবিরল পড়ে জল,
রণস্থল টলমল,
যতদল হত বল,

প্রতিফল পেয়ে সব সোয়েছে ॥
লাফে লাফে বীরদাপে,
আকাশ পাতাল কাঁপে,
বিরহী পড়িল পাপে,
অনুতাপে তনুতার জ্বোরেছে।
সেনাগন অগণন,
টন্ টন্ ভন্ ভন্,
সমীরন সন্ সন্,
দেখে রন ত্রিভুবন ডোরেছে ॥
বরষার ঘোরঘটা,
তমোছটা, শিরেজটা,
বরুন দারুণ ভটা,
উঠে উর্দ্ধে ঘোর যুদ্ধে তোরেছে।
গুড় গুড় দুড় দুড়,
শুনে প্রান ধুড় ধুড়,
দিবানিশি হুড় হুড়,
দশদিকে কোসে জল ভোরেছে ॥
বরষার নাহি পার,
অনিবার বারিধার,
কোথা তার উপকার,
সবাকার অপকার কোরেছে।
স্বভাবের ভাব বেশ,
প্রথমে সংহার বেশ,
কোরে শেষ সব দেশ,
অবশেষ শিষ্ট বেশ, ধোরেছে ॥

মুরলী-চ্ছন্দঃ।

বরষা আপন ধর্ম্ম, ভালরূপে পেলেছে।
অবিশ্রান্ত নিবানিশি, কত জল ঢেলেছে ॥
চপলা মেঘের সঙ্গে, বহু রঙ্গে খেলেছে।
নিজ অঙ্গে রাঢ়ে বঙ্গে, সুখদ্বীপ জ্বেলেছে ॥
শরদ শিশির গ্রীষ্ম, দলশুদ্ধ হেলেছে।
ক্রোধযুক্ত জলধর, ভাল ঝাল ঝেলেছে ॥
ঘর্ম্মপেয়ে মর্ম্মপীড়া, গায়ে ঘর্ম্ম গেলেছে।
বর্ষা তারে একেবারে, দুইপায়ে ঠেলেছে ॥
সংযোগীর মহাসুখ, বুকে বুক মেলেছে।
রাত্রিদিন সমভাবে, নিজ চাল্ চেলেছে ॥
অন্ধকার সরোবরে, কামমীন খেলেছে।
যতনে ধরিতে তারে, সুখ টোপ ফেলেছে ॥
আশার পূরিল আশা, নিরাশারে টেলেছে।
যুক্ত হোয়ে, ভুক্ত ভোগে, অবশেষ হেলেছে ॥
বিয়োগীর বুকেতে, বেলুন যেন বেলেছে।
দুখেরে সে বুকে রেখে, প্রানপনে পেলেছে ॥

রূপক।

প্রণয়।

পদ্য।

মিলন না হবে যদি, সুখ কোথা তবে।
কেবল প্রণয় কথা, কথায় কি রবে ?
দেখেছি নয়নে তার, মুখপদ্ম যবে।
সে অবধি ভাসে মন, আশার অর্ণবে ॥
হায় হায় একি দায়, হইল আমায়।
ডুবিল মানষতরি, রাখা নাহি যায় ॥
সে মুখচঞ্চল হাসি, হইলে স্মরন।
উথলে প্রণয় সিন্ধু, বারি অনুক্ষণ ॥
অকূলে আকুল হয়ে, দুকূল হারাই।
সে ভাব প্রভাব আমি, কাহারে জানাই ॥

আসার আশয় সুখে, কত সুখোদয়।
হরিষে বরিষে ধারা, নয়ন উভয় ॥
কখন কখন ভাবি, দুখ হলো শেষ।
সুচারু প্রণয় বনে, করেছি প্রবেশ ॥
কাছে গিয়া দৃষ্ট হয়, বিড়ম্বনা নদী।
প্রবল প্রবাহ তাহে, বহে নিরবধি ॥
কার সাধ্য পার হয় তার খরবেগ।
কেবল হৃদয়ে বৃদ্ধি, দ্বিগুণ উদ্বেগ ॥
সরস মাতঙ্গরূপ, করিয়া ধারণ।
মিলন কমলবন, করিছে দলন ॥
হেরি তায় দুরাচার, নয়ন-ভ্রমরা।
নিশিদিন অশ্রুজলে, সিক্ত করে ধরা ॥
বিরস অধর রাগ, নীরস রসনা।
সরস সেরূপ মাত্র, হৃদয়ে রটনা ॥
বিরহ-অনলজ্বলে, প্রবল হইয়া।
করিল ভস্মের রাশি, হৃদয় দহিয়া ॥
মিলন-মেঘের জল, বিরল বুঝিয়া।
চেতনা-চাতক রহে, বিলাপে মজিয়া ॥
প্রবোধ না মানে চিত্ত, প্রাণের সহিত।
জ্ঞান সহ পূর্ব্ব ভাব, হইল রহিত ॥
প্রেমে মজে একি দায়, হইল আমায়।
অস্থির অন্তর সদা, ইতস্ততো ধায় ॥
ভাবহে ভাবুক জন, ভাব ভাবভরে।
বিরহে হৃদয় ভাব, কি স্বভাব ধরে ॥
সতত মানসে যারে, মানসে নেহারি।
সেইজন দেয় দুখ, সহিতে না পারি ॥

—•—

নিতান্ত আমার বোলে, জানিতাম যারে।
সে ভাবেতে ভাবান্তর, দেখিলাম তারে ॥
বিরূপ দেখিয়া তার, হতেছি বিস্ময়।
কিরূপ আমার ভাব, প্রকাশ না হয় ॥
প্রজ্বলিত খরতর, চিন্তা হুতাশন।
বেষ্টিত হইয়া তায়, দগ্ধ হয় মন ॥
নিশ্বাসের সমীরণে, উড়ে তার ছাই।
নিশ্বাসের নাহি আর, বিশ্বাসের ঠাঁই ॥
ভুলাতে আমার মন, কত ছাঁদ ছাঁদে।
আমার সরল ভাব, পড়িলাম ফাঁদে ॥
ফাঁদে ফেলে তার মন, নহে অনুগত।
ফাঁদাইল, ছাঁদাইল, কাঁদাইল কত ॥
যেরূপ আমায় বলে, আমার আমার।
এরূপ "আমার", আর, কত আছে তার ॥
কিরূপ আমার আমি, করিব প্রমাণ।
শতেক "আমার", তার, আমার সমান ॥
আমার বলিয়া তারে, তবে হতো বোধ।
যদ্যপি করিত মম, ঋণ পরিশোধ ॥
প্রকাশ্যে আমার ভাবে, রেখে অনুরাগ।
গোপনে দিয়াছে কত, প্রণয়ের ভাগ ॥
মনের বাজারে তার, কত রূপ ঠাট।
ভাগে ভাগে ভাগ দিয়া, বসায়েছে হাট ॥
আগে যদি এইরূপ, অনুভব হবে।
হাটের ঠাটের প্রেম, কেন করি তবে ॥
পরীক্ষা না করে তারে, সঁপিলাম মন।
কপালের দোষে হলো, দুখের ঘটন ॥
আমার মনের টান, সে কেবল রোগ।
ভাগের ভোগের বস্তু, কার হয় ভোগ ॥
আমার ভোগের ভোগ, কেন হবে সেই।
ভোগ হয়, ভোগ তার, ভাগ্যধর যেই ॥
সবে মাত্র দুটী চক্ষু, সম্ভাবিত তার।
কত দিকে দৃষ্টি তায়, বুঝে উঠা ভার ॥

—•—

অভাব হইল ভাব, কাল সহকারে।
ভাবের ভাবক কই, ভাব কই কারে ॥
সে যদি আমার ভাবে, না হইল ভাবী।
তবে কেন তার ভাবে, বৃথা আমি ভাবি ॥
চিরদিন সমভাবে, ভাবের প্রভাব।
বুঝিতে না পারি তার, কেমন স্বভাব ॥
কত বলে, কত ছন্দে, কত ছলে ছলে।
প্রেমপক্ষে দ্বেষ করি, দেশছেড়ে চলে ॥
হেসে হেসে কাছে এসে, কথা কয় কত।
অথচ আমার ভাবে, কভু নহে রত ॥
লোকে বলে, ভালবাসি, ভালবাসে তাই।
ভালবাসা বটে কিন্তু, ভালবাসা নাই ॥
আশাপথে থাকি আমি, নিজ ভাব বশে।
আশার ভাসায় সদা, নিরাশার জলে ॥
অপরের প্রতি প্রীতি, প্রতি বাক্যে ভুর।
গোপনে রোপণ করে, প্রেমের অঙ্কুর ॥
প্রকট কপট সেই, তার বাক্যে ভুলে।
এত কাল মরিলাম, আশা-কূপে উলে ॥
অভিমান মানসহ, নাহি পায় ঠাঁই।
বুঝে না অবোধ মন, কথা কই তাই ॥
এবার হইলে দেখা, কথা নাহি কব।
রাখিয়া মানের মান, মুখ ঢেকে রব ॥
যদি সে রসিক হয়, থাকে রসবোধ।
অবশ্য করিবে তবে, ঋণ পরিশোধ ॥
সরল হইবে মন, নিজ অনুরাগে।
সাধিয়া প্রণয়সাধে, কথা কবে আগে ॥
শুনিলে মধুর ভাষা, আশা পাবে সুখ।
ভালবাসা ভালবেসে, দূর হবে দুখ ॥

বসন্তে বিরহীর ভাব।

দুরন্ত বসন্ত যেন, নিতান্ত কৃতান্ত।
আইলেন বিরহীর, করিতে প্রাণান্ত ॥
কুহু কুহু কাকলিতে, কোকিল কুহরে।
শিহরে কোকিলাকুল, কোকিলের স্বরে ॥
সে রবে কে রবে আর, সুস্থির অন্তরে।
স্মর শরে প্রাণ সরে, প্রাণেশ্বরে স্মরে ॥
কামিনী কুসুম ফুল, বিকশিত হয়।
কামিনী কেমনে বল, বল ধরে রয় ॥
নহে কেহ অনুকূল, সবে প্রতিকূল।
কেমনে রাখিবে আর, কুলবালা কুল ॥
ব্যাকুলা আকুলা বালা, গেল বুঝি কুল।
অকূল বিরহার্ণবে, ব্যাকুল স্ত্রীকুল ॥
প্রতিকূল বালা প্রতি, ফুল প্রতিকূল।
বকুল মল্লিকা জাতি, কুসুমের কুল ॥
ফুল্ল ফুল হেরি অলি, প্রফুল্লিত প্রাণ।
সুখভরে মধুকরে, মধু করে পান ॥
বিরহী ব্যথিত করে, গুন গুন স্বর।
গুন গুনে মনাগুন, দ্বিগুন প্রখর ॥
মলয় প্রলয় করে, হরে লয় প্রাণে।
সে মলয় বিরহীর বুকে, শেল হানে ॥
যামিনী কামিনীকুল, করিছে ব্যাকুল।
সংযোগিনী সুখী, মরে বিয়োগিনী কুল ॥
গগনে সঘনে তারা, অক্ষিপাত করে।
দেখে পূর্ণ শশধর, লোকে শশধরে ॥
বলনা ললনা কিসে, রয় বল ধরে।
ভেসে যায় নেত্রজলে, জ্বলে সে অন্তরে ॥
যদি বালা ফুলমালা, কখন গাঁথয়।
বিষধর সম মালা, বিষধর হয় ॥

এই মত তার প্রতি, কিছু ভাল নয়।
ভালই নহেক ভাল, কিসে ভাল হয়?
বসন্ত অশক্ত অতি বধিলে পরাণে।
বসন্ত যাইবে কবে, তারা ভাবে মনে॥

মহারাজা দলিপ সিংহের দুরবস্থা।

পর্ব্বত কাঁপিত আগে, যাহার প্রতাপে।
এখন তাহারে দেখে, তৃণ নাহি কাঁপে॥
সিংহাসনে সিংহ সম, যে করিত বাস।
এখন শৃগাল তারে, করে উপহাস॥
গণেশের মুখ করি, হরি হেরি হাসে।
শিবসুত মুণ্ড বলি, হরি মরে ত্রাসে॥
হর শিরোভূষা বলি, অহঙ্কারে নাগ।
খগরাজ নিরখিয়া প্রকাশয়ে রাগ॥
বরষায় মহী ছাড়া, অহি জলে ভাসে।
দেখে ভেক কত ভেকে, হাসে উপহাসে॥
স্থান দোষে পারিন্দ্রের, পাতালে পয়ান।
স্থানগুণে শুনী হয়, সিংহের সমান॥
তবেই আদর তার, যদি থাকে স্থানে।
স্থান ছাড়া হলে পর, কেহ নাহি মানে॥
সম্পদ বিপদবন্ধ, অদৃষ্টের জালে।
সুখ, দুখ, মানামান, স্থানে আর কালে॥
অযোধ্যার পতি রাম, নিজধাম ছাড়ি।
বন্ধুবোলে ঢুকিলেন, চাঁড়ালের বাড়ি॥
ত্রিলোকের পতি হয়ে, স্ত্রীলোকের তরে।
যাচিয়া দিলেন কোল, বনের বানরে॥
দৈত্য-দর্পহারী হরি, প্রভু ভগবান।
ব্যাধের বাণের ঘায়, ত্যজিলেন প্রাণ॥
দ্বারিকায় শ্রীকৃষ্ণের, লীলা সম্বরণে।
যদুকুলবধূ হরে, ক্ষুদ্র গোপগণে॥
খাণ্ডব দাহনকারী, তৃতীয় পাণ্ডব।
সে সব দেখিয়া যেন, হইলেন শব॥
শক্তিহীন ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় মনে।
ধনঞ্জয় মন্ত্র আর, নাহি খাটে রণে॥
কুরুপতি দুর্য্যোধন, ধরা পরিহরি।
শক্রভয়ে লুকালেন, জলবাস করি॥
জলাশয়ে জ্ঞাতির কুকথা নাহি সয়ে।
মরিলেন কুরুরাজ, উরুভঙ্গ হয়ে॥
সুখ দুখ দুই ঘটে, ভাগ্যের আধারে।
কালের কুটিলগতি, কে বুঝিতে পারে॥
কহিতে দারুন কথা, মর্ম্ম হয় ভেদ।
হায় হায় কারে আর, প্রকাশিব খেদ॥
প্রকাণ্ড পাঞ্জব রাজ্য, অধিকার যার।
সিংহাসনে সিংহ সম করিত বিহার॥
এখন সম্পদ সুখ, কিছু নাহি আর।
হইয়াছে কারাগার, বাসস্থান তার॥
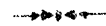
ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম বিষয়ক পদ্য।

বীররসে বিভাসে, জুড়িয়া জোর তান।
ছাড়িতেছে সেনা সব, রণজয়ী গান॥
হইল বিবাদ বৃদ্ধি, বড় বলবান।
না হয় নির্ব্বান আর, না হয় নির্ব্বাণ॥
কত দূর ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ।
করুন ধরণী সুখে, নররক্ত পান॥
এক গাড়ে গাড়িতে, মগের বাচ্ছা জান।
শ্বেত সেনাপতি যত, জলযানে যান॥

কলে চলে জলে তরি, ধূম্রযোগে টান।
এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান॥
হোয়েছেন কমডোর সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ॥
জলে স্থলে, আগে তিনি, হলে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের, বগ্‌মারা বাণ॥
লাফে লাফে বীরদাপে, শব্দ আন্ সান্।
পাতালেতে বাসকীর, দেহ কম্পবান॥
রেঙ্গুনের গবানর, হবে হতমান।
আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বঁদিয়ান॥
হোরা দিয়া গোরা সব, খেতে দিবে ধান।
অথবা করিবে তার, দেহ খান খান॥
কি করে আবার রাজা, যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান॥
ইংরাজ সহিত রণে, পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান॥
ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুলমান॥
শোভা পেতো হোলেপরে, সমান সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা, তৃণের প্রমান?
বন্দীরূপে রবে কিন্তু, যাবেনাকো প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান॥
সেখানে খ্রীষ্টান হোয়ে, ঢেঁকির প্রধান।
মেকির নিকটে লবে, ধর্ম্মের বিধান॥
ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে, করিবেন ত্রাণ॥

অনল উঠিল জ্বোলে, কে করে নির্ব্বাণ।
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্ব্বাণ॥
ব্রিটিস নিকটে তথা, মগের প্রতাপ।
জ্বলন্ত আগুনে যথা, পতঙ্গের ঝাঁপ॥
ফনি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর।
ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর॥
হোতে চায় করি সম, স্বরূপ শূকর।
তুরগের খরগতি, ইচ্ছা করে খর॥
দেখিয়া রবির ছবি, নাচিছে জোনাকী।
বকের বাসনা বড়, বধিতে বাসকী॥
শূনীসুত মিছে কেন, করিছে আক্রম।
হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম?
ভীরু ফেরু রব করি, জয় করে হরি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি॥
ইংরাজে করিবে দূর, কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন, "বগা বাঙ্গালের লগে"॥
ধোরে খাক্ পাখা ভাঙ্গা, মাচ্ রাঙ্গা খগে।
বাঁধুক আবার অজা, দোক্তাচূণ রগে॥
রাঙ্গামুখা দল যদি, বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালামুখ, আরো হবে কালো॥

সন্ধিজলে রণানল, করিয়া নির্ব্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান॥
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোশ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ॥
নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যায় রাখা।
মরনের হেতু উঠে, পিঁপীড়ার পাখা॥
দ্বিজরাজে দর্প করে, হইয়া সালীক।
অবোধ বগের প্রভু, মগের মালিক॥
সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু, মানব আকার॥

সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায়।
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, বুঝা অতি দায়॥
শ্রীরাম কাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, "থামিয়া থামিয়া॥
ইরেস্তা বুকুলি ভুলু, কামিয়া কামিয়া।"
নাচে আর গান গায়, থামিয়া থামিয়া॥
কর্ম্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি, বুঝিলাম ভাবে॥

জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জ্বালাবে।
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন ঢলাবে॥
শ্বেতবীর, বাসকির, উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর, হয়ে চুর, রসাতলে তলাবে॥
কোপে কোপে, তোপে তোপে, গিরিদেশ হেলাবে।
জলে স্থলে, শত্রুদলে, কাটি চেলা চেলাবে॥
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে দুই হাতে ঠেলাবে।
ডাক্‌ছাড়ি তুলে আড়ি, গোঁপদাড়ি ফেলাবে॥
কোরে রাগ, ধোরে তাগ, বাঁকা ডগ্ লেলাবে
ডুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেলা খেলাবে॥
হত দিশে, বুঝে নিশে, কাণে সিসে ঢালাবে
মগাই পগাই স্বোণা, কামানেতে গালাবে॥
সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, জোরে ধনি জ্বালাবে।
বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে॥
যত গোরা, মেরে হোরা, ভালঝাল ঝালাবে।
আবাপতি, হাবা ভূপ, বাবা বোলে পালাবে॥

পরমার্থ তত্ত্ব।

ত্রিপদী।

অনিত্য ভৌতিক দেহ, চিরস্থিতি নহে কেহ,
ক্ষণকাল দৃশ্য শোভা বটে।
জন্মনিশা হয় ভোর, শমন করিয়া জোর,
ধরিয়াছে জীবনের জটে॥
কাননে কুসুম ফুটে, চারিদিকে গন্ধ ছুটে,
শোভায় আমোদ করে কত।
কিছু পরে সেপ্রকার, সৌরভ না থাকে আর,
একেবারে সব হয় গত॥
যৌবন কুসুম সম, ক্রমে ক্রমে যায় ক্রম,
পরাক্রম কিছু নাহি রবে।
স্থূলদেহে স্থূল পঞ্চ, ঘুচিবে তাদের তঞ্চ,
ক্রমে সূক্ষ্ম, আরো সূক্ষ্ম হবে॥
সংসার যাহার কীর্ত্তি, রচনা করিয়া পৃথ্বী,
সৃজন করিল নানা প্রাণি।
অন্য সব মিছা আর, এক সত্য সেই সার,
মনে মনে তাঁরে শুদ্ধ মানি॥
প্রনয়ের সহোদর, বিশ্বাস বান্ধববর,
সেই যেন রহে রাত্রি দিবা।
আকার প্রকারতার, থাকেথাকে যে প্রকার,
প্রকাশের প্রয়োজন কিবা॥
সরল স্বভাবে থাক, প্রণয়েরে হৃদে রাখ,
দ্বেষহিংসা ক্রোধ পরিহর।
হিতকার্য্যে হোয়ে রত, অবিরত সাধ্য মত,
জগতের উপকার কর॥
কর সদা যত কর্ম্ম, দান দয়া মূল ধর্ম্ম,
পেলে মর্ম্ম শর্ম্ম ফল ফলে।

শুভকার্য্য যেই করে, সংসার আঁধার ঘরে,
প্রশংসা প্রদীপ তার জ্বলে ॥
অভিমান অহঙ্কার, ধনজন পরিবার,
ফক্কিকার বিষয়ের ঝুলি।
রবে শুদ্ধ রবে রব, শেষেতে বিফল সব,
সার মাত্র হরিবোল বুলি ॥

কেন মন কি কারণ, এত নিদ্রা তোর!
মোহমদে এত মত্ত, নাহি ভাঙে ঘোর ॥
উঠ উঠ চেয়ে দেখ, নিশি হয় ভোর।
প্রভাত হইলে পরে, পলাইবে চোর ॥
নয়ন মুদিয়ে আছ, কিসে হবে জোর।
দেখিতে না পাও কিছু, মুখে মিছে শোর ॥
এই আছে এই নাই, এইত শরীর।
কখন্ বিনাশ হবে, কিছু নাহি স্থির ॥
দিন যত গত তত, গণিতেছ দিন।
অথচ জাননা তুমি, দিনের অধীন ॥
নিশ্বাস বায়ুর সহ, আয়ু হয় শেষ।
কৃতান্ত নিতান্ত তব, ধরিয়াছে কেশ ॥
স্থিরভাবে একবার, কররে স্মরণ।
আসিছে বিকট কাল, নিকট মরণ ॥
কলে চলে কলেবর, সূক্ষ্ম তার কল।
সে কল বিকল হলে, বিফল সকল ॥
পাঁচের বিকার হেতু, আকার স্বীকার।
এই আমি এই আছি, এই নাই আর ॥
যতদিন থাকে দেহ, ততদিন ভাল।
মানস মন্দির মাঝে, জ্ঞানদীপ জ্বাল ॥
পেয়েছ পবিত্র দেহ, শর্ম্মলাভ তাহে।
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম কর, ধর্ম্ম রহে যাহে ॥
বিশ্বমাঝে দৃশ্য যত, নহে বিশ্বমূল।
সে সব যে কিছু দেখ, নয়নের ভুল ॥
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, চিদানন্দ যিনি।
স্থল, জল, প্রস্তর, অটবী নন্ তিনি ॥
অন্ধ হোয়ে অন্ধকারে, কোথা তারে পাবে।
নিজ দেশে দ্বেষ করি, কোন্ দেশে যাবে ॥
ঘরে আছে মহারত্ন, দেখিতে না পাও।
কাঁচহেতু যত্ন করি, দূরদেশে যাও ॥
একি ভ্রম, কেন ভ্রম, বৃন্দাবন কাশী।
নিত্য সেই, নিত্য বিত্ত, চিত্ততীর্থ বাসী ॥
রোয়েছে সকল বস্তু, মনের আগারে।
ভক্তিভরে জ্ঞানপুষ্পে, পূজা কর তাঁরে ॥
ভাবের ভবনে বসি, ভব ভাব লও।
মিছে কেন ভব ঘুরে, ভবঘুরে হও ॥
সকলি অসার, আর সকলি অসার।
আত্মতীর্থ মহাতীর্থ, সকলের সার ॥
আপনি হে আপনার, পরিচয় লও।
আত্মার আত্মীয় হোয়ে, আত্মতীর্থে রও ॥
অনুরাগে, একরাগে, বিভুগুণ গাও।
দূর হবে ভবক্ষুধা, জ্ঞানসুধা খাও ॥

সার উপদেশ।

হায় হায় কি আশ্চর্য্য, মনুষ্যের মন।
কিছুই নিশ্চিত নাই, কখন কেমন ॥
দৃঢ়জ্ঞানে এক বস্তু নাহিভাবে সার।
এই ভাবে একরূপ, ক্ষণে ভাবে আর ॥
সুখে মুগ্ধ হোয়ে করে, অধর্ম্ম স্বীকার।
বিশ্বাসের প্রতি শেষ, বিশেষ বিকার ॥

তত্ত্বনিষ্ঠ দৃঢ়জ্ঞানী, যেজন সুধীর।
একমনে এক বস্তু, সেই ভাবে স্থির॥
ভ্রমশীল অজ্ঞানের, দুখ নানা রূপে।
দগ্ধ করি নিজ গৃহ, বাসকরে কূপে॥
স্বীয় পথ রুদ্ধ করি, মিথ্যা উপদেশে।
কলুষ কন্টকে পড়ি, খঞ্জ হয় শেষে॥
অবোধ কুরঙ্গ কুল, নিজ নিজ ভ্রমে।
সূর্য্যকর জলবোধে, নানাস্থান ভ্রমে॥
ভ্রমে শ্রমে প্রাণ যায়, পিপাসার দায়।
সর্ব্বব্যাপী প্রভাকর, দোষী নন তায়॥
আহারের লোভহেতু, ক্ষীণ মীন রাশি।
লোহার কন্টক কলে, বিদ্ধ হয় আসি॥
সুখ লোভে সেরূপ, অবোধ লোক যত।
পাপের কন্টকে পোড়ে, আয়ু করে হত॥
পরম প্রণিত পথে, কিছু নাহি খেদ।
জাতি বর্ণ ধর্ম্ম কর্ম্ম, প্রভেদ প্রভেদ॥
ধর্ম্ম ভেদে মনুষ্যের, ভিন্ন ভিন্ন ভেক।
উদ্ধারের কর্ত্তা সেই, সারমাত্র এক॥
ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি।
ভবসিন্ধু পার হেতু, নিজ ধর্ম্মতরি॥
স্বীয় পথ পরিহরি, পরপথে ধায়।
চরমে পরম বস্তু, কভু নাহি পায়॥
মূলবর্ত্ম ছেড়ে জীব, ভুলপথ ধরে।
জলে থেকে মীন যথা, পিপাসায় মরে॥
লোভে ক্ষোভে বুদ্ধি হত, অলি অলিবঁধু।
নলিনী ব্যতীত নাহি, কাষ্ঠ হয় মধু॥
স্বকণ্ঠে অমূল্যহার, দেখিতে না পায়।
কাঁচভুষা অন্বেষণে, দূরদেশে যায়॥
তৃষ্ণায় যদ্যপি যায়, চাতকের প্রাণ।
তথাচ মহীর নীর, নাহি করে পান॥
চকোরের যদি হয়, অতিশয় ক্ষুধা।
চিত্তসুখে খায় শুধু, চারুচন্দ্র সুধা॥
স্বভাব সুসিদ্ধ যার, তার এক ভাব।
স্বভাবে সন্তুষ্ট মন, সারবস্তুলাভ॥
অগ্নির দাহিকাশক্তি, অগ্নি মধ্যে রাখে।
সলিলের স্নিগ্ধগুন, সলিলেই থাকে॥
বাতাসের গুন যাহা, বাতাসেই স্থিতি।
ক্ষিতির ধারন শক্তি, ধরে সেই ক্ষিতি॥
ফলের সুস্বাদ যাহা, ফল মধ্যে হয়।
কুসুমের গন্ধগুন, কুসুমেই রয়॥
আকাশের গুন কিছু, বাতাসেতে নহে।
নিজ নিজ কর্ম্মগুন, নিজধর্ম্মে রহে॥

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

পদ্য।

প্রণয় সুখের সার, প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ, প্রেমিকের ধন॥
আছে বটে অমৃত, অমরাবতী পুরে।
প্রেমোদিত করে যাহে, যত সব সুরে॥
উথলয় সুখসিন্ধু, পানে এক বিন্দু।
যার আসে গ্রাসে রাহু, পূর্ণিমার ইন্দু॥
সে ক্ষুধার সুধা মাত্র, নহি একক্ষন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥ ১

অশূরের প্রিয় পেয়, সুরারস মাত্র।
রসনা সরস গাত্র, পরশিলে পাত্র॥
যার লাগি হলো ধ্বংস যদুবংশগণ।
স্বভাবে অভাব সদা, রেবতী রমন॥

অদ্যাবধি মদ্যমাত্র, পানীয় প্রধান।
বিদ্যাজন খাদ্য মাঝে, সদ্য বিদ্যমান॥
এমন মধুরা সুরা, নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥ ২

অমল কমল সম, কবিতার শোভা।
ভাবকের মন তাহে, মত্ত মধুলোভা॥
দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা, ভাবকের মন।
কবিতার তৃপ্ত তথা, হয় সর্ব্বজন॥
যাহায় প্রসাদে পরিহৃত, পুত্রশোক।
পুলক আলোক পায়, ভাগ্যহীন লোক॥
হেন কবিতার শক্তি, নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥ ৩

গলকুণ্ড দেশে আছে, হীরক আকর।
রজত কাঞ্চনময়, সুমেরু শেখর॥
নানা রত্ন পরিপূর্ণ, রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মুল্যযুক্তা, নহেক সিংহলে॥
কুবের লইয়া যদি এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে, হইয়া সদয়॥
ক্ষেপণ করিব দূরে, প্রহারি চরণ।
যদিপাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥ ৪

তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদি, সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
পুন পুন এই বাক্যে, কহে যত মুনি॥
ইহধরা দুখভরা, অসার সংসার।
নহেক তিলেক সুখ, সুধার সঞ্চার॥
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম, এইস্থলে ঘটে।
নতুবা অযুক্তি হেন, কি কারণ রটে॥
দেখাইব কত সুখ, এ তিন ভুবন।
যদিপাই প্রণয়ের, প্রথম চুম্বন॥ ৫

নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীত শ্রুতি, করয়ে শ্রবণ॥
হৃদয়ে আনন্দে প্রভা, হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ, প্রাপ্ত হয় মন॥
রসনায় রসবারি, খর স্রোতে বয়।
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ, ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয়॥
এইরূপ স্বর্গভোগ, লভি সর্ব্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের, প্রথম চুনম্ব॥ ৬

রতির প্রতি বিরহিণীর উক্তি।

ওগো পঞ্চশর দারা, ভুবনমোহিনি!
হাবভাব লাবণ্য সম্পন্না, বিনোদিনি॥
তব পতি নিদারুণ, আগুন সমান।
সতত দহন করে, রমণীর প্রাণ॥
তুমিত অবলা বট, সরলা প্রকৃতি।
পতিরে সরল কর, তবে মানি কৃতি॥
অধিনী প্রেমদা তব, তব জাতি হই।
তব পদ দাসী আমি, অন্য কেহ নই॥
কাতরে করুণা কর, কামের কামিনী।
অনঙ্গ দহিছে অঙ্গ, দিবস যামিনী॥
এমন হিতের কার্য্যে, যদি থাকে রতি।
তবে মানি ওগো সতি! নাম তব রতি॥
পর উপকারে যদি, বিরতি তোমার।
কিরূপে হইবে তবে, যুবতি প্রচার॥

বিরহ কেমন জ্বালা, জান ত সে সব।
ভব কোপানলে ভস্ম, হলে মনোভব ॥
চেয়েছিলে ভেজিবারে, জীবন জীবনে।
শারদার প্রবোধে প্রবোধ পেলে মনে ॥
কুলের কামিনী আমি, কোথা সে প্রবোধ।
শারদা কিরূপ তাহা, নাহি মাত্র বোধ ॥
একবার শুনেছিলে, মম নিবেদন।
প্রিয়তম সহ যবে, প্রেম সঙ্ঘটন ॥
সমাদর পেয়েছিলে, তাহার উচিত।
এবে কেন গালি খেতে, এতেক সম্প্রীত ॥
দুখের সাগরে ভাসে, কলেবর তরি।
বিরহ বাতাসে তাহে, উপজে লহরি ॥
তীরে বসে তব কান্ত: মারিতেছে তীর।
ছিদ্রময় হলো তাহে, তরণি শরীর ॥
তরল তরঙ্গ দেখে, মন কর্ণধার।
হাল ছেড়ে ঘোর দুখে,করে হাহাকার ॥
চারিদিকে শূন্য দেখি, হয়েছে কাতর।
নিরাশ হইয়া ভয়ে, কাঁপে থর থর ॥
প্রতিক্ষণ এই মাত্র, করে প্রতীক্ষণ।
কতক্ষণে দেহতরি, হবে নিমজ্জন ॥

ঝম্পকচ্ছন্দঃ।

সুখের সাগরে, মিলন দ্বীপ।
মম প্রাণেশ্বর, তার অধিপ ॥
দেহ তরি মন, নাবিক তার।
বেচিবে তাহারে, প্রেম ভাণ্ডার ॥
অতএব দেবি, করুনা কর।
ভয়াল বিরহ, দুখ সাগর ॥
একি বিপরীত, কুসম কালে।
হৃদয় ঘেরেছে, জলদ জালে ॥
মাঝে মাঝে উঠে, বিজলি আশা।
নিনাদ বিলাপ, কপাল ভাষা ॥
তরঙ্গ বয়সে, তরঙ্গে মরি।
প্রতিকুল তাহে, মহেশ অরি ॥
মনোজমোহিনী, শুন গো সতি।
নিবার তোমার, পতির মতি ॥
অবলা সরলা, কুলের বালা।
কি রূপে সহিব, এতেক জ্বালা ॥
দনুজ দলন, তনুজ যিনি।
মনুজ তাড়ন, করেন তিনি ॥
তাইবলি তারে, করো বিনয়
কামিনীবধিলে, যশ না হয় ॥
বরদা হও গো, অধিনী জনে।
বিতর আমায়, মিলন ধনে ॥

প্রণয়।

প্রিয়জন অন্বেষণে, চল যাই মন।
বিরহ অনলে কেন, হতেছ দাহন ॥
এ অনল পরশেতে,নাহি বাঁচে কেহ।
ক্রমে ক্রমে প্রেমিকের, দগ্ধ হয় দেহ ॥
নিরন্তর অন্তর, দহিছে তার দুখে।
তথাচ গোপনে রাখি কথা নাই মুখে ॥
মনে কি নির্ব্বাণ হয়, মনের আগুন।
প্রকাশ করিলে পুন, বাড়য়ে দ্বিগুন ॥
অরসিক অপ্রেমিক, শত্রু লোক যারা।
সে আগুনে উপহাস ঘৃত, দেয় তারা ॥

আহুতি পাইয়া অগ্নিশিখা উঠে উড়ে।
কোথায় থাকিবে আশা, বাসা যায় পুড়ে॥
তখনি নিভিবে সব, ভালবাসা পেলে।
ভালবাসা কোথা রবে, ভালবাসা গেলে॥
বাড়িল বিষম বহ্নি, চিন্তার অনীলে।
শীতল হইবে তার, সাক্ষাৎ সলিলে॥
পোড়ায় পোড়ায় ঘর, গোড়া তার নাই।
আমারে করিছে ছাই, নিজে হয়ে ছাই॥
তখন দেখিব তারে, সখা সঙ্গি হয়ে।
পোড়ায় পোড়াব শেষ, পোড়া ঘর লয়ে॥
সে যদি আমার মত, হয়ে থাকে পোড়া।
দুই পোড়া এক হয়ে, পোড়াইব পোড়া॥
আলোকে পুলক পাব, রহিবে না ভয়।
অনঙ্গ পোড়াবে অঙ্গ, পতঙ্গের সম॥
বচনে পোড়ায় সদা, পোড়ালোক যারা।
মনের আগুনে তারা, পুড়ে হবে সারা॥
হিংসার বাতাসে অগ্নি, হইবে প্রবল।
নাহি পাবে পুন, আর নির্ব্বানের জল॥
সাহস সহায় করি, আশা পথে চল।
পুরিবে আশার আশা, তারে এই বল॥
নিরাশারে যেতে বল, খেদ সিন্ধুতটে।
অনুরাগযুক্ত থাক্, মনের নিকটে॥
ভাব চিন্তা অভিপ্রায়, সঙ্গে সঙ্গে লহ।
তারা যেন ঐক্য থাকে, প্রণয়ের সহ॥
একতায় যদি তায়, ঐক্য নাহি হয়।
ধৈর্য্যতার রজ্জু দিয়া, বধ সমুদয়॥
প্রবোধে প্রযত্নে ডাকি, চাল মনোরথ।
সেথো হয়ে দেখাবে সে, মিলনের পথ॥
অভাব না হয় ভাবে, ভাব রাখ বশে।
উভয়ে শীতল হন, প্রণয়ের রসে॥

প্রণয়।

ত্রিপদী।

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম অনুরাগি,
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে পেয়েছি তার দেখা॥
নটবর নবরঙ্গি, মনোহর ভাবভঙ্গি,
সঙ্গে তার সঙ্গি নাই কেহ।
স্বভাবে স্বভাব বশে, যশযুক্ত নিজ যশে,
স্নেহ রসে পরিপূর্ণ দেহ॥
ভাবের করিয়া সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে।
বিম্বাধরে সুধাক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে।
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জ্বর জ্বর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে॥
মনে মনে এই চাই, কোন খানে নাহি যাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে।
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে।
থেকে২ আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধ ফোটা পদ্ম ফুল,
পবন হিল্লোলে যেন দোলে॥
তুলনা তুলনা তার, তুলনা কি আছে আর,
সেরূপের নাহি অনুরূপ।

হাস্যভরা আস্যখানি, গলিত অমৃত বাণী,
ললিত লাবণ্য অপরূপ ॥
কলেবর কমনীয়, নহে কাম গমনীয়,
রতির সে রমনীয় নয়।
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে সন্তার প্রিয়,
প্রিয় হেরে ম্রিয়মান রয় ॥
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উভয়ের আশা।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা ॥
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে।
বিপক্ষেরে দুষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষিয়াছে,
ডুবিয়াছে সন্তোষেরে সুখে ॥
আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে স্নেহ রস নিয়া।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম ডুরি দিয়া ॥
দেখিয়াছি যত ক্ষণ, কত সুখ তত ক্ষণ,
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে।
এখন নাহিকো দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে ॥
আমারে বিনয় করি, দুটী হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যায় চোলে।
রাহু তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশি গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বোলে ॥
হাসি হাসি আসি বলে, শুনে ভাসি আঁখিজলে
এসো এসো কোন্ মুখে বলি।
নিষেধ করিব উঠে; দেখে নাহি মুখ ফুটে,
মনের আগুনে শুদ্ধ জ্বলি ॥

তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আমি আমি কব আর কারে।
সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে ॥
সে দিন পাইব কবে, করে বা মঙ্গল হবে,
অমঙ্গল কপালে আমার।
উদ্দেশে ঔদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে,
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাই ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি।
স্থির নহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত পাত্র,
গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি ॥
সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি।
এবার পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা,
রেখাদিয়া একা কোরে রাখি ॥

প্রণয়ের আশা।

কত আর রব তার, আসা আশা লোয়ে।
দিন দিন তনু ক্ষীণ, প্রেমাধীন হোয়ে ॥
সদা যার স্নেহভার, শিরে মরি বোয়ে।
আমারে কি ভুলাবে সে, মিছে কথা কোয়ে ॥
একাকী রোদন করি, এক স্থানে রোয়ে।
বিরহ যাতনা আর, কত রব সোয়ে ॥
বুঝি তার আশাপথে, পরিপূর্ণ সুখ।
কখনো জানে না মনে, নিরাশার দুখ ॥
এমন না হলে পরে, দেখা দিত ফিরে।
আমারে ভাসাবে কেন, নিরাশার নীরে ॥

প্রণয়ের লক্ষ্যে সেই, করে যার আশা।
সে বুঝি দিয়াছে তারে, হৃদয়েতে বাসা॥
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে, রাখিয়াছে বেঁধে।
আমার ভাবিয়া আমি, বৃথা মরি কেঁদে॥
বুঝেনা অবোধ মন, প্রবোধ না মানে।
আমার বলিয়া তারে, নিতান্ত সে জানে॥
সবে তার এক মন, এক ঠাঁই বাঁধা।
ভ্রমেতে আমার মনে, লাগিয়াছে ধাঁধা॥
হোক্ হোক্ তার হোক্, সুখী আমি তাতে।
আমারে ফেলিল কেন, নিরাশার হাতে॥
যদি না আসিবে সেই, বাঁধাপ্রেম ছেড়ে।
ছলেতে আমার মন, কেন নিলে কেড়ে॥
যখন বিরলে সেই, বোসে রবে একা।
এই কথা বোলো তারে, হলে পরে দেখা॥
বিধিমতে তোমার, মঙ্গল যেন হয়।
মঙ্গল তোমার পক্ষে, এ পক্ষেতো নয়॥
ইঙ্গিতে বলিবে সব, যে সুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাড়ামন, ফিরে পেলে বাঁচি॥
বুঝায়ে বলিও তারে, অতি ধীরে ধীরে।
একবার দেখা দিয়ে, মন দেয় ফিরে॥

প্রণয়।

বিচ্ছেদের পর মিলন ঘটিত—
কথোপকথন।

"ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা প্রাণ, ছুঁয়োনা আমায়।
কয়োনা কয়োনা কথা, হাত দিয়া গায়॥
জ্বর জ্বর কলেবর, প্রণয়ের দায়।
প্রবল বিচ্ছেদ তব, অনলের প্রায়॥
তৃণ সম তনু মম, পুড়িতেছে তায়।
অন্তরে জ্বলিছে শিখা, দেখা নাহি যায়॥
তোমার বিমল রূপ, সুকোমল কায়।
তাপিত হইবে তনু, পরশিলে তায়॥
সুখের মিলন বারি, সদা মন চায়।
শীতল হইবে তাহে, এই অভিপ্রায়॥
কি জানি কপাল দোষে, নাহি হয় হিত।
ভয় আছে ঘটে পাছে, হিতে বিপরীত॥
না হলো না হলো মম, অনল নির্ব্বাণ।
তোমারে শীতল দেখে, জুড়াইব প্রাণ॥
খেদানলে মম মন, দগ্ধ হয় দুখে।
তবু ভাল ভাল প্রাণ, তুমি থাক সুখে॥
আমার বিশেষ ভাব, হইল প্রকাশ।
বুঝিতে না পারি প্রাণ, তোমার আভাস॥
যে প্রকার তোমার, বিরহে প্রাণ দহে।
সেরূপ কি তুমি প্রাণ, আমার বিরহে॥
তুমি হে আমার মত, যদি প্রাণ হবে।
নিদর্শন কেন তার, দেখালে না তবে॥ ?"
"আমার নিকটে সদা, আসিয়া আসিয়া।
কহিতেছ কত কথা, হাসিয়া হাসিয়া॥
দেখিয়া তোমার হাসি, ভাসি আমি দুখে।
নিরব হয়েছি প্রাণ, কথা নাই মুখে॥
যদি হে তাপিত নহ, বিরহের বিষে।
আমার সমান প্রাণ, তবে হবে কিসে?
আমার বিরস ভাব, করি নিরীক্ষণ।
সরস হইল কেন, তোমার বদন॥
আমার নয়ন দুটী, সদা ছল ছল।
তথাচ করিছ তুমি, নয়নের ছল॥
নয়নে নয়ন দৃষ্টি, রাখিয়াছি বেঁধে।
থেকে থেকে তবু দেখে, প্রাণ উঠে কেঁদে॥

বুঝিতে না পারি ভাব,এ ভাব কেমন।
আমার এ মন কেন, হইল এমন?
বলনা বিশেষ কথা, অভিলাষ মত।
কত বাঁধে বাঁধাইবে, কাঁদাইবে কত॥
তোমার প্রেমের ফাঁদ, ফাঁদিতে ফাঁদিতে।
কত কাল যাবে আর, কাঁদিতে কাঁদিতে॥
বরঞ্চ সে ভাল ছিল, না হইত দেখা।
বিরলে তোমার ভাবে, কাঁদিতাম একা॥
দেখা হয়ে যত দুখ, কি করিব বোলে।
দ্বিগুন আগুন পুন, উঠিয়াছে জ্বোলে॥
তোমার মনের কথা, বলিতে বলিতে।
দাহন হতেছে মন, জ্বলিতে জ্বলিতে॥
পরকীয় প্রেমমদে, টলিতে টলিতে।
এখনো করিছ ছল, ছলিতে ছলিতে॥
যাওমেনে থাক তুমি, নিজ অনুরাগে।
এখন আমায় আর ভাল নাহি লাগে॥
রাগের উদয় হয়, মনের বিরাগে।
বিছার কামড় তব, মিছার সোহাগে॥
সোহাগ তোমার প্রাণ, সোহাগা ত নয়।
গলিবে তাহাতে মম, সোণার হৃদয়॥
অতএব তোমার এ, সোহাগ বিফল।
গলিবে না চিরদিন, জ্বলিবে কেবল॥ ,,
" কি কথা কহিছ প্রাণ, সরল স্বভাবে।
পেয়েছি তোমার ভাব, তোমার অভাবে॥
তবে যে মুখের হাসি, সুখের সে নয়।
বুকের উপর দেখ, দুখের উদয়॥
পৃথিবী তৃষিতা ছিল, হয়ে অতি কৃশা।
নয়নের জলে তার, ভাঙ্গিয়াছি তৃষা॥
রজনী রয়েছে সাক্ষি, সহিত স্বপন।
যেরূপে যামিনী আমি, করেছি যাপন॥

বিশেষ সংবাদ পাবে, অতনুর কাছে।
কেমনে আমার তনু, তনু করিয়াছে॥
সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা কর, কুসুমের দলে।
আমার দারুণ দশা, তাহারা কি বলে॥
দেখিনি নয়ন মেলে, সুবাসের বাসা।
আঘ্রাণের ভয়ে সদা, ঢেকে রাখি নাসা॥
বিধুশ্কর মৃদুভাবে, কর বরিষণ।
কখন দেখিনি সেই চাঁদের কিরণ॥
দেখ হে সমান আছে, সুচারু চন্দন।
সৌরভের ভয়ে তারে, করিনে ঘর্ষণ॥
সংযোগী সন্তোষ হয়, কোকিলের গানে।
আমি হে বধীর হই, হাত দিয়া কাণে॥
মলয়ারে সুধাইলে, পাবে সব স্থির।
কেমন আমার পক্ষে, দক্ষিণ সমীর॥
সে যেমন প্রতিক্ষণ, পরাক্রম করে।
উড়াইয়া দিই তারে, নিশ্বাসের ভরে॥
আর কি হে আছে প্রাণ পরীক্ষার বাকী।
তোমারে প্রবোধ দিতে, সাক্ষি সব রাখি॥
তুমি কেন বৃথা ভ্রমে, ভাব ভিন্ন ভাব।
ভয় নাই হয় নাই, আমার স্বভাব॥
তবে যে প্রকাশ হাস, বদনেতে আছে।
দেখিয়া বিরস ভাব, লোকে বুঝে পাছে॥
উভয়ে যদ্যপি ফেলি, নয়নের জল।
প্রবোধ পাবে না তবে, দাঁড়াবার স্থল॥
ছল করি জল ঢাকি, হাসি রাখি মুখে।
অথচ অন্তর দহে, নিদারুণ দুখে॥
এখন সে ভাব নাই, হেরি তব মুখ।
সুখের উদয় মনে, পলাইল দুখ॥
তবু যে বিরস তুমি, পূর্ব্বভাব মত।
আমারে সরস দেখি, কহিতেছ কত॥

আমার সরস ভাব, এই অভিপ্রায়।
স্বভাবে স্বভাবে প্রাণ, আনিব তোমায়॥
"যে কথা কহিলে প্রাণ, সকলি প্রমান।
সত্য সত্য সত্য সব, বটে বটে প্রাণ॥
জানিয়া তোমার মন, আমার সমান।
মিছে কেন এত ক্ষণ, করিলাম মান॥
তুমি তাহা বলিয়াছ, আমি যাহা চাই।
তুমি আমি আমি তুমি ভিন্ন আর নাই॥
অতএব বিচ্ছেদেরে, কেন দিব ঠাঁই।
আগুনে আগুন দিয়া, আগুন নিভাই॥
মিলনের মেঘে বহে, সংযোগের জল।
এখনি শীতল হবে, প্রবল অনল॥
রুষ্ট কথা শুনে তুমি, তুষ্ট হও প্রাণ।
উষ্ণজলে করে যথা, অনল নির্ব্বাণ॥
উভয়ের মনে আর, কিছু নহে ভেক
উভয়ে উভয় ভাবে, হয়ে রব এক॥
সুচিকণ স্নেহডোরে, প্রেম আছে আঁটা।
দুই পায় ঠেলে দিব, কলঙ্কের কাঁটা॥
উচ্চরবে তুচ্ছ করি, লোক পরিবাদ।
প্রণয় প্রমোদে আর, হবে না প্রমাদ॥
উভয় মনের মিল, খিল দেহ ঘরে।
দুখের বাতাস যেন, প্রবেশ না করে॥
স্থির চিন্তা পালঙ্গেতে, ভাবের মসারি।
সুখের শয়ন তাহে, শরীর পশারি॥
নিন্দক মশার পাল, বাহিরেতে থেকে।
হিংসায় মরুক সব, ভন্ ভন্ ডেকে॥
ভাবনা দুখের গৃহে, রবে অহরহ।
নিদ্রার হইবে যোগ, নয়নের সহ॥
ফুলদলে বল প্রাণ, উঠুক সে সব।
ফুটুক তুলিয়া মুখ, ছুটুক সৌরভ॥
বলুক সে ভ্রমরায়, মৃদু মৃদু হাসি।
পুঞ্জে পুঞ্জে মধুভুঞ্জে, গুঞ্জে কুঞ্জে আসি॥
কোকিল বসুক গিয়া, তমালের গাছে।
করুক সে কুহুরব, যত সাধ আছে॥
বহুক মলয়া বায়ু, যত শক্তি তার।
এখন তাহারে কিছু, ভয় নাহি আর॥
এখন ধরুন চাঁদ, মনোহর শোভা।
করুন নিকুঞ্জধাম, অতি মনোলোভা॥
চন্দন ঘর্ষণ করি, এক পাত্রে রাখি।
স্নেহরসে মিশাইয়া, রঙ্গে অঙ্গে মাখি॥
দুই অঙ্গে দৃশ্য হবে, একরূপ রেখা।
গন্ধ পেয়ে পঞ্চশর, এসে দিবে দেখা॥
সংযোগ করিব তাহে, সংযোগের বান।
প্রান ভয়ে পলাইবে, পাপ পঞ্চবাণ॥

বিলাতের টোরি ও হুইগ সম্প্রদায়ের পরস্পর গোলযোগ।

কিছুমাত্র নাহি জানি, রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টরি॥
হুইগ কাহারে বলে, কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কাণে॥
টরি আর হুইগের, যে হন্ প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান॥
গুণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥ ১॥

নিতান্ত অধীন দীন, এদেশের লোক।
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ, সদা মনে শোক॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু, ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ, রাজার কুশল॥
চাতকের ভাব যথা, জলদের প্রতি।
সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি॥
যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥ ২॥

চারিদিকে যুদ্ধের, অনল রাশি জ্বলে।
নির্ব্বাণ করহ বিভু, সন্ধিরূপ জলে॥
রণরঙ্গে প্রাণিনাশ, বিষাদের হেতু।
বিবাদ সাগরে বান্ধ, ঐক্যরূপ সেতু॥
সন্ধিযোগে দান কর, শান্তিগুণ রস।
পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ॥
প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
'আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥ ৩॥

পরিবর্ত্ত কর সব, নিয়মের দোষ।
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ॥
জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম রীতি, জাতি আর দেশ।
কোন রূপ কোন পক্ষে, নাহি থাকে দ্বেষ॥
নির্ম্মল নয়নে কর কৃপাদৃষ্টি দান।
একভাবে ভাব মনে, সকল সমান॥
মাঙ্গলিক সব কার্য্যে, স্নেহ যেন পাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥ ৪॥

দুর্জ্জন তস্কর ভয়ে, ভীত লোক সব।
চারিদিকে উঠিয়াছে, হাহাকার রব॥
ধনিরূপে খ্যাতাপন্ন, জমীদার যারা।
নীলামের শক্ত দায়ে, মারা যায় তারা॥
শমনের সহোদর, নীলকর যত।
ধনে প্রাণে প্রজাদের দুখ দেয় কত॥
অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই
শুধু সুবিচার চাই॥ ৫॥

তত্ত্ব প্রকরণ।

প্রভাকর নিজকরে, কত প্রভাকরে।
জগতের সমুদয় অন্ধকার হরে॥
গগনে হইলে সেই, নাথের উদয়।
কমল অমল ভাবে, প্রকটিত হয়॥
মরি কিবা সরোবর, শোভা মনোহর।
বধূসহ মধু খায়, বঁধু মধুকর॥
অস্তাচলে গেলে পর, সেই দিবাকর।
আকাশ আসনে আসি, বসে শশধর॥
যামিনী কামিনী তাঁর, প্রেমভাব ধরে।
সখী যারা তারা তারা, চারু শোভা করে॥
কুমুদ প্রমোদ হেতু, প্রেমদের আশে।
আমোদ প্রমোদ ভরে, প্রেমজলে ভাসে॥
চকোর নিকর ভাবে, দূর করে ক্ষুধা।
হেলায় খেলায় সুখে, পান করি সুধা॥

এইরূপে শশী সূর্য্য, উদয় অধীন।
দিন গতে রাত্রি হয়, রাত্রি গতে দিন ॥
রাত্রি দিন দিন রাত্রি, প্রভাত প্রদোষ।
ক্রমে ক্রমে শূন্য করে, আয়ুর কলস ॥
গ্রহরাশি সমুদয়, তিথি পরিক্রমে।
বার বার আসে যায়, যাহার নিয়মে ॥
রীতিমত হ্রাস বৃদ্ধি, দৃশ্য সবাকার।
নিয়ম লঙ্ঘন করে, সাধ্য আছে কার ॥
মূলসূত্র বোধ হেতু, সার প্রণিধান।
মনবুদ্ধি অহঙ্কার, যে করিল দান ॥
যাহাতে মীমাংসা কল্পে, জ্ঞানের উদয়।
সৃষ্টির কৌশল সব, অনুভব হয় ॥
বোধ রূপ অনলেতে, ভ্রান্তিবন দহে।
আমি আমি আমি বুদ্ধি, আর নাহি রহে ॥
জলবিম্ব সমভাব, আমি জলগামি
আমি কিন্তু আমি সেই, ভিন্ন নই আমি ॥
এভাবের কর্ত্তা যেই, কর্ত্তা নাই যার।
সেই প্রভু তাঁর পদে, প্রণাম আমার ॥

পরমার্থ তত্ত্ব।

সংসার কুহক কাচে, বিষয় বিষম।
জেনে কেন ভ্রমে খাও, বিষয় বিষম ॥
দেহ গেহ নবদ্বার, শূন্য বটে তিন।
প্রপঞ্চ তাহাতে পঞ্চ, পঞ্চঠাঁই লীন ॥
পাঁচেতে ব্যাপক স্থূল, শিখিয়াছি শুনে।
সে পাঁচ প্রভেদ আছে, পাঁচ পাঁচ গুণে ॥
নিদ্রালস্য ক্ষুধা তৃষ্ণা, লজ্জা ভয় আর।
ক্রমেতে উদ্ভব পাঁচে, পঁচিশ প্রকার ॥
পাঁচের দেখিয়া ভিন্ন, পাঁচ ভাব স্থির।
পঞ্চবায়ু ঘেরে আছে, সকল শরীর ॥
একাদশে মগ্নমন, ঈশ্বরের ধ্যানে।
দশেন্দ্রিয় দুই ভাগ, কর্ম্ম আর জ্ঞানে ॥
নাসিকা রসনা ত্বক, শ্রবণ লোচন।
জ্ঞানেন্দ্রিয় এই পাঁচ, শাস্ত্রের বচন ॥
পদোপস্থ পানি আদি, কর্ম্মেতে নিয়োগ।
অকার ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব, স্থূলরূপে যোগ ॥
মনবুদ্ধি দশেন্দ্রিয়, পঞ্চ সমীরণ।
তৈজস শরীর সূক্ষ্ম, অপঞ্চী গঠন ॥
উক্ত দুই দেহ নানা কর্ম্মের কারণ।
অপূর্ব্ব মকার প্রাজ্ঞ, শরীর কারণ ॥
উক্ত তিন তনু আছে, তিন ভাগে ছেদ।
সুষুপ্তি জাগ্রত স্বপ্ন, ত্রয়াবস্থা ভেদ ॥
ধরাকাশ যুক্ত কিন্তু, নানা কল ধরে।
কলে চলে কলেবর, প্রাণবায়ু ভরে ॥
বাতাস হইয়া রুদ্ধ, হত হবে বল।
সে কল বিকল হলে, বিফল সকল ॥
অতএব রাখ মন, পরতত্ত্ব প্রথা।
কলের মুরাদ হোয়ে, বল কর বৃথা ॥
লাবণ্য বিশিষ্ট বটে, প্রনয় শরীর।
কখন বিনাশ হবে, কিছু নাই স্থির ॥
তুমি নহ ফলিতার্থ, পথের পথিক।
কেমনে বুঝিবে সার, দেহের গতিক ॥
পদ্মদল জল তুল্য, জীবনের গতি।
বিশ্বাস না হয় কভু, নিশ্বাসের প্রতি ॥
দেহের বিচিত্র শোভা, নষ্ট হয় ক্রমে।
অসত্য জগতে কেন, সত্য বোধ ভ্রমে ॥

শুদ্ধ পত্র।

পৃষ্ঠা।	স্তম্ভ।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৬১	১	২১	নিরূপন।	নিরূপম।
ঐ	ঐ	২২	কপাল।	কলাপ।
ঐ	২	২৪	প্রাণিও।	প্রাণি ও।
১৬৩	১	১	পরিচ্ছিন্নতা।	পরিচ্ছন্নতা।
১৬৪	ঐ	৯	যোাতির।	জ্যোতির।
ঐ	১	১৭	বাসালয়।	বাসা লয়।
ঐ	২	১৯	সীত।	শীত।
ঐ	২	২১	পৃথীবীর।	পৃথিবীর।
১৬৫	১	১৫	পাঠতেছে।	পাইতেছে।
ঐ	১	১৯	ঋতু।	ঋতু।
ঐ	২	২৪	রহিয়াযছ।	রহিয়াছে।
১৬৬	২	৮	তাহার।	তার।
ঐ	২	১৩	আপরাধে।	অপরাধে।

কবিতাবলী।

মহাকবি

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের

বিরচিত কবিতার

সার সংগ্রহ।

—ঃ০ঃ—

সপ্তম সংখ্যা।
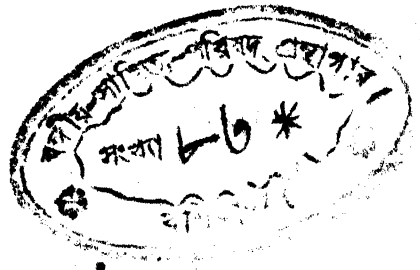
কলিকাতা।

প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

মুল্য চারি আনা।

তত্ত্ব প্রকরণ।

যিনি যাহা করুন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না।

পদ্য।

সাংসারিক কত ক্লেশ, করিতেছ ভোগ।
মনে মনে এই বোধ, শিক্ষা হবে যোগ॥
সুখের বাসনা যত, করি পরিহার।
নিরাহারে কভু থাকে, কভু নীরাহার॥
ইচ্ছাধীন আহার না, চাহ কারো ঠাঁই।
এরূপ সাধনা করি, কোন ফল নাই॥
জলদের মুখ চেয়ে,গগনেতে থাকে।
শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে॥
প্রানান্ত মহীর নীর, কভু নাহি লয়।
চাতক চাতকী তবে, যোগী কেন নয়? ১

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়, বাসনা বিহীন।
লোকের সমাজে তুমি, সাজিয়াছ দীন॥
ত্যজিয়াছ বসন, ভূষণ চারু বেশ।
উলঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে, ভ্রম দেশ দেশ॥
পরিচ্ছদ পরিহারে, প্রাজ্ঞ হলে পর।
উদ্ধার হইত কত, খেচর ভূচর॥
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন, যথা তথা ভ্রমে।
সুখ ভোগ আতিশয্য, নাহি কোন ক্রমে॥
লজ্জাহীন দিগম্বর, নিজ ভাবে রয়।
বনের গর্দ্দভ তবে, যোগী কেন নয়? ২

স্বেচ্ছাচারী হয়ে তুমি, স্বেচ্ছাচার ধর।
খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহি, বিবেচনা কর॥
ঘৃণা হত, সুখে রত, স্বমত প্রচার।
কোনমতে নাহি কর, আচার বিচার॥
যাহা ইচ্ছা সুখে তাহা, করিছ ভক্ষণ।
ভক্ষণী কখন নয়, যোগের লক্ষণ॥
আহারের লোভে সদা, বেড়ায় ঘূরিয়া।
যাহাপায়, তাহাখায়, উদর পুরিয়া॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারেতে,ঘৃণা নাহি হয়।
শূকর শূকরী তবে, যোগী কেন নয়? ৩

শরীরের সমুদয় লোমকূপ ঢেকে।
দিবানিশি থাক তুমি, ছাই ভস্ম মেখে॥
বড়ছটা ঘোরঘটা, ভজনার জাঁক।
মাঝে মাঝে উচ্চরবে, ছাড়িতেছ ডাক॥
ভ্রম হেতু যোগতত্ত্বে, হারায়েছ দিশে।
ডেকে ডেকে ছাইমেখে, যোগী হবে কিসে?
ভস্মমাখা কলেবর, দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
ভয়ে কাঁপে থরথর, দেখে যত নর॥
থেকে থেকে ডাকছাড়ে, ভস্মমাঝে রয়।
কুকুর কুকুরী তবে, যোগী কেন নয়? ৪

শীত গ্রীষ্ম সহ্য কর, নিজ দেহ বলে।
দুখ বোধ নাহিমাত্র, রৌদ্র আর জলে॥
জল আর তৃণফল, করিয়া আহার।
তপস্যায় চিরকাল, করিছ বিহার।
সমভাবে সহ্য কর, সকল সময়।
তপস্বীর এই যদি, সত্যধর্ম্ম হয়॥
তৃণ জল খায় শুধু কাননে বসতি।
হিংসামাত্র নাহি করে, সদা শুদ্ধমতি॥

শরীরে বিশেষ চিহ্ন, করিয়া প্রকাশ।
বাহিরে জানাও স্বীয়, ধর্ম্মের আভাস॥
বাধ্য করি নিজ মতে, বদ্ধ করি দল।
বিস্তার করিছ ক্রমে, যত যুক্তি বল॥
ধর্ম্মের সূচনা করি, নাম হলো জারি।
নানারূপ গীতবাদ্য, আড়ম্বর ভারি॥
সাধনায় সাধুভাব, স্বভাবে সরল।
ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি, কিছু নাই ফল॥
ঢোল মেরে গোল কোরে, জ্ঞানী যদি হয়।
নটী নট, যাত্রাকর, যোগী কেন নয়? ১১

তত্ত্ব প্রকরণ।

একাবলী চ্ছন্দঃ।

ওহে মধুকর, কর কি আশা।
কেন ভবে তব হয়েছে আসা?
যেমন ভাবিবে, তেমন হবে।
ভাবিহে তোমার, ঘোষনা রবে॥
কর মধু আশা, চরম পদে।
পরমার্থ কলি, দলোনা পদে॥
সংসার কেতকী, তাহা কি চাও?
অন্তর রাজীব, পশ্চাতে চাও॥
একান্ত বাসনা, মার্ত্তণ্ড করে।
নিতান্ত কমলে, প্রফুল্ল করে॥
হোলে ফুল্ল ফুল, প্রমোদ ঘ্রাণ।
লোলে মধুলিহ, বাঁচিবে প্রাণ॥
ভ্রমে মধুহীন, কন্টকী ফুলে।
গেলে অন্ধ হবে, পরাগ কুলে॥
পাতকী কেতকী, শুধুই ঘ্রাণ।
পড়িলে তাহাতে, নাহি হে ত্রাণ॥
অসি সম ধার, পাতার তার।
পক্ষ ছিন্ন হবে, বলি হে সার॥
থাকিতে যাইতে, না পারে মন।
এহেতু নিশ্চয় কর হে পণ॥
প্রেয় কেতকীর, পাশে না যাবে।
শ্রেয়ঃ পদ্মিনীতে, সন্তোষ পাবে॥
নিত্য মধু পেয়ে, ত্যজ না ওহে।
বৃথা ভ্রম কেন, সংসার মোহে॥
সৌরভ গৌরবে, বিষ প্রসূন।
আছয়ে বৰ্দ্ধিত, বলি হে শুন॥
তার তার পেলে, না হবে ভুল।
ভব ঘুরে যার, না পাবে তুল॥
অতএব বলি, শুন হে সার।
পঙ্কজের পর, লহ হে তার॥
কত শত অলি, ভ্রমিছে তথা।
সাধু সাধু বলি, কহিছে কথা॥
নাহি শোক মোহ, কিছুই কার।
পরমার্থ ভাবি, গলার হার॥
এক মাত্র সেই, সত্য বিধান।
কারো সত্য পন, মনো নিধান॥
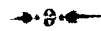
যৌবন।

ত্রিপদী।

সিঞ্চিয়া অমৃত নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
নিরূপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে, কোটিকল্পে নাহি মিলে
কালকূট কালের কৌতুক॥
জিনিয়া স্যমন্ত মণি, যৌবন রতন গণি,
তরণি তুলিতে তেজ যার।

খরতর কর ভরে, হৃদয় রাজীব বরে,
ফুল্লকরে হরে অন্ধকার।
আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রস তায় মকরন্দ,
টল টল করে নিরন্তর।
বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্ল কায়,
রস খায় মনঃ মধুকর॥
নৃত্য নবরস রঙ্গে, নিত্য নবরসে মজে,
নৃত্য করে পশিয়া নীরজে।
কভু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকশিত হাস্য,
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে॥
কখন করুণা রসে, নয়ন নীরদ রসে,
হরিষে বরিষে বারিধারা।
সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা,
ধরা তাপ হরা যেন ধারা॥
কখন ঘৃণার বশে, বিকল বীভৎস রসে,
মানসের শশ প্রায় গতি।
দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
চপল চপলা সম অতি॥
প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হলে আশা ভঙ্গ,
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষ।
ভাল বাসা ভাল বাসা, তাহে পেয়ে ভাল
বাসা, আনন্দের নাহি থাকে শেষ॥
প্রথমেতে বাড়াবাড়ি, তারপর কাড়াকাড়ি,
অবশেষ ছাড়াছাড়ি মাত্র।
বিষম বিরহ ব্যথা, মনেজাগে ঐ কথা,
খেদানলে পুড়ে উঠে গাত্র॥
হুতাশে হতাশ বাড়ে, বিলাপ প্রলাপ পাড়ে,
শোচনা প্রেমিক মন ঘেরে।
শ্রান্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভরে অবিরত,
সকল স্বপন সম হেরে॥
পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে,
অন্যরূপ ভাব পথে ধায়।
প্রণয়ের হতাদর, নিরখিয়া নিরন্তর,
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায়॥
হেরিয়া যৌবন অস্ত, মন সদা দুখ গ্রস্ত,
নিরন্তর আনন্দ বিহীন।
ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুণ্ণ, শতদল শোভা শূন্য,
প্রদোষের প্রমাদে মলিন॥

রূপক।

প্রেম প্রকরণ।

যথার্থ প্রেমের পথে, প্রেমিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায়, স্নিগ্ধ তার মন॥
শুদ্ধ ভাবে থাকে শুদ্ধ, আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয়ভাবে, আপনার ভাবে॥
সরল স্বভাবে পায়, সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে, ছলনার মুখ॥
রসের রসিক সেই, পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ, প্রণয়ের বশে॥
ভাব তুলি স্নেহে তুলি, রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
মিত্ররূপ চিত্র করে, হৃদয়ের পটে॥
সুখময় শুকপক্ষী, ভাল ভালবাসা।
মানস বৃক্ষেতে তার, মনোহর বাসা॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষন, অনুরাগ ফলে।
পড়া পাখী না পড়াতে, কত বুলি বলে॥
আঁখির উপরে পাখী, পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রীতিপক্ষ, বিপক্ষ নাচায়॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই, ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে, হৃদয় সদনে॥

পোষমানা পড়া পাখী, দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত,করিয়া যতন॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে, দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে, দেখাবনা কারে॥

ভাব ও প্রণয়।

নানা সূত্রে সদা যুক্ত, মানুষের মন।
স্থিররূপে নাহিপায়, সুখের আসন॥
চিত্তের চঞ্চলগতি, স্থিত কভু নয়।
কত ভাবে কত ভাবে, ভাবের উদয়॥
চিন্তারূপ সমীরণ, বহে প্রতিক্ষণ।
ভাবরজ্জু দোলে দোলে, স্থির নহে মন।
একভাবে এক ভাবে, আরভাবে আর।
ভাবে ভাবান্তর ভাবে, ভাবের সঞ্চার॥
লজ্জা করে আচ্ছাদন, বাসনার মুখ।
কেমনে হইবে তায়, প্রণয়ের সুখ॥
ফুটিলে প্রণয়পদ্ম, সুখলাভ যাতে।
প্রতিবাদী প্রতিকূল, কত কাঁটা তাতে॥
কলঙ্ক কুরবগন্ধ, কুটিলের মুখে।
আশায় হাসায় লোক, ভাসায় অসুখে॥
প্রেমিকের প্রেমমদে, মন যদি টলে।
কলঙ্ক ফুলের হার, অলঙ্কার গলে॥
ভালবাসে ভালবাসা, ভালবাসা তায়।
তখন কি করে আর, লোকের কথায়॥
শক্র সব সরল স্বভাব, নাহি ধরে।
পদে পদে প্রেমপথে, পরিবাদ ধরে॥
না হয় ভাবের বশ, সদা রস হত।
রসিকের মন ভাঙ্গে, অরসিক যত॥
যার নাই রস বোধ, সে করে অযশ।
আমি কেন নিজ রসে, হইব বিরস॥
প্রিয়জন আদরে, আমার যদি কয়।
সরসে বিরস ভাব, তবে আর নয়॥
গোষ্ঠে করে গোচারণ, গোপাল যে জন।
গোপনে গোপীর ভাবে, বদ্ধ তার মন॥
তরঙ্গ বয়স চারু, নবীন ত্রিভঙ্গ।
যমুনার তরঙ্গে, করিল কত রঙ্গ॥
রাধিকার অধিকার, মনেতে চাহিয়া।
তরুণী করিল পার, তরণী বাহিয়া॥
দানী হয়ে দানসাধে, কত ছল করি।
যোগী হয়ে মানসাধে,শিরে জটাধরি॥
অতএব প্রেমরসে, মুগ্ধ যেই হয়।
কুটিলের বাক্যে তার, কলঙ্ক কি হয়॥
অদৃশ্য শরীর সব, ভাসিছে চিকুর।
ডুবিয়াছি দেখিব, পাতাল কতদুর॥

লোভ।

পাপের তনয় লোভ, অতি ভয়ঙ্কর।
বাপের মঙ্গল হেতু, ফেরে নিরন্তর॥
প্রকট বিকটাকারা, হিংসা দারা তার।
চকিতে চমকে লোক, নাম শুনে তার॥
প্রতিক্ষণ প্রিয়পত্নী, সঙ্গে রঙ্গে রাখে।
ধরিয়া যুগল রূপ, প্রেমভাবে থাকে॥
স্ত্রীপুরুষ এক হয়ে, স্পর্শ করে যারে।
অনাদরে অপমানে,পূর্ণ করে তারে॥
লোভের তনয় দ্বেষ, দেশখ্যাত যেটা।
বাপরে বাপের চেয়ে, বল ধরে সেটা॥
এমন বিষম লোভ, থাকে যার মনে।
সন্তোষ না হয় তার, পৃথিবীর ধনে॥

পাইলে প্রচুর ধন, লোভ নাহি ছাড়ে।
পরের অনিষ্ট হেতু, অভিলাষ বাড়ে॥
উপকারে উপকার, নাহি থাকে বোধ।
দ্বেষের সহিত সদা বৃদ্ধি হয় ক্রোধ॥
ক্ষোভের উদয় হয়, লোভেরে দেখিয়া।
কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম্ম, পলায় ছুটিয়া॥
লোভির হৃদয় শুধু, হিংসানলে দহে।
আত্ম পর বোধাবোধ, কিছু নাহি রহে॥
অতএব মন ভায়া, স্থির বুদ্ধি ধর।
সন্তোষ সহায় করি, লোভ পরিহর॥
অন্য লোভ নষ্টকরে, আহ্লাদের আলো।
ঈশ্বর সাধনা লোভ, সেই লোভ ভাল॥

—০—

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খৃষ্টধর্ম্মানুরক্তি।

লেখাপড়া শিখিয়াছ, তুমি নও শিশু।
অতএব মিছা ভ্রমে, কেন ভজ যিশু॥
সবিশেষ জান সব, সবেমাত্র এক।
ভিন্ন ভিন্ন যতদেখ, সে কেবল ভেক॥
পেয়েছ নির্ম্মল নেত্র, জানিয়াছ দেখে।
স্বভাবে বৈষ্ণব জাতি, কি করিবে ভেকে॥
রাগেতে বিরাগ করি, মিছেছ লও ভেক।
প্রবল কুঞ্জর হয়ে, কেন হও ভেক॥
রহিল কলঙ্ক অঙ্ক, পূর্ণিমার চাঁদে।
জেনে শুনে দিলে পদ, অধর্ম্মের ফাঁদে॥
হঠাৎ এরূপ কেন, বুদ্ধির বিকার।
স্বমুখে স্বীকার করি, হইলে শিকার॥
ফিকিরি শিকারি তারা, ধরিয়াছে হাতে।
এখনি করিবে গ্রাস, রক্ষা নাই তাতে॥

বিষম পাপের ভোগ, খণ্ডিবে কেমনে।
ইচ্ছায় দিয়াছ হাত, সাপের বদনে॥
জ্বর জ্বর কলেবর, ভুজঙ্গের বিষে।
বৃথা করি জলসার, রক্ষা হবে কিসে॥
পাপারণ্যে কেন গেলে, হয়ে দুরাশয়।
বাঘের কি মনে আছে, গোবধের ভয়॥
লোভী কি পাইলে খাদ্য, রুদ্ধ করে মুখ?
পরদ্রব্য গ্রহণে কি, চোরের অসুখ?
সম্মুখে ইন্দুর মীন, যদি হয় লাভ।
বিড়াল না ধরে কভু, বৈষ্ণবের ভাব॥
শব আদি মাংস খণ্ড, পাইলে প্রচুর।
ভক্ষণে কি ক্ষান্ত হয়, শৃগাল কুকুর?
কুলটার কুটিল, কটাক্ষ খরশরে।
লম্পট কি কভু ভাই, শান্তিগুণ ধরে?
যেখানেতে শ্রাদ্ধ আদি, দলাদলি ঘোঁট।
ভবানী কি সেখানেতে, করেনাকো চোট॥
যেখানেতে দান পূজা, রজত মণ্ডিত।
সেখানে কি নাহি যান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত?
যেখানেতে বালকের, বিপরীত মতি।
সেখানেই মিসনরি, বলবান অতি॥
পাতিয়া কুহকী ফাঁদ, ফেলিয়াছে পেড়ে।
এমন মুখের গ্রাস, কেন দেবে ছেড়ে॥
গাচপাকা মর্ত্তমান, বর্ত্তমান চোকে।
বুদ্ধি দোষে ছেড়ে দিয়ে, কেন যাবে ফোকে।
তুমি ত সুবোধ চণ্ডী, বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর, মাল্‌সাভোগ ফেলে॥
হিন্দু হয়ে কেন চল, সাহেবের চেলে।
উদরে অসহ্য হবে, মাংস মদ খেলে॥
ক্ষীর সর ননী খেয়ে, বুদ্ধি কর কায়া।
বিধর্ম্ম ডোবার জল, খেয়োনা হে ভায়া॥

যদ্যপি আহার হেতু, ইচ্ছা তোর হয়।
আয় ভাই ঘরে আয়, কিছু নাই ভয়॥
কত কারখানা করে, খেতে দিব খানা।
গোটুহেল ডোনকের, কে করিবে মানা॥
সরপোট বোসে খাব, খুসি মেরা খুসি।
যদি কেহ কিছু বলে, ধরে দেগা ঘুসি॥
আহার বিহারে ভাই, ভয় কার কাছে।
ধর্ম্মসভা নাহি লয়, ব্রহ্মসভা আছে॥
আপন বিক্রমে হব, রুসীয়ার কিং।
টেবিলে বসিব খেতে, হাতে দিয়া রিং॥
গায়ত্রী করিব পাঠ, প্রতি বুধবারে।
পাব নিত্য চিত্তরূপ, শরীর আগারে॥
জ্ঞান অস্ত্রে কেটে দেহ, মায়ারূপ গণ্ডী।
ভ্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে, কেন হও দণ্ডী॥
পূর্ব্ববৎ হিন্দু হও, যিশুমত খণ্ডী।
ছাড়িবী চণ্ডীর আজ্ঞা, ঘরে আব চণ্ডী॥

জীব।

এই অবনীমণ্ডলে বিবিধ পথাবলম্বী মানবমণ্ডলী স্ব স্ব দেশবিহিত আচার ব্যবহার ও পারলৌকিক সাধন, প্রধানরূপে জ্ঞান করত তদবলম্বন পূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করণে যত্নশীল হইতেছেন।—যিনি যে পথে ভ্রমণ করুন, যে বাক্য উচ্চারণ করুন,—যেরূপ আচরণ করুন, অথবা যেরূপ ব্যবহার করুন, যাহা করুন, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক মাত্র—সকলেই কেবল সেই সর্ব্বজীবের আদি কর্ত্তা এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ পরমেশ্বরের পরম পবিত্র প্রীতি পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। সকলেই সেই করুণা-সাগরের করুণাসাগরে অবগাহন করণে অনুরত হইতেছেন। এই জগতে প্রায় কেহই যথাসাধ্যক্রমে পুরুষার্থ সাধনে বিরত নহেন।—কিন্তু কি অযোগ্য, দুর্ভাগ্য!—সরল সুপথ কাহারো দৃষ্টিপথে দৃষ্ট হয় না। এতদ্বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধু সদাত্মা সর্ব্বজ্ঞ জনেরা নানা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—কি আশ্চর্য্য! সেই সমস্ত মহদুপায় সত্ত্বেও জীব সকল ভ্রম বশতঃ জগদীশ্বরের মায়াকুহকে পতিত হইয়া সাংসারিক সুখকে পরম সুখকর পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতেছে, এ সুখ যে, কি অসুখকর, তাহা কেহই বিবেচনা করে না—কেবল এই মাত্র দেখিতেছি যে, তাবতেই পরব্রহ্ম বিষয়ে বিমুখ হইয়া এই অনাদি সংসারে ত্রিগুণ নদীর স্রোতে পড়িয়া শুদ্ধ উন্মজ্জন নিমজ্জন

রূপে কালযাপন করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আত্মবোধ কাহারো নাই। হায় কি বিচিত্র! যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জ্ঞাত নহে, সে ব্যক্তি কি প্রকারে গুণাতীত সর্ব্বগুণময় নির্গুণ পুরুষকে জ্ঞাত হইতে পারিবে? অতএব সর্ব্বাগ্রেই সর্ব্বজীবের আত্মবোধ করা অতি অবশ্যই আবশ্যক হইয়াছে।

হে জীব!----তুমি মনে করিতেছ, " আমি ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ। আমি সৎকুলীন, পণ্ডিত। আমি শ্রোত্রিয় গোষ্ঠিপতি। আমি গৌর, অতি সুরূপ, আমি স্থূল, আমি বলবান,---আমি ক্ষত্রিয়, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র,,---এইরূপ আমি আমি করিয়া কতই অভিমান এবং কতই অহঙ্কার করিতেছ,---কিন্তু এ সকল কেবল তোমার ভ্রমমাত্র।---কারণ " তুমি,, যে এক "পদার্থ,, সে পদার্থ কি?---" তুমি পদার্থ,, যিনি " তিনি,, পুরুষ নহেন, স্ত্রী নহেন---নপুংসক নহেন---তিনি ব্রাহ্মণ নহেন---ক্ষত্রিয়, বৈশ্য নহেন---ও শূদ্র নহেন।---তাঁহার জাতি নাই।---তিনি স্থূল নহেন---ক্ষীণ নহেন---গৌর নহেন, ---কৃষ্ণ নহেন।---ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,---কুলীন, শ্রোত্রিয়---গৌর, কৃষ্ণ, স্থূল ও ক্ষীণ, এ সকল কেবল দেহধর্ম্মমাত্র।---তুমি অভেদ বুদ্ধিতে এই দেহের মধ্যে বাস করিতেছ, এজন্য এই সমুদয় দেহধর্ম্ম---তোমাতে আরোপমাত্র হইতেছে। এইক্ষণে যদিস্যাৎ তুমি স্বীকার ভ্রম ছাড়িয়া এই শরীরে পরকীয় বুদ্ধি কর, তবে তুমি আর কখনই দেহধর্ম্মে আক্রান্ত হইবে না---তাহা হইলে তুমি যথার্থই---" তুমি,, হইবে---কেন না অহঙ্কার আর তোমার উপর অহঙ্কার করিতে পারিবে না---অভিমান অভিমান পূর্ব্বক পলায়ন করিবেক, ভ্রমের বিষম ভ্রম হইবে, ভ্রম আর এ পথে ভ্রমণ করিতে পারিবে না।

তুমি বিবেচনা করিতেছ, " এই দেহ, আমার দেহ, আমি কি রূপে এই দেহে পরকীয় বুদ্ধি করিতে পারি?,, জীব হে! তোমার এই উক্তি শিবকর নহে। তুমি বিশেষ বিচার করিয়া স্থিররূপে---প্রণিধান কর " তুমি,, কে?---তুমিই কি এই

দেহ?—কি, এই দেহ তোমার?—কি এই দেহ পরকীয়?—তুমি কখনই এই শরীর নহ এবং শরীর কখনই তোমার নহে।—অতএব তুমি দেহ, অথবা—তোমার দেহ কোনমতেই হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেহ, পিতার অঙ্গ হইতে নির্গত প্রস্রাবতুল্য বীর্য্য নামক চরমধাতু, এবং মাতার শোণিত, এই দুই অস্পৃশ্য বস্তু, যাহার স্পর্শে স্নান করিতে হয়, দৈব বশতঃ তাহা একত্র সংযুক্ত হইলে শরীর উৎপন্ন হয়, পরে আহারাদি দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকে।—উল্লিখিত অস্পৃশ্য বস্তুদ্বয় পরিণত জড় পদার্থরূপ দেহমধ্যে তুমি চৈতন্যরূপ পরম ব্রহ্মের অংশরূপে বাস করিতেছ।—সুতরাং কিরূপে তোমার সহিত দেহের অভেদ হইতে পারে?—ইহাতে যে অভেদবুদ্ধি সে অতি দুর্ব্বুদ্ধি। বিশেষতঃ এই "দেহকে,, আমার বলা কোন ক্রমেই তোমার কর্ত্তব্য হয় না। কারণ যিনি উৎপাদনকর্ত্তা পিতা, তিনি এমত বলিতে পারেন, যে, "এই কলেবরটী আমার বীর্য্যে জন্মিয়াছে, অতএব ইহা আমারি, ইহাতে আর কাহারো অধিকার নাই,, এবং যিনি গর্ভধারিণী জননী, তিনি অবশ্যই এরূপ কহিতে পারেন, যে, আমার শোণিতে এই তনু উদ্ভব হইয়াছে, আর আমি দশমাস গর্ভে ধারণ করিয়াছি ও লালন, পালন, পোষণ আমা হইতেই হইয়াছে—অতএব এই বপু শুদ্ধ আমার, ইহার উপর অন্যের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই—অপর এই দেহ যাহার অন্নে পুষ্ট হয়, সে ব্যক্তিও এমত কহে যে, আমি যখন অন্ন দিয়া এই শরীর রক্ষা করিয়াছি, তখন বিচারমতে ইহা আমারি বস্তু।,, যে ব্যক্তি ক্রয়কর্ত্তা, সে কহে "আমি যখন অর্থ দিয়া ক্রয় করিয়াছি, তখন এই দেহ আমা ভিন্ন অন্য কাহারো হইতে পারে না।,, —অগ্নি কহিতেছেন "আমি চরমে এই দেহ দগ্ধ করিব, অতএব এই দেহ আমারি বস্তু।,, অধিকন্তু কি কহিব! শৃগাল কুক্কুর ও কাক প্রভৃতি পশুপক্ষিগণ হাস্য পূর্ব্বক কহিতেছে "আমরাই শেষকালে এই দেহ ভক্ষণ করিব, অতএব বিচারমতে ইহাই

কেবল আমাদিগের ভোগ্য হই-
তেছে।,, হে জীব! দেখ, এই শরীর
সাধারণ বস্তু, দেহকে আমার আমার
বলিয়া কি কারণে এত ভ্রান্ত হই-
তেছ?—অসার জড় পদার্থকে সার
ভাবিয়া কেন মহামোহে মুগ্ধ হইতেছ?

পদ্য।

কে তুমি, কে তুমি, জীব, কে তুমি, তা কও।
যে তুমি, যাহার তুমি, তার "তুমি,, হও॥
দেহে কর, আমি বোধ, "দেহ,, তুমি নও।
অংশরূপে, হংসরূপে, দেহে তুমি রও॥
কে তোমার, বহে ভার, কার ভার বও।
আমার আমার করি, কার ভার লও॥
কে তুমি, কে তুমি, জীব, কে তুমি, তা কও।
যে তুমি, যাহার তুমি, তার "তুমি,, হও॥

কিরূপে সৃজিত হয়, এই কলেবর।
মনে কর, কিরূপেতে, হোলে তুমি নর॥
করিছ যে দেহ পেয়ে, এত অহঙ্কার।
মিছে স্নেহ, এই দেহ, মনে কর কার॥
মনে কর, কোথা তুমি, করিতেছ বাস।
মনে কর, কিরূপে, এ দেহ হবে নাশ॥
মনে কর, কে তোমার, তুমিই বা কেবা।
আমার বলিয়া তুমি, কর কার সেবা॥
দেহেতে অভেদ ভাব, একি অপরূপ।
একবার ভাবিলেনা, আপন স্বরূপ॥
কেবল ভ্রমেতে কর, আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ, হোলোনা তোমার॥

মায়ার কুহকে ভুলে, কিছু নও জ্ঞাত।
ভুলিয়াছ, পুরাতন, সখা "অবিজ্ঞাত,,॥
কেবল দেখিছ স্থূল, দৃষ্টি নাই মূলে।
পেলে নাম "পুরঞ্জন, নিরঞ্জন ভুলে॥
মুকুরে নিরখি মুখ, সুখ কতরূপ।
মনে মনে অভিমান, হোয়েছি সুরূপ॥
গলদেশে সূত্র দিয়া, সূত্র তায় ভারি।
"ব্রাহ্মণ,, হোয়েছি বোলে, কর কত জারি॥
বেদপাঠে পূজা পাও, পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর, কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে পোড়ে, না পাও পাথার।
অথচ লোকেরে কর, ভবনদী পার॥
তিন খাই "দড়ি,, বেঁধে, আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি, কুহকের বলে॥
একেতো মায়ার সূত্রে, পড়িয়াছি বাঁধা।
আবার এ সূত্র দেখে, লাগিয়াছে ধাঁধা॥
কোথায় সূত্রের গোড়া, নিরূপণ নেই।
এক খেয়ে উঠিতেছে, কত খেই, খেই॥
করিয়াছ আরোহণ, অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি, প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব, মদে মত্ত, কিসে পাবে পদ।
হারাইলে পূর্ব্বকার, সহায় সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয়।
অভিমান সারমাত্র, কিছুইতো নয়॥
"তুমি,, কোন বর্ণ নও, জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার, কেন কর ভাই॥
নর নও নারী নও, তুমি নও, কেউ।
ত্রিগুণ সাগরে কেন, গুণিতেছ ঢেউ॥
তুমি, আমি, আমি, তুমি, জেনো এই সার।
তুমি আমি, এক হোলে, কেবা আর কার॥

দেহেতে অভেদজ্ঞান, কর পরিহার।
তোমার এ দেহ, বোলে, ছাড় অহঙ্কার॥
বিচারে তোমার তনু, কখনোতো নয়।
ভুতের ভবন এই, ভুতে হবে লয়॥
জড়ে কেবা জড়ীভুত, করিল তোমারে।
কেন হও, অভিভুত, ভুতের ব্যাপারে॥
ভুতের কুহকে যদি, হোয়েছ হে ভুত।
আর কেন মিছামিছি, কাল কর ভুত॥
সকলি ভুতের হাট, ভুতের ভবন।
ভুতাতীত ভুতনাথ, কররে স্মরণ॥

হে জীব! তুমি যে পদার্থ, তাহাতো জ্ঞাত হইলে, এক্ষণে তোমাতে তোমার "তুমি বুদ্ধি,, করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে। তুমি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ হইয়া জড়ে কেন জড়িত হও?—তুমি অবিনাশী, অক্ষয়, তোমার নাশ নাই, ক্ষয় নাই—তুমি যে দেহের স্নেহে মোহিত হইয়াছ, সেই দেহ ভৌতিক মাত্র, চিরন্তন বস্তু নহে,—এখনি বিনাশ হইবে, দেহের নাশে কিছু তোমার নাশ হইবে না, তুমি যে চৈতন্যময় নিত্য পদার্থের অংশ স্বরূপ, তাহাই থাকিবে।—অতএব দেহের হ্রাস বৃদ্ধি ও সুখ দুঃখে তোমার সুখ দুঃখ ভোগকরা ও আহ্লাদ করা বা শোক করা উচিত হয় না। এই অলীক নশ্বর দেহের পতনে তোমার কি হানি আছে?—কিছুই নহে—তুমি তোমার—"তুমিত্ব,, বিষয়ে কখনই বঞ্চিত হইবে না—কিন্তু এইক্ষণে মায়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতেছে।—জীব ভায়া—তুমি যত দিন মায়া জায়ার ছায়া—পরিত্যাগ না করিবে, ততদিন তোমার পক্ষে কল্যাণ দেখিতে পাই না। তুমি সুর্য্য স্বরূপ, তোমার প্রভা মেঘে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তুমি অগ্নি স্বরূপ, তোমার আভা ভস্মে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তুমি উজ্জ্বলমণি স্বরূপ, ধূলায় তোমার জ্যোতিঃ আবরণ করিয়াছে। মোহজালে আচ্ছাদিত হওয়াতে তুমি আপনার ভাতি আপনি দেখিতে পাওনা, তুমি সঙ্গদোষে আত্মবিস্মৃত হইয়াছ।—স্বধর্ম্মত্যাগী হইয়াছ, অতএব আর কুসঙ্গে কুরঙ্গে কুপ্রসঙ্গে অনর্থক সময় সম্বরণ করা উচিত হয় না। তুমি আর কেন ভ্রান্ত রও, ভ্রান্ত রও। এখনি শান্ত হও শান্ত হও।—বিষময় বিষয় ভোগে ক্ষান্ত রও, ক্ষান্ত রও। এই দেহ থাকে থাকে থাক্, থাক্, যায় যায়, যাক্ যাক্। অনিত্য শরীরের নিমিত্ত তুমি এত কেন

ব্যাকুল হইয়াছ? সাংসারিক সুখ দুঃখে এরূপে ব্যাপৃত হওয়া তোমার পক্ষে বিধেয় নহে।—তুমি এই সমস্ত ব্যাপার হইতে অবসৃত হইয়া শুদ্ধ স্বীয় শিব সম্পাদনে সংযুক্ত হও—স্বভাবে থাকিয়া স্বভাব সম্পন্ন কর—কেবল আনন্দ কর—আনন্দ সাগরে অবগাহন করিয়া আনন্দ ধ্বনিতে দিক্ সকল আচ্ছন্ন কর। আপনার মালিন্য হর—আপনাকে পবিত্র কর—জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধ বস্ত্র পর, আনন্দময়ের ধ্যান ধর, সদানন্দে সদানন্দে স্মরণ কর।

নবগ্রহচ্ছন্দঃ।

সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখ মুখ,
দূরে যাবে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয়, হোলো হোলো, না হয়, না হয়, হোলো,
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ কোরো না।

চিরজীবি নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে, থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক্ যাক্,
থাকে থাক্, যায় যাক্ ভেবে আর মোরোনা॥

রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট নিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এইকাল, সেইকাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল, যত কাল, বৃথা কাল হোরো না॥

ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছ ভব ভাব,
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব,
কি ভাব, কি ভাব, ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,
ভাবে ভাব, আবির্ভাব, অভাবেরে ধোরোনা॥

মানস-বিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংস,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
কর কিরে, গুণনীরে, আর তুমি চোরো না॥

ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল-বাস ভালবাস, পেয়ে বাস, কর বাস,
কত আশ, অভিলাষ, কত হাস পরিহাস,
শুন ভাষ, ধর ভাস, ভ্রমবাস পোরোনা॥

আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হোলোনা শেখা, দিতেছ জলের রেখ
দেখে শেষ, ভুলে দেশ, আর যেন সোরোনা॥

অশিবের ধন নও, আছ জীব, শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বার বার, দেহে আর, পাপভার ভোরোনা॥

হে জীব! তুমি যত দিন এই দেহ গেহে অবস্থান পূর্ব্বক এই জগতীপুরে বিচরণ করিবে, ততদিন তুমি পরমারাধ্য পরমপূজ্য পরমপ্রিয় পরমেশ্বরকে নিরন্তর অন্তর মধ্যে স্মরণ করিবে, ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তরের

অন্তর করিও না।—যদি জগতে আসিয়া জগতীয় যাবতীয় সরল সুখ সম্ভোগ করণের অভিলাষ হয়, তবে জগতের প্রিয় হও।—জগতের প্রিয় হইবার নিমিত্ত যে সকল প্রিয় কর্ম্মের প্রয়োজন হয়, প্রিয়জন হইয়া তাহাই কর। তুমি জগতের প্রিয় হইতে পারিলেই জগদীশ্বরের প্রিয় হইতে পারিবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। করুণাময় জগন্নাথের প্রধান অভিপ্রায় এই যে, জীবমাত্রেই তাঁহার নিয়মানুসারে হিতকর কর্ম্মে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, তাঁহার নিয়োজিত নির্ম্মল নিয়ম পালন পূর্ব্বক সমুদয় ইন্দ্রিয় সহিত শরীর সার্থক ও জন্ম সার্থক করিবে।

এইক্ষণে তুমি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা কর। কি কি কল্যাণের কার্য্য করিলে তোমার "প্রেম" এই সংসারীয় সমুদয় জনের মনের মন্দির অধিকার করিতে পারে, তৎকল্পে অনুরাগী হও। সর্ব্বাগ্রে তোমার ঘরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পরে পরের প্রতি কটাক্ষ করাই উচিত হয়। দেহকে বশীভূত কর,—ইন্দ্রিয়গণকে যথা যোগ্য শুভময় বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া চরিতার্থ কর।—নয়নকে জ্ঞান-পূরিত গ্রন্থ দর্শনে এবং এই বিনোদ বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারব্যূহ বিলোকনে।—শ্রবণকে ভৌতিক ধ্বনি সকল ও সাধু সমূহের সদুপদেশ শ্রবণে।—নাসিকাকে সুখময় সুরভি সকলের সৌরভ গ্রহণে।—ত্বককে শীত উষ্ণাদি অনুভব করণে—রসনাকে শুভদ সুস্বাদু সামগ্রীর রসাস্বাদনে স্বাদিত করণে, প্রিয় কথনে, পরম পুরুষের গুণ সংকীর্ত্তনে।—চরণকে সজ্জন সমাজে গমনে, শিবকর বস্তু বিশেষ আনয়ন জন্য গতি করণে।—করকে পাত্র বিশেষে দান করণে, মহা মাঙ্গলিক কার্য্য সাধনে ও মহা মঙ্গলময় মহেশ্বরের গুণ লেখনে নিয়োজিত কর।—কামকে নানাবিধ বিষয় ভোগে বিরত করিয়া ঈশ্বর প্রেমকামনায় কামী কর।—ক্রোধের বারণ কারণ বোধের অরাধনা কর।—লোভকে সামান্য ধনতৃষ্ণায় বিরত করিয়া পরম পুরুষার্থ পরমার্থ ধনাহরণে উৎসুক কর।—মোহকে পরম প্রেমে মোহযুক্ত কর, তাহা হইলে আর দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে

না—অর্থাৎ আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার গৃহ, আমার বিষয়—আমার আমার আর করিবে না।—মদকে ভক্তিমদে মত্ত করিয়া রাখ, মদ তত্ত্ববিষয়ে মত্ত হইয়া যত মদ প্রকাশ করিতে পারে করুক।— মাৎসর্য্যকে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ রিপুর প্রতিকূলে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে আদেশ কর।—মনকে জ্ঞানের গৃহে স্থাপন করত আপন বশে আনয়ন কর, তাহা হইলেই তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, আর কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনাই থাকিবে না, মনের কল্যাণকরী বৃত্তি সকল স্ব স্ব ভাবে আবির্ভূতা হইয়া তোমাকে অশেষ সুখে সুখী করিবে।

তুমি যেমন আপনার সম্মান, আপনার সম্ভ্রম, আপনার সুখ, আপনার স্বাস্থ্য ও আপনার মঙ্গল আপনি প্রার্থনা কর, সেইরূপ এই সংসারে আপনার ন্যায় সমভাবে সকলের সম্মান, সকলের সম্ভ্রম, সকলের সুখ, সকলের স্বাস্থ্য ও সকলের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি কর।—তুমি যেমন আপনার সুখে আপনি সুখী, আপনার দুঃখে আপনি দুঃখী, ও আপনার ক্লেশে আপনি ক্লিষ্ট হও, তদ্রূপ পরের সুখে সুখ, পরের দুঃখে দুঃখ ও পরের ক্লেশে ক্লেশ ভোগ কর—তুমি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, সে তোমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিবে।—তুমি যখন নয়নাগ্রে দর্পণ অপণ কর, তখন কিরূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও? তুমি আপনার মুখ ভঙ্গিমা যদ্রূপ কর, প্রতিবিম্বের ভঙ্গিমা অবিকল তদ্রূপই দৃশ্য হইয়া থাকে, অতএব যখন তুমি আপনার দেহ ভঙ্গিমা দোষে আপনিই আপনার রূপের নিকট উপহাস প্রাপ্ত হও, তখন অপ্রিয় ব্যবহার দ্বারা পরের নিকট প্রেম লাভ করিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভাব্য হইতে পারে? তুমি স্বয়ং যদি মহাশয় হইয়া মহাশয় পদে বাচ্য হওনের ও গৌরবযুক্ত সুসম্ভাষণের প্রার্থনা কর, তবে সমুদয় মনুষ্যকে সাধুভাবে সম্ভাষণ পূর্ব্বক মহাশয় শব্দে সম্বোধন কর।— প্রিয় হইবার উপায় কেবল "প্রিয় হওয়া,, তুমি আপনি যদি সক-

লকে প্রিয় জ্ঞান কর, তবে তাবতেই তোমাকে প্রিয়জ্ঞান করিবে। তুমি অভিমান ও অহঙ্কারের অধীন হইয়া যদিস্যাৎ সকলকে ঘৃণা পূর্ব্বক তাচ্ছল্য করিয়া কুকথা উল্লেখ কর, তবে কে তোমার পদে ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিবে? কে তোমাকে মস্তকে তুলিয়া নৃত্য করিবে? কে তোমাকে সুজন বলিয়া সমাদর করিবে? তুমি যাহার উপরে একগুণ দুর্ব্ব্যবহার করিবে, সে শতগুণে তাহার পরিশোধ লইতে ক্রটি করিবে না। আপনার সুখ সম্মান কেবল আপনার ব্যবহারের প্রতিই নির্ভর করে।—তুমি যাহার শরীরে প্রহার করিবে, সে কিছু স্বীয় কর দ্বারা তোমার শরীরের সেবা করিবে না।—তুমি যাহাকে পীড়া প্রদান করিবে, যাহাকে অপমান করিবে, যাহার ধন হরণ করিবে, ও যাহার মনে বেদনা দিবে, এই জগতে সেই ব্যক্তিই তোমাকে পীড়িত করিবে, ব্যথিত করিবে, তোমার মান নাশ, তোমার ধন নাশ, তোমার প্রাণ নাশ ও তোমার সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত করিবে। একটা প্রাচীন কথা আছে "আপ্ ভালা, তো, জগৎ ভালা, তুমি আপনি ভাল হও, তো জগৎ তোমার পক্ষে ভালই হইবে, এবং ইহার বিপরীত হইলে সমুদয় বিপরীত হইবে।

তুমি এই ভূতময় সংসারকে মনোময় কর।—মমতা ছাড়িয়া সকল বিষয়ে স্নেহের সমতা কর।—তুমি অভেদজ্ঞানে এই কলেবরে বাস করাতে ইহার প্রতি আমার বলিয়া তোমার মমতা হইয়াছে, একারণ ইহার কষ্ট জন্য রুষ্ট ও পুষ্ট জন্য তুষ্ট হইতেছ।—আমার দেহ, আমি দেহের কর্ত্তা, এইরূপ অভিমান সুখে সুখী হইয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক কতই কল্পিত শোভা ধারণ করিতেছ। এই দেহ চিরস্থায়ী ভাবিয়া কত কষ্ট স্বীকার করিতেছ, চিরকাল সুখে সম্ভোগ হইবে ভাবিয়া উপার্জ্জনার্থ না করিতেছ এমত কর্ম্মই নাই।—আমার গৃহ, আমার শয্যা, আমার পরিচ্ছদ, আমার ভাণ্ডার, আমার ভূমি, আমার শস্য, আমার সরোবর, আমার উদ্যান, আমার বৃক্ষ, আমার পরিবার, আমার দাস, আমার দাসী,

আমার জ্ঞাতি, আমার কুটুম্ব, আমার গ্রাম, আমার পল্লী, আমার হট্ট, এবম্প্রকার প্রত্যেক প্রত্যেক যাহাতে যাহাতে তুমি আমার আমার উল্লেখ করিতেছ, তাহাতে তাহাতেই তোমার মমতার আধিক্য হইতেছে।—তুমি আপনার দেহে বেদনা পাইলে যেমন কাতর হও, পরকে তদপেক্ষা সহস্র-গুণে পীড়িত দেখিলে কখনই তাহার শতাংশের একাংশ কাতরতা প্রকাশ কর না। আনলে অপনার গৃহ দগ্ধ হইলে, দৈব ঘটনায় আপনার স্থাবর বস্তুর ব্যাঘাত হইলে, আপনার অস্থা-বর বস্তু অপহৃত হইলে, রাজদ্বারে বা জন সমাজে তিরস্কৃত হইলে, কোনরূপ বিপদ ঘটিলে এবং আপ-নার পুত্র পৌত্রাদি কেহ মরিলে, দুঃখে কত খেদ ও কত বিলাপ করিতে থাক, শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, মৃতবৎ হইয়া ধূলিশয্যা সার কর। কিন্তু অপরের সেইরূপ শত শত বিপদ দেখিলে তোমার কিছুমাত্র দুঃখ বোধ হয় না, যে হেতু সেই সকল বিষয়ে তোমার স্বকীয় বলিয়া জ্ঞান নাই, পরকীয় বোধে আমার বলিয়া মমতা জন্মে নাই, সুতরাং তাহাতে তোমার স্নেহ হয় না, প্রেম হয় না, এজন্য খেদও হয় না। ফলে স্থিররূপে প্রণিধান করিলে তোমার পক্ষে উভয় তুল্য। তুমি যাহাকে আমার বলিতেছ, বিচারমতে তাহাতো তোমার নহে। যদি তোমারি সাব্যস্ত হয়, হউক, হানি কি? এইস্থলে বিবেচনা কর, তুমি যেমন আপন বস্তুকে আমার বলিয়া মমতায় ব্যাকুল হইতেছ, সেইরূপ জগতী ধামে তাবতেই স্ব স্ব বিষয়ে আমার আমার করিয়া অধিক মোহে মুগ্ধ হইতেছে। অতএব তুমি যখন আপনার মিথ্যা দেহ, গেহ, বিষয় ও পরিজনাদির মঙ্গলামঙ্গলে ও সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হইতেছ, তখন অন্যের শুভাশুভ ঘটনায় সেইরূপ সুখী ও সেইরূপ দুঃখী কেন না হও? হে জীব! তুমি যতদিন এরূপ না করিবে, ততদিন যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

দিনকর যেমন স্বীয়করে সর্ব্বত্র আলো করে, বিধু যেমন মৃদুকরে সকলকে তৃপ্ত করে, মেঘ যেমন বৃষ্টির সৃষ্টি করিয়া সমভাবে সর্ব্বত্র

বর্ষণ করে, শিশির যেমন নীহার বৃষ্টি করিয়া সকল স্থান আর্দ্র করে, বায়ু যেমন প্রবাহিত হইয়া সকলের শরীর শীতল করে, পুষ্প যেমন সকলকে সমান সুবাস প্রদান করে, নদনদী সকল যেমন জীবন দানে তৃষাতুরদিগের জীবন রক্ষা করে, তুমি সেইরূপ স্বীয় সাধ্যক্রমে সর্ব্বজীবে সমান ভাব, সমান দয়া, সমান প্রেম ও সমান স্নেহ বিতরণ কর।—তুমি একা এক গুণ ব্যয় করিলে কোটি কোটি জীবের নিকট হইতে কোটি-গুণে প্রাপ্ত হইবে।

হে মানব! তুমি বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হও, ব্রহ্মার ন্যায় কবি হও, জনকের ন্যায় জ্ঞানী হও, কামের ন্যায় সুন্দর হও, বলির ন্যায় দাতা হও, ভীষ্মের ন্যায় বীর হও, কুবেরের ন্যায় ধনী হও, এবং সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হও, কিন্তু মনে কিঞ্চিমাত্র অভিমান ও অহঙ্কার থাকিলে সকলি বৃথা হইবে। তোমার সেই বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, সভ্যতা, বল, বিক্রম, বিষয়, বিভব, রাজত্ব, প্রভুত্ব কিছুতেই কিছু করিবে না। সমুদ্র রত্নাকর ও জলনিধি হইয়াও লবণ-দোষে সকলের ত্যজ্য হইয়াছে।—চন্দ্র জগত্তৃপ্তিকর সুধাকর হইয়াও মৃগচিহ্ন জন্য কলঙ্কীরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।—ফণী মণিধর হইয়াও গরল-দোষে তাবতের অবিশ্বাসী হইয়াছে। দুর্ব্বাসা মুনি মহর্ষি হইয়াও উদর-দোষে লোকের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন।—নারদ মুনি দেবঋষি হইয়াও কোন্দল-দোষে দেবমণ্ডলে অমান্য হইয়াছেন,—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক হইয়াও অশ্বত্থামার বিষয়ে কৌশলে মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করাতে নরক দর্শন করিয়াছেন। অতএব তুমি পর্ব্বত তুল্য উচ্চ হইলেও গর্ব্ব-দোষে খর্ব্ব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। দাম্ভিকতা, ছলনা, চাতুরী, অভিমান প্রভৃতিকে শান্তিসলিলে বিসর্জ্জন কর। হৃদয়মন্দিরে সত্যদেবের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিষ্ঠা-পূর্ব্বক দয়া, ধর্ম্ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, করুণা, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদিকে মনের ক্রোড়ে সমর্পণ কর।—মন যেন আর ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহাদিগের অঙ্গসঙ্গ ভঙ্গ দিয়া অনঙ্গরঙ্গের রঙ্গী ও সঙ্গের

সঙ্গী না হয়। যিনি এক অদ্বিতীয় অনঙ্গ অসঙ্গ, কেবল তাঁহারি সঙ্গে সঙ্গ করুক ও তাঁহারি রঙ্গে রঙ্গ করুক।

তুমি যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হও, সিংহাসনে বসিয়া অনেকের উপর প্রভুত্ব কর, লোকে তোমায় মহারাজ চক্রবর্ত্তী বড়মানুষ বলিয়া মহা সম্ভ্রমে সম্বোধন করে, কিন্তু তুমি যদি আপনি মানুষ না হও, তবে মানুষে তোমায় কখনই মানুষ বলিবে না, মানুষ, মানুষ, বড় মানুষ, সে বড় মানুষ কি ধনে হয়? ধনের বড় মানুষ কখনই মনের বড় মানুষ নহে, ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষ মানুষ। আমি ধন দেখিয়া তোমাকে সমাদর করিব না, জন দেখিয়া তোমার আদর করিব না, সিংহাসন দেখিয়া তোমার সম্মান করিব না, বাহুবল দেখিয়া তোমার সম্ভ্রম করিব না, কেবল মন দেখিয়াই তোমাকে পূজা করিব। তুমি যদি-স্যাৎ স্বয়ং অমানুষ হও, অথচ দণ্ডধর হইয়া দণ্ড ধরিয়া আমাকে দণ্ড করণে উদ্যত হও, তথাচ আমি দণ্ড ভয়ে কদাচ তোমাকে দণ্ডবৎ করিব না। কিন্তু তুমি যদি পবিত্রচিত্তে সাধু-স্বভাবে ভিক্ষার ঝুলি ধারণ করিয়া আগমন কর, তবে তোমার দর্শন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ অমনি ধূলি ধুষরিতাঙ্গ হইয়া পদতলে প্রণত হইব। অতএব যদি মানুষ হইবার অভিলাষ থাকে, তবে মনকে বিমল কর, ও সরল কর।—আপনি ছোট হইলেই বড় হইবে, বড় হইলে কখনই বড় হইতে পারিবে না।

তুমি এই পৃথিবীকে আমার আমার বলিয়া যতই অভিমান করিবে, পৃথিবী ততই হাস্য করিবেন। কারণ তোমার ন্যায় এমনধারা কত "আমি,, আমার আমার করিয়া গত হইয়াছে, গত হইতেছে ও গত হইবে, তাহার সংখ্যা নাই। "তুমি,, বলিতে অথবা "আমি,, বলিতে, আমার বলিতে বা তোমার বলিতে, জগতে কেহই রহিবে না, কিন্তু বসুমাতা যেরূপ স্বভাবে শোভা করিয়া আছেন, চিরকাল সেইরূপ থাকিবেন। যদি এই অবনীকে তোমার নিতান্তই আমার বলিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে,

তকে বল, কিন্তু আমার বলা উচিত হয় না, আমার পৈতৃক ধন বলিয়া সম্ভোগ কর, অভিমান কর, অহঙ্কার কর, তাহাতে কেহই তোমাকে পরিহাস করিতে পারিবে না এবং বসুধা সতীও আর হাস্য করিবেন না, কারণ জগদীশ্বরের এই জগৎ। জগদীশ্বর তোমার পিতা, তুমি তাঁহার পুত্র, অতএব পিতার পুত্র হইয়া পিতৃধন আমার ধন বলিয়া ভোগ করিলে কে তোমাকে হাস্যাস্পদ বলিয়া ঘৃণা করিবে? পৈতৃক সম্পত্তির স্বত্বের প্রতি আপত্তি কেহ করিতে পারে না।—হে জীব! তোমরা তাবতেই পরম পিতা পরমেশ্বরের বংশ, সমভাবে অংশ করিয়া ভোগ কর, কেহ কাহাকে বঞ্চিত করিও না, বল পূর্ব্বক যিনি পিতৃধনের অধিকার করিয়া অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করেন, তিনি পিতার প্রিয় হইতে পারেন না, পিতা যে তাঁহাকে গোপনে গোপনে ত্যজ্যপুত্র করেন, তিনি তাহা জানিতে পারেন না। তাঁহাকেই উত্তম সৎপুত্র বলি, যিনি পিতার অভিমতানুযায়ী কর্ম্ম করেন, তাঁহাকেই পিতার মধ্যম পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞানুযায়ী কর্ম্ম করেন,—এবং তাঁহাকেই পিতার অধম অসৎ পুত্র বলি, যিনি পিতার আজ্ঞা অবহেলন করেন। তুমি যদি অতি উত্তম সৎপুত্র হওনের প্রার্থনা কর, তবে অভিপ্রেত রূপ কার্য্য সাধন করত তাঁহার প্রিয় হইয়া প্রেমলাভ কর। ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধ ত্যাগ কর, সকলের প্রতি সমান দয়া কর, তাহা হইলেই তুমি সাধুসমাজে সাধুবাদ প্রাপ্ত হইবে, সকলের প্রিয়তম, জগতের প্রিয়তম এবং জগদীশ দয়াময়ের কৃপাপাত্র হইবে।

লঘু ত্রিপদী।

বল দেখি ভাই, শুনি আমি তাই,
কি তোমার আছে পুঁজি।
এসে এই ভবে, চিরদিন রবে,
মনেতে ভেবেছ বুঝি॥
আমার আমার, মুখে বার বার,
মিছে কেন আর কহ।
পেয়ে কলেবর, হোলে তুমি নর,
কখনো অমর নহ॥
ভাব নিজ ভাব, হবে সুখ লাভ,
সরল স্বভাব ধর।
সকলে সমান, প্রেম কর দান,
অভিমান পরিহর

আমার এ সব, আমার বিভব,
সুত, সুতা, সহোদর।
তোমার তনয়, তোমার, ত, নয়,
মমতা সমতা কর ॥
পথ ছেড়ে সোজা, বোয়ে কার বোঝা,
কুমতে কুপথে চর।
বল তুমি কার, কেবাই তোমার,
কার ভার বোয়ে মর ॥
অসত সহিত, বসত বিহিত,
এ ভাব কভু না ধর।
অহিত রহিত, সুজন সহিত,
সতত বসত কর ॥
পর বাসে রোয়ে, পরবশ হোয়ে,
মিছে কেন কাল হর।
ভাব কি ভাবনা, কেন রে ভাবনা,
পরম পুরুষ পর ॥
ভ্রমে পরস্পর, দেখে নিজ পর,
নাহি জানে নিজ পর।
সকলেই পর, শুধু সেই পর,
পর নাহি তার পর ॥
নিজ পরিবারে, নিজ ভাব যারে,
নিজ নহে সেই পর।
তোমার যেজন, হইবে আপন,
কেমনে সে হবে পর ॥
ভবের ভিতরে, যে তোরে, ভিতরে,
অশেষ সুখের নিধি।
তাহারে ভজনা, সে রসে মজনা,
একিরে, বিহিত বিধি ॥
তাহার পীরিতে, গিরিতে ফিরিতে
কিছুই না করি ভয়।

অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে,
সব ঠাঁই পাব জয় ॥
জয় গুণধাম, জয় দাতারাম,
রাম রাম নাম লহ।
রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
বেড়াও সবার সহ ॥
ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন
আইলে জনমভুমি।
যে তোরে দেখিল, সকলে হাসিল,
কেবলি কাঁদিলে তুমি ॥
শেষেতে যখন, মুদিয়া নয়ন,
যাইবে আপন বাসে।
তোমার গমনে, যেন কোন জনে,
সে সময়ে নাহি হাসে ॥
সদা সদাচার, হইলে প্রচার,
দশ দিগে যশ ছুটে।
দেহ হোলে শব, কাঁদে যেন সব,
হাহারব যেন উঠে ॥
যত দিন আছ, যত দিন বাঁচ,
যত দিন রবে ভবে।
প্রেমেতে বাঁধাও, কাঁদিয়া কাঁদাও,
হাসিয়া হাসাও সবে ॥
সাধু যদি হও, সাধু পথে রও,
নাহিক সুখের লেখা।
খলের আচার, ছলের আগার,
যেমন জলের রেখা ॥
জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই,
আপনা দেখনা একা।
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সেরূপ,
মুকুরে বদন দেখা ॥

ভালবাস যাহা, যদি চাও তাহা,
ভালবাস তবে সবে।
পাবে সুখসার, ভুলোকে সবার,
ভালবাসা তুমি হবে॥
সময় পাইয়া, সুখের লাগিয়া,
করিলে না কিছু যত্ন।
আসিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়,
হেলায় হারালে রত্ন॥
করিয়া যতন, পরিয়া ভূষণ,
দেহ ঢাকো চারু বাসে।
আঁচড়িয়া কেশ, যত কর বেশ,
ততই শমন হাসে॥
জারজ কুমার, ভেবে আপনার,
যে জন আদর করে।
ভ্রম শুধু তার, তনয় আমার,
মনে কত সাধ ধরে॥
তাহার জননী, এদিগে অমনি,
আপনারি মান মানে।
বলে একি পাপ, তুমি কার বাপ,
যার বাপ সেই জানে॥
নাহি জেনে মূল, স্থূলে হয়ে ভুল,
বিষয় আসবে রত।
ভাবিয়া প্রধান, যত অভিমান,
অপমান হয় তত॥
এই যে আমার, ধরা অধিকার
আমি হই ক্ষিতিপতি।
শুনে তার ভাস, করি পরিহাস,
হাসেন ধরণী সতী॥
অবনী আমার, স্বামী আমি তার,
একথা শুনিবে যেই।
লাজ না বাসিবে, কুভাব ভাবিবে,
কুহাস হাসিবে সেই॥
পেয়েছ রসনা, পূরাও বাসনা,
ঘোষণা করহ মুখে।
আমার পিতার, অখিল সংসার,
ভোগ করি আমি সুখে॥
পৈতৃক বিভব, স্বভাবে সম্ভব,
ভোগ কর ভবে থেকে।
কেহ না দুষিবে, সকলে তুষিবে,
পুষিবে হৃদয়ে রেখে॥
ভাই আছ যত, হোয়ে এক মত,
এক ভাব সবে ধর।
করি এক মন, করি এক পণ,
সমানে সুভোগ কর॥
কেহ নহে পর, সব সহোদর,
পরস্পর কর স্নেহ।
এক রসে সব, কর এক রব,
একের দোহাই দেহ॥
একের বাজার, একেই হাজার,
একে হয় কত শত।
এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মিলে,
সমুদয় হয় হত॥
তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
একের পূজাই ধর।
সদা এক জ্ঞানে, থেকে এক ধ্যানে
জীবন সফল কর॥

পয়ার।

রোয়েছে পরম ধন, নিকটে পড়িয়া।
এই বেলা লহ জীব, যতন করিয়া॥

এখন না লও যদি, পাবে না হে আর।
অবশেষে কেবল, যাতনা হবে সার ॥
সময়ে এ ধন যদি, হাত ছেড়ে যায়।
শুধুই করিবে খেদ, হায় হায় হায় ॥
নির্ধনের ধন এই, নিধনের ধন।
এ ধন সাধন কর, ওরে বাছা ধন ॥
মহাধন, এইধন, যদি নাহি রয়।
কি ধন পাইবে তবে, নিধন সময়?
এ ধন হৃদয়ে রাখ, ঠেলোনা ঠেলোনা।
হাতে কোরে, তুলে লও, ফেলোনা ফেলোনা ॥
হবে ধনী, রবে ধ্বনি, ওরে বাপধন।
নিধনে সধন হবে, পাইলে এ ধন ॥

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার গুণে।
জগৎ বন্ধন কর, ব্যবহার গুণে ॥
যে ভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ।
জগৎ সেভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ ॥
প্রেম-বলে জগতের, প্রিয় হয় যেই।
জগদীশ পুরুষের প্রিয় হয় সেই ॥

প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে ॥
দেখ তার, কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা ॥
লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে।
একবার আহা, উহু, করেনাকো মুখে ॥
সহজে কি প্রেম কোরে, তারে পাবি বোকা।
চিরকাল একভাব, বুড়া হোয়ে খোকা ॥
জ্ঞানাগুনে ঝাঁপ দেরে, দূরে যাক্ ধোঁকা।
এখনি পুড়িয়া মর, হোয়ে প্রেম পোকা ॥

ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘর ছাড়া হোয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লোয়ে ॥
পেট নিয়া, দ্বারে দ্বারে, যদি শুন হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, ফল কিরে বাপু ॥
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে বাপু, ঘর ছাড়া, অনুচিত নয় ॥
বোসে থাকো এক ঠাঁই, নীরব হইয়া।
চেঁচাওনা কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া ॥

প্রভাতে উঠিয়া করি, হাস্য পরিহাস।
সে দিন করিতে হয়, যদি উপবাস ॥
যায় যায়, উপবাসে, দিন যায় যাবে।
সাধুসহ সদালাপে, কত সুধা খাবে ॥
অমৃত ভোজন করি, যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত ॥
যায় দাঁত, যায় হাত, কিছু ক্ষতি নাই।
লেখ লেখ হরিগুণ, সুধা খাও ভাই ॥
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে ॥

ভাবী বিনা, স্বভাবের, ভাব কেবা ধরে।
জ্ঞানী বিনা, জ্ঞানপথে, কেবা আর চরে ॥

বর্ষা বিনা, সাগরের, উদর কে ভরে।
মাতা বিনা, সন্তানের, আদর কে করে ॥
রবি বিনা, জগতের ধ্বান্ত কেবা হরে।
দাতা বিনা, দরিদ্রের, দুঃখে কেবা মরে ॥

হায় হায়, হাসি পায়, তোমায় দেখিয়া।
কুশল কামনা কর, কুসঙ্গ করিয়া ॥
বিষ-বৃক্ষ সৃজিয়া কি, পাবে সুধাফল।
অনল কি দিতে পারে, জলের শীতল ?
জলনিধি রত্নাকর, বিমল শরীর।
অপার বিস্তার যার, স্বভাবে গভীর ॥
অগাধ নীরধি যেই, বহুগুণরাশি।
বাঁধা গেল রাবণের হয়ে প্রতিবাসী ॥

ঠক্ ঠক্ শব্দ করি, ঘুরাতেছ মালা।
ভাবিয়াছ দশের, যশের তুমি শালা ॥
চাল নাই, খুঁটি নাই, নাহি গুণ লেশ।
কেমনে হইবে শালা, বল না বিশেষ ॥
ঠক্ ঠকে, ঠোকে যাবে, আয়ু ফুরাইলে।
কি হইবে মিছামিছি, মালা ঘুরাইলে ॥
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে।
না বুঝিয়া পরিণাম, হরিনাম মুখে ॥
ফেরে ফেরে ফেরাতেছ, জোপে ফের ফের।
জান না কি এই ফেরে, কত আছে ফের ॥
পড়ুক কাটের মালা, হাত থেকে খোসে।
জপরে মনের মালা, স্থির হয়ে বোসে ॥

কদিন বাঁচিবে, আর, কদিন বাঁচিবে।
এ ভাবে, কদিন আর, জীবন যাচিবে ॥
কদিন, ধরিবে আর দেহের এ বল।
কদিন, চলিবে আর, দেহের এ কল ॥
কদিন, ইন্দ্রিয়গণ রবে আর বশ।
কদিন, করিবে ভোগ, বিষয়ের রস ॥
জীবন জীবন বিম্ব, স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি হয় ॥
শত বর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার।
রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার ॥
বাল্য রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল।
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল ॥
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা।
কলহ, দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা ॥
তথাচ কিঞ্চিৎকাল, বাকী যাহা রয়।
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষয় ॥
অহরহ পাপপথে, চালে দেহ রথ।
ভ্রমেও ভাবেনা জীব, পরমার্থ পথ ॥
গতকাল, পুন কিছু, আসিবে না আর।
আসিছে যে কাল, তাহা, স্থিত থাকে কার ॥
বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়।
করিতে উচিত যাহা, কর এ সময় ॥
এসেছে অতিথিকাল, কর তার সেবা।
অতিথে বিমুখ হোয়ে, যশ পায় কেবা ॥
আপনার হিত দেখ, বিহিত বুঝিয়া।
অতিথি বিদায় কর, সুকর্ম্ম করিয়া ॥
কাল যত গত, তত, গত হয় আয়ু।
তথাচ না দুর হয়, মিছে আশা বায়ু ॥
নিরাশা পরমসুখ, আশা ঘোর দুখ।
আশানদী পারে গেলে, পাবে কত সুখ ॥
বিমল সন্তোষ ধাম, প্রাপ্ত হবে যদি।
পার হও মিছে আশা, কর্ম্মনাশা নদী ॥

যৌবনের শোভা আর, ফুলের সৌরভ।
করোনা করোনা এই, দুয়ের গৌরব ॥
যৌবনে রূপের ভাতি, ফুল সম হয়।
কিছুকাল শোভামাত্র, পরে নাহি রয় ॥
সম্পদের অভিমান, করোনারে মন।
পদে পদে বিপদের, হয় আগমন ॥
যে প্রকার বরষায়, নদী আর নদ।
সেরূপ নিশ্চয় জেনো, জীবের সম্পদ ॥
হিমাগমে জলের প্রবাহ হয় হ্রাস।
বিপদে তেমনি করে, সম্পদ বিনাশ ॥
যদিও তোমার এই, সম্পদ রবেনা।
বিপদের পদ ভজ, বিপদ হবে না ॥

কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায় ॥
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায় ॥
এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥
ভুতে করে হাড় গুঁড়া, ঢেলায় ঢেলায়।
জাননা কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় ॥

মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, কেনা বেচা করে ॥
কেহ বেচে, কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাহি কান ॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি, কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ ॥
অবিনাশী আত্মা এক, স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে, মুক্তি কার হয় ॥

মান।

মনে যার প্রণয় পীযূষ তৃষা আছে।
অভিমান ম্রিয়মাণ, হয় তার কাছে ॥
দহিলে প্রেমিক মন, বিচ্ছেদ দুর্জ্জয়।
মানসে উপজে মান, মিলন সময় ॥
মুখের আলাপ নাই, নয়নে আলাপ।
কে কারে সাধিবে ঘটে, এই পরিতাপ ॥
বদ্ধ হয়ে মনপক্ষী, মানের পিঞ্জরে।
অবিরত জ্ঞানহত, ছট্ ফট্ করে ॥
সুচারু প্রণয় তরু, অপরূপ ঠাম।
ধরেছে সুফল তাহে, সুখ যার নাম ॥
কিরূপে সে ফল বল, পাইবে অন্তর।
পিঞ্জর বাহিরে সেই, ফল মনোহর ॥
হৃদয়েতে ক্রমে উঠে, প্রণয়ের শোক।
নয়নের জলে নিবে যায় প্রেমালোক ॥
কিন্তু উভয়ের মনে, প্রণয়ের টান।
পুনর্ব্বার হুতাশনে করে বলবান।
বসনেতে ঝাঁপিয়া, বদন শতদল ॥
গোপনেতে সম্বরণ, করে অশ্রুজল ॥
ছল ছল করে তবু, অভিমান ছলে।
শিশিরের শোভা যেন, শতদল দলে ॥
অথবা মুকুতা হার, পদ্ম রাগ পরে।
ঝক্ ঝক্ তক্ তক্, কিবা শোভা করে ॥
তখন উভয় মন, নহে এক মত।
একজন মানভরে, অন্য জন নত ॥

নম্র হোয়ে ধরে প্রিয়, চরণ যুগল।
লতিকা জড়ায় যেন, তরুবর দল ॥
কম্বু করে ধরে কম্বু,ধরে বিম্বাধর।
সাধনা করয়ে কত, বাড়য়ে আদর ॥
"একি আর দেখি প্রাণ, হিতে বিপরীত।
অভিমানে অধোমুখ, সাধের পীরিত ॥
অনুগত জনে কেন, এত অপমান।
অনাদর নাহি সহে, সুখের পরাণ ॥
অনুযোগ করো মোরে, তাহে ক্ষতি নাই।
অনালাপে হৃদয়েতে, বড় ব্যথা পাই ॥
অনুক্ষণ অনুরক্ত, আমি হে তোমার।
অনুসূচনাতে কত, জ্বালাইবে আর ॥
অনুমান করি তব, অনুরাগ নাই।
অনুপায় আমি ওহে, দোহই দোহাই ॥
অনুচিত অনুগতে, এত অভিরোষ।
অনুদিন তব ভাবে, না হয় সন্তোষ ॥ „
এইরূপ সাধনায়, কোথা অনুরোধ।
মানির মনেতে নাহি, প্রবেশ প্রবোধ ॥
পরিতপ্ত হয়ে প্রিয়, যত তারে সাধে।
ততই বাড়িয়ে মান, পরমাদ সাধে॥

ঈশ্বর-স্তোত্র।

চম্পকচ্ছন্দঃ।

দয়াময়, তোমা বিনা, আর কিছু, চাইনে।
আর কিছু চাইনে ॥
তব নাম সুধা বিনা, আর কিছু খাইনে।
আর কিছু খাইনে ॥
তব গুন-গীত বিনা, অন্য গীত গাইনে।
অন্য গীত গাইনে ॥
তব প্রেম-পথ বিনা অন্যপথে যাইনে।
অন্যপথে যাইনে ॥
তব শ্রদ্ধাজল বিনা, অন্য জলে নাইনে।
অন্য জলে নাইনে ॥
তব সুখে সুখ বিনা কিছু সুখ পাইনে।
কিছু সুখ পাইনে ॥
তব ভাব দিক্ ছেড়ে, কোন দিকে ধাইনে।
কোন দিকে ধাইনে ॥
ওহে হরি, তোমা ছাড়া, কোনদিকে চাইনে ॥
কোন দিকে চাইনে ॥
চিরকাল খেটে মরি, নাহি পাই মাইনে।
নাহি পাই মাইনে ॥
বিনা মূলে কিনে লবে, লিখেছ কি আইনে।
লিখেছ কি আইনে ?

লঘু পয়ার।

এ জগতে যত কিছু, সকলি অসার।
সকলের সার, তুমি, সকলের সার ॥
দয়াময়, দয়া কর, দেখে দীনহীন।
তোমার অধীন, আমি তোমার অধীন ॥
তোমার চরণ যেন, স্মরণ হে রয়।
মরণ সময়, নাথ, মরণ সময় ॥
চরমে পরম গীত, রসনায় গায়।
ভুলিনে তোমায়, যেন, ভুলিনে তোমায় ॥
সুখে তব, নাম গান, হব ভব পার।
কি ভয় আমার, বল, কি ভয় আমার ?

দিনান্তে যে তব নাম, জপে একবার।
বিপদ কি তার, নাথ, বিপদ কি তার ? ॥
হৃদয়ে তোমার ভান, হইলে উদয়।
কিছু কিছু নয়, আর, কিছু কিছু নয় ॥
কথন হওনা মম, অন্তর অন্তর।
জাগ, নিরন্তর, মনে, জাগ নিরন্তর ॥
জ্ঞানরূপ অসি দিয়া, কাটো মোহপাশ।
অজ্ঞান বিনাশ কর, অজ্ঞান বিনাশ ॥
মনাকাশে বোধ-শশী, কর২ প্রকাশ।
এই অভিলাষ, করি, এই অভিলাষ ॥
যতরূপ সুখভোগ, বিষয়ে বিধান।
করি তৃণজ্ঞান, সব, করি তৃণজ্ঞান ॥
ধরণীর কোন ধনে, নাহি করি আশা।
তুমি ভালবাসা, হও, তুমি ভালবাসা ॥
তোমায় না ভোজে, যদি, হয় সুখোদয়।
সুখ কভু নয়, সেতো, সুখ কভু নয় ॥
তোমার সাধনে হোলে, দুখের উদয়।
দুখ কভু নয়, সেতো, দুখ কভু নয় ॥
তোমার সাধনা সুখ, সেই সুখ সুখ।
আর সব দুখ, নাথ, আর সব দুখ ॥
তব নাম-চাঁদের, অমৃত যেই খায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় তার, ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় ॥
সে রসের আস্বাদন, পেয়েছে যে জন।
সফল জীবন, তার, সফল জীবন ॥
তারে, তারে, তারিয়াছে, পেয়েছে সে তার।
সকলি বেতার, তার, সকলি বেতার ॥
চাঁদ ফেলে আছাড়িয়া, নাহি ছোঁয় সুধা।
যায় ভব ক্ষুধা তার, যায় ভব ক্ষুধা ॥
ইহ, পরকালে তার, দুইকালে জয়।
সদা শিবময়, সেই, সদা শিবময় ॥

নিরানন্দ নিকটেতে, যেতে নাহি পারে।
সন্তোষ-সাগরে, ভাসে, সন্তোষ-সাগরে ॥
কাননের তরুতল, নগর প্রধান।
সকল সমান, তার, সকল সমান ॥
রোগ, শোক, জরা, দুখ যাতনা অপার।
কিছু নাই, তার, মনে, কিছু নাই তার ॥
সদা কাল, সমভাব, সম্পদে বিপদে।
মতি তব পদে, শুধু, মতি তব পদে ॥
সুজন, কুজনে নাই, তুষ্টি আর খেদ।
আত্ম পর, ভেদ নাই, আত্ম পর ভেদ ॥
সেরূপ বিমলভাব, ওহে বিশ্বসার।
কবে পাব আর, আমি, কবে পাব আর ॥
ভ্রমের বাড়ায়ে ভ্রম, ভ্রমি এই ভবে।
আমার কি হবে, নাথ, আমার কি হবে ?
আমারে অভ্রম যদি, কর এই ভবে।
অভ্রম কি হবে, তায়, অভ্রম কি হবে ॥
ভ্রমে ভ্রমে, মন সদা, নাহি জানে ক্রম।
হর তার ভ্রম, হর, হর তার ভ্রম ॥
আমায় কৃতার্থ কর, কল্যাণ করিয়া।
নিজ জ্ঞান দিয়া, বিভু, নিজ জ্ঞান দিয়া ॥
আমি, আমি, আমার, আমার সমুদয়।
না করিতে হয় যেন, না করিতে হয় ॥
যখন যে ভাবে আমি, যেখানেতে থাকি।
তোমারেই ডাকি, শুধু, তোমারেই ডাকি ॥
অন্তর বাহির আর, কেন রাখ ভেদ।
দূর কর খেদ, সব, দূর কর খেদ ॥
করিবে হে, তব প্রেম, বারি বরিষণ।
হেরিয়া নয়ন, রূপ, হেরিয়া নয়ন ॥
মরমে উদয় হোক্, পরম প্রবোধ।
আমি আমি বোধ, যাক্, আমি আমি বোধ ॥

আমায় ক্লুরে না কেহ, আমার আমার।
হইব তোমার, শুধু, হইব তোমার ॥

সংগীত।

রাগিণী ললিত।

তাল আড়া।

কি হবে, কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে,
কত দিনে পাব আমি, প্রবোধ কুমার হে ॥
এসে এই মায়াপুরে, অন্ধকারে মরি ঘুরে,
এখনো গেলনা দূরে, ত্রিতাপ আঁধার হে ॥
পরম প্রণয় ধরি, বৃথা সুখ পরিহরি,
রসনায় হরি হরি, কবে কবে আর হে ॥
পরমেশ পরাৎপর, পতিতে পবিত্র কর,
পতিত পাবন নাম, শুনেছি তোমার হে ॥
জ্ঞানারুণ অনুদিত, হৃদিপদ্ম সমুদিত,
মোহমেঘে আচ্ছাদিত, অখিল সংসার হে ॥
পাইয়া অনিত্য দেহ, নিত্যভ্রমে করে স্নেহ,
আপন স্বরূপ কেহ, না করে বিচার হে ॥
মন নহে মনোমত, কত ভাবে ভাবে কত,
অবিরত হেরি যত, মায়ারি বিকার হে ॥
বিফলে বিগত কাল, নিকট হোতেছে কাল,
না হইল ক্ষণকাল, সুখের সঞ্চার হে ॥
যেজন যেভাবে ভাবে, স্বভাব না পায় ভাবে,
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে, ভাবনা অপার হে ॥
স্বরূপ স্বভাব মতে ভ্রমিলে ভাবনা পথে,
দেখা যায় এজগতে, সকলি অসার হে ॥
ভুতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়,
সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে ॥
কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মানস মন্দিরে মম, করহ বিহার হে ॥
সদা ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ,
স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে ॥
মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে,
নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে ॥
সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময়,
আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে ॥
কতরূপ কতরূপ দেখিতেছি যতরূপ,
ভাবতেই তবরূপ রোয়েছে প্রচার হে ॥
দেখে এই ভবরূপ, না দেখে যে তব রূপ,
হায় একি অপরূপ, বৃথা জন্ম তার হে ॥
অচল সচল চয়, রূপ শোভা যত হয়,
সকলেরি দয়াময়, তুমি মূলাধার হে ॥
তোমার বিভাস তায়, যদি না প্রকাশ পায়,
একে একে সমুদায়, হয় অন্ধকার হে ॥
কেমন মনের ভুল, জীব সব বুঝে স্থূল,
ভব মূল, তব মূল, বোধ আছে কার হে ?
না চিনিয়া আপনায়, তোমার চিনিতে চায়,
সাঁতারে কি হওয়া যায়, পারাবার পার হে ॥
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ভার ধরিলাম,
কিছুই না করিলাম, নিজ উপকার হে ॥
ভয় করি পর-ক্রোধ, অনুরোধ উপরোধ,
জনমের পরিশোধ, হইল এবার হে ॥
আমি দ্বিজ, আমি মুচি, আমি পাপী, আমি শুচি,
এ অরুচি, এই রুচি, দেশ ব্যবহার হে ॥
মতে মতে দিয়া মত, সময় হইল গত,
এখনো রাখিব কত, পাপ দেশাচার হে ॥
কেবা বিপ্র, কেবা মুচি, কে অশুচি কেবা শুচি,
দেখিতেছি মিছামিছি, এ সব ব্যাপার হে ॥
বৃথা করি পরিশ্রম, তোমার কৃপার ক্রম,
বিনা এই ঘোর ভ্রম, হবে না সংহার হে ॥

অবিদ্যার ঘোর জোর, রজনী না হয় ভোর,
কেবল করিছে সোর, চোর অহঙ্কার হে ॥
যত দিন শত্রু সবে, প্রবল হইয়া রবে,
ততদিন এই ভবে, না দেখি নিস্তার হে ॥
বপুবাসে রিপুদল, প্রকাশ করিছে বল,
ক্রমে সেই দলবল, হতেছে বিস্তার হে ॥
থাকিতে সরল সোজা, না হইল সার বোঝা,
ক্রমেই ভ্রমের বোঝা, হইতেছে ভার হে ॥
এ ভার বিষম ভারি, আমি নিজে নই ভারি,
এ নহে তোমার ভারি, হর এই ভার হে ॥
ভারি হয়ে ভার ধর, ভারি ভার হর হর,
গুণাকর কর কর, আশার স্থসার হে ॥
কৃপাকর কৃপারাশি, অবিদ্যার বল নাশি,
করুক বিবেক আসি, দেহ অধিকার হে ॥
এরূপ হইলে তবে, আর কি হে ভয় রবে,
বিরাগ আসিয়া হবে, অনুচর তার হে ॥
বিবেকের অবয়ব, দেখে হবে পরাভব,
ছেড়ে যাবে শত্রু সব, মনের আগার হে ॥
রাগ দ্বেষ নাহি রবে, আমার মানস তবে,
সহজে পবিত্র হবে, হবে পরিষ্কার হে ॥
হইলে ধর্ম্মের জয়, সমুদয় শুভময়,
বিপক্ষের যত ভয়, হবে ছারখার হে ॥
আমায় দেখিয়া দীন, এমন স্থদিন, দিন,
তবে জানি ভক্তাধীন, করুণা অপার হে ॥
গত যত হয় ভাবী, ততই ভাবেতে ভাবি,
সেরূপ ভাবের ভাবী, কবে হব আর হে ॥
গুপ্ত কথা নাহি কোয়ে, হাসিতেছ গুপ্ত রোয়ে,
আমি কেন গুপ্ত হোয়ে, ভুগি কারাগার হে ॥
দিয়েছ ঈশ্বর নাম, না দিলে ঈশ্বর ধাম,
ঈশ্বর তোমার নাম, করিয়াছি সার হে ॥
কি করিব নাম নিয়া, তুষিলেনা ধাম দিয়া,
নামে ধামে এক করা, বিহিত বিচার হে ॥
বিবেচনা স্থখালয়, ক্রিয়া সব শুভময়,
সকলেই যেন কয়, ঈশ্বর তোমার হে ॥

পয়ার।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে স্থন্দর অতি, জগতের শোভা ॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, স্থখদ স্বভাব ॥
তরুণ তপন হরে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর করকর, হন দিবাকর ॥
ক্রমেতে, ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত, তত, দীন, দিনপতি ॥
পরিশেষ পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে ॥
কুস্থমের বাস ছেড়ে, কুস্থমের বাস।
বায়ু ভরে এসে করে, নাসিকায় বাস ॥
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্য ভরা, হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ ॥

মাজে মাজে, যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে।
রস আর, যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে ॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া ॥
ক্ষণ পরে, সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস।
শ্বেতময়, সমুদয়, অমল আকাশ ॥
পুন দেখি, নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥
আর বার, দেখি তার, নাহি সেইরূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ ॥
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকার রাশি।
তাই দেখে, মাজে মাজে, চপলার হাসি ॥
সে সময়, মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥
ক্ষণ পরে, চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এই রূপ, এই রস, এই আছে, রব ॥
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে, সব।
এই এই, আর নেই, পরে এই শব ॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ এই অহংকার ॥
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি, মন ॥
এই মেধা, এই যত্ন, এই অনুমান।
এই তুমি, এই আমি, এই অভিমান।
ক্ষণ পরে, আমি কোথা, কেবা আর কার ?
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি, এই আছে, এই নাই, আর।
প্রণাম তোমায়, প্রভু, প্রণাম আমার ॥

পর নাম, দাতারাম, ধরি হে চরণে।
দয়াকর, দয়া কর, দীনহীন জনে ॥
কালের নিদাঘে, আমি, নাহি করি ভয়।
ভিতরের গ্রীষ্ম যত, সব কর ক্ষয় ॥
তাপেতে দাহিছে দেহ, রহেনা রহেনা।
সহেনা, সহেনা, আর, যাতনা সহেনা ॥
অহঙ্কার, দিবাকর, খর কর ধরে।
অভিমান অনিল, অনল বৃষ্টি করে ॥
আশারূপ ঘূর্ণাবাতে, ঘোর অন্ধকার।
দেখিতে না পাই কিছু, করি হাহাকার ॥
কর্ম্মভোগ ধূলা উড়ে, অন্ধ কোরে রাখে।
ক্ষণেকে প্রলয় করি, দিক সব ঢাকে ॥
ধনতৃষা, নহে কৃশা, সদাই প্রবল।
মানস-চাতক ডাকে, দে জল, দে জল ॥

লোভ রূপ ঘন, ঘন, করিছে গর্জ্জন।
নিরন্তর চেয়ে আছে, তাহার বদন॥
মাঝে মাঝে ক্রোধ রূপ, বজ্রনাদ হয়।
শুনে রব, হই শব, জীবন সংশয়॥
কামনার অনল, প্রবল হোয়ে জ্বলে।
সে অনল, শীতল, না হয় কোন জলে॥
বল আর, কিপ্রকার, রাখিব জীবন।
পিপাশায়, ছাতি ফাটে, না পাই জীবন॥
দয়া-নদী শুখায়েছে, বেগ নাই আর।
মোহরূপ, পাঁকে ভরা, কলেবর তার॥
সাধ্য কার, তাহার, উপর করে গতি।
পদার্পন করিলে, অমনি অধোগতি॥
কোথা হে, অনাথনাথ, করুনানিধান।
তোমা বিনা, এ শঙ্কটে, কে করিবে ত্রাণ॥
অন্তর তো নও, তুমি, অন্তরেই রও।
কি দোষ দেখিয়া তবে, সদয় না হও?
ভাবময় ভগবান, তুমি গুনাকর।
গুণের সাগর হোয়ে, গুন তার ধর॥
হর হর পাপ তাপ, এ যাতনা হর।
দয়াময়! দাসের, দুর্দ্দশা দুর কর॥
অনুগত অকিঞ্চন, অনুতাপে মরে।
কিঞ্চিৎ করুনা কর, কাতর কিঙ্করে॥
করুনা-বরুনালয়, তুমি কৃপাময়।
এ বিপদে বারি দান, সুবিহিত হয়॥
হরি হে, গগনরূপ, হৃদয়ে আমার।
করহ বিবেকরূপ, বরষা সঞ্চার॥
অবিরত জ্ঞানবারি, করি বরিষন।
অন্তরে করিয়া দাও, বরষা শ্রাবণ॥
সুধার সুধার মত, পড়িবে হে নীর।
একেবারে জুড়াইবে, অন্তর বাহির॥
পাপ তাপ নিদাঘের, দায় এড়াইয়া।
লইব তোমার নাম, শীতল হইয়া॥
আর না রহিবে দেহে, কোনরূপ ভয়।
সুখেতে করিব গান, "জগদীশ জয়"॥

১২৬০ সালের বিদায়।

তোমার সময় সব, হয় অবসান।
আর নাহি ক্ষনকাল, হবে অবস্থান॥
এখনি খুঁজিয়া লহ, আপনার স্থান।
খাইয়া মাছের মুড়, করহ প্রস্থান॥
প্রকাশ হইলে দিন, মীন যাবে মারা।
তুমিও তাহার সহ, হইবে হে সারা॥
যতক্ষন আছে চাঁদ, গগনমণ্ডলে।
যতক্ষন তারাগন, ঝিকিঝিকি জ্বলে॥
যতক্ষন কুমুদিনী, থাকিয়া প্রকাশ।
বিতরন করিবেক, আপন সুবাস॥
যতক্ষন প্রকাশিত, না হবে ময়ুখ।
যতক্ষন কমলিনী, না তুলিবে মুখ॥
যতক্ষন কোকিল, প্রভাতী নাহি গায়।
ততক্ষন দেখা শুনা, তোমায় আমায়॥
দিনের প্রবেশ হোলে, মীনের বিনাশ।
অকস্মাৎ ভেড়া এসে, চোরে খাবে ঘাস॥
তখন তোমার আর, না থাকিবে ভোগ।
ঈশ্বর দর্শন পক্ষে, চাঁদের সংযোগ॥
যাও যাও যাও তুমি, লয়ে পরিবার।
ষাট্ ষাট্, ষাট্, ষাট্, বলিব না আর॥
ওহে কাল, আর কেন, কালবেশ ধর?
মহাকালে মিশাইয়া, কাল গিয়া হর॥
যে তোমার দোষ গুন, ভুলিব না মোলে।
সগরে করিব গান, "পুরাতন" বোলে॥

এইরূপ্ কত বর্ষ, তোমার মতন।
ঘূরে ছিল রাশিচক্রে, হইয়া নূতন ॥
সবাই হয়েছে গত, তুমি ছিলে বাঁকি।
এখনি ঘুমাবে তুমি, মুদে দুই আঁখি ॥
সালেতে পড়িলে শূন্য, হয় সর্ব্বনাশ।
উপমা রয়েছে তার, চল্লিশ, পঞ্চাশ ॥
পঞ্চাশের 'ওলাউঠা, নষ্ট করে দেশ।
চল্লিশেতে ডুবে যায়, দক্ষিণ প্রদেশ ॥
গ্রামে আর লোকজন, কেহ না রহিল।
একেবারে ঘরবাড়ী, উজাড় হইল ॥
মারা গেল, শিঙ্গুরের, বাবু জমীদার।
বিকুলো মণ্ডলঘাট, জমীদারি তাঁর ॥
বিশেষতঃ তিরিশ সালের বিবরণ।
মনে হোলে 'হৃৎকম্প, হয় প্রতিক্ষণ ॥
এই বাঙ্গালায় আছে, যতেক বাঙ্গাল।
একেবারে হইয়াছে, সবাই কাঙ্গাল ॥
নীরাকারে নিরাকার, সমুদয় স্থলে।
ভারতের সব ভুমি, ভেসেছিল জলে ॥
উঠেছিল নাগ, নর, সব এক গাছে।
সেকেলে 'মগাই জ্বর, আজো মনে আছে॥
কাহারো শরীরে আর, ছিলনাকো সাড়।
হাড়ে হাড়ে, খুড়েছিল, ভেঙ্গেছিল ঘাড় ॥
তোমাতে দেখিয়া 'শূন্য, হোয়েছিল ভয়।
প্রতিদিন ভাবিতাম, কি হয় কি হয় ॥
তুমি 'ঘাট্, কর নাই, সেপ্রকার ঘাট।
প্রজার কল্যাণ হেতু, কিছু ছিল আঁট্ ॥
অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, আর।
হয় নাই (এ বছর,) সেরূপ প্রকার ॥
ভালরূপে জন্মেছিল, শস্য সব দিশি।
কেবল দামেতে চড়া, সোর্ষে আর তিশি ॥

আলোর বিষয়ে ভাল, হয় নাই হিত।
তেলের সমান দর, ঘৃতের সহিত ॥
মটর, কলাই, মুগ, ছোলা, যব, গম।
কোনরূপে কোন খানে হয় নাই কম ॥
পটল, বেগুন, আলু, সিম, কচু, দাটা।
হয় নাই আঁটা দর, সব ছিল ঘাটা ॥
আহারের এত সুখ, আর নাহি হবে।
পেট ভোরে মধুফল, খেয়েছিল সবে ॥
এ সকল উপকার, ভুলিব না মনে।
এখনো খেতেছি আঁব, তোমার কল্যাণে ॥
তুমি দিয়ে গেলে গাছে, ভাল আঁব কাঁচা।
ভারি দায়, নূতনের, হাতে তার বাঁচা ॥
কাছে দেখি, গাছে দেখি, মনে ভয় আছে।
আসিয়া ' নূতন সাল,, সাল হয় পাছে ॥
আঁব দেখে ভাব উঠে, প্রাণ কাঁপে ডরে।
পবন (যবন ব্যাটা), কি জানি, কি করে ॥
রাবণের মধুবন, ভাঙ্গিলেন যিনি।
বেঁধে দল, কচি ফল, খান সব তিনি ॥
হায় হায়, কব কায়, ভেবে হই হাবা।
একা তাঁরে রক্ষা নাই, বায়ু তাঁর বাবা ॥
গলে আঁটি বেধেছিল, অশোকের বনে।
বানরের সেই কথা, আজো আছে মনে ॥
পাকার নিকটে ভয়ে, নাহি যান বাছা।
রাম কোরে, পাতা ফুল, কেশী, খান্ কাঁচা ॥
ছেলে ব্যাটা, ঘোর ঠ্যাটা, করে এইপাপ্।
থাকিতে না দেয় ফের, বুড়ো তার বাপ্ ॥
দোহাই "অঞ্জনা দেবী,, দোহাই তোমার।
গঞ্জনার ভাগী হবে, হোলে অত্যাচার ॥
তোমার ছেলের হাত, এড়ানো গিয়াছে।
সাধের সোণার আঁবে, আঁটি ধরিয়াছে ॥

বলিতে না মুখ ফুটে, তোমার যে, তিনি।
করিয়া বিচিত্র গতি, ঘুরিছেন যিনি ॥
মাথায় না চড়ে যেন, নামাও নামাও।
থামাও থামাও তাঁরে, থামাও থামাও ॥
কিন্তু যেন বেঁধনাকো, হৃদয়েতে রেখে।
নিয়ত চরাও তাঁরে, কাছে কাছে থেকে ॥
তিনি যদি "মন্দ,, হন, মন্দ তবে নয়।
মন্দ হোলে, জগতের, কত ভাল হয় ॥
যা হোক্, তা হোক্, যাট্, যা হয়, তা হয়।
তোমারে তোমার গুণ, বলা ভাল নয় ॥
দুই এক বিষয়েতে, যে কোরেছ হানি।
আমি তারে দোষ বোলে, কখনো না মানি ॥
সে দোষে কে দোষে বল, এত যার গুণ।
দুমুক্ বিলিতি লোক, রণে হোয়ে খুন ॥
বলাবলি করে সব, এরূপ প্রকার।
"কোম্পানি না পেতো যদি নূতন চার্টার ॥
কুইনের অধীনে, থাকিলে অধিকার।
ভারতের হইত, অশেষ উপকার ॥ ,,
কি জানি, কি হোতো তায়, কে বলিতে পারে।
এ কারণে, অকারণ, দুষিনে তোমারে ॥
খুঁড়িতে খুঁড়িতে কেঁচো, যদি উঠে সাপ্।
তবেই প্রাণের দফা, একেবারে সাপ্ ॥
কহিলাম যতগুণ, মিছা সব হয়।
করিলে কি সর্ব্বনাশ, গমন সময় ॥
তিন দিন ঝড় করি, বঙ্গদেশ ঘেরে।
বাগানের যত আঁব, সব দিলে সেরে ॥
একেবারে উঠাইয়া, ভারতের ভাত।
ঝঞ্ঝাঘাতে করিয়াছ, মানুষ নিপাত ॥
শিবনারায়ণ ঘোষ বাবু গুণরাশি।
হইলেন পুন্যফলে, গঙ্গাতীরবাসী ॥
এক দিনে কি বিপদ, করিয়াছ তাঁয়।
গরুহত্যা নারীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা আর ॥
যোড়াসাঁকো সিংহপুর, করি অন্ধকার।
হরিলে হরিশ ধন, সর্ব্বগুণাধার ॥
তাঁহার অভাবে সব, মরিতেছে দুখে।
হাহাকার উঠিয়াছে, সকলের মুখে ॥
আপনি বিদায় হোন্, করি নমস্কার।
সভায় করিব পাঠ, কুলজী তোমার ॥

১২৬১ সালের রাজ্যাভিষেক।

এসো এসো, একষাট্টি, নববর্ষরাজ।
তোমার কারণে আজি, কোরেছি সমাজ ॥
বোসো বোসো সিংহাসনে, ধর্ম্ম অবতার।
প্রজার পালক হোয়ে, কর সুবিচার ॥
করি এই নিবেদন, করিয়া প্রণতি।
অনুকূল হও নাথ, ভারতের প্রতি ॥
অদ্য তব অভিষেক, মঙ্গলের তরে।
কতরূপ শুভাচার, প্রতি ঘরে ঘরে ॥
দ্বারেতে কদলী তরু, কুসুমের হার।
পূর্ণঘটে আম্রশাখা, করিছে বিহার ॥
আনন্দের কোলাহল, করি সব নরে।
জলছত্র ছায়াছত্র, সুখে দান করে ॥
কাড়িয়া নূতন খাতা করিয়া প্রণাম।
প্রথমেই লিখিয়াছে, আপনার নাম ॥
আমাদের সুখ দুখ, মান অপমান।
ভৌতিক সম্পদ এই, দেহ, আর প্রাণ ॥
যা করিবে, তা হইবে, শুন গুণাকর।
সকলি নির্ভর হোলো, তোমার উপর ॥
অনুকূল হও তুমি, এই ভিক্ষা চাই।
কোরোনা অশিব কিছু, দোহাই দোহাই ॥

কবিতাবলী।

—— :·: ——

মহাকবি

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের
রচিত কবিতার
সার সংগ্রহ।

—:০:—

অষ্টম সংখ্যা।
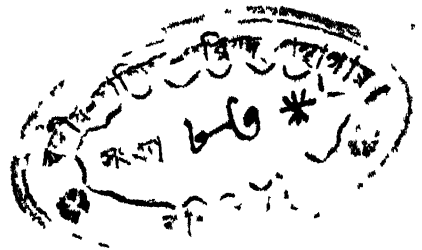
কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

শীতকালে কবি নৌকারোহণ পূর্ব্বক গঙ্গাপথে পশ্চিম প্রদেশ গমন করিতে করিতে নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করেন।

ত্রিপদী।

ভ্রমণের সুখ কত, দিগন্ত বিষাদ যত,
অবিরত সুখে রত মন।
হেরি সব নব নব, কত কব, হত রব,
পরাভব মুখের বচন ॥
এক ভাব অহরহ, দেখা হয় যার সহ,
সহোদর সম সেই জন।
কিছুমাত্র নাহি খেদ, কিছুমাত্র নাহি ভেদ,
অভেদ ভাবেতে আলাপন ॥
আদ্ সিদ্ধ করি পাক্, উদরেতে পরিপাক্,
ক্ষুধানল তখনি নির্ব্বাণ।
ভাল-মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহা খাই,
লাগে ছাই অমৃত সমান ॥
রোগীর না থাকে রোগ, ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ,
যোগীর যোগেতে মন লয়।
বিধাতার চারু সৃষ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি,
সুখরূপ বারি বৃষ্টি হয় ॥
একেতো গঙ্গার শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
ত্রিভুবনে তুল্য তার নাই।
তাহে অতি প্রিয়তর, নয়ন সন্তোষকর,
মনোহর চর ঠাঁই ঠাঁই ॥
স্থানে স্থানে কত কত, নদ নদী শত শত,
পরিণত গঙ্গার চরণে।
বোধ হয় তারা সব, কল কল করি রব,
পুলকিত প্রেম আলাপনে ॥
নদী নদে যোগ যথা, অপরূপ ভাব তথা,
সে কথা কহিব কারে আর ?
যে জন ভাবুক হয়, সেই তার ভাব লয়,
দেখে সেই, চক্ষু আছে যার ॥
স্বভাবের ভাল ধারা, এক ঠাঁই দুই ধারা,
প্রভেদ প্রভেদ তার তার।
এক দিকে কৃষ্ণরেখা, স্থিররূপে যায় দেখা,
শ্বেতরেখা অন্য দিকে তার ॥
হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ,
ভিন্ন গুণ ধরে দুই জল।
এক জল যেন সুধা, পান মাত্রে নাড়ে ক্ষুধা,
স্বভাবত অতি নিরমল ॥
নানা জাতি নানা জন, বিশেষত মহাজন,
তরিযোগে নানা পথে যায়।
ভাঁটি যায় দলে দলে, কেহবা উজান চলে,
যেখানে যাহার মন চায় ॥
গোলা গঞ্জ হাটে হাটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে,
নানা জাতি দ্রব্য সমুদয়।
নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ করি পণ,
দিয়া ধর্ম্ম কেনা বেচা হয় ॥
সম্বোধন অবধান, পরস্পর সাবধান,
ব্যবধান হাটের ভিতর।
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের ভুল,
ভুল নাই মূলের উপর ॥
কেহ যায় কার্য্যস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে,
কেহ করে তীর্থ পর্য্যটন।

গতি বটে সবাকার, সেইরূপ সুখ তার,
যাহার যেমন আস্বাদন ॥
সমস্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরি,
স্থিতি করি সর্ব্বরী সময়।
কোথা গ্রাম কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ,
কিছুমাত্র নিরূপিত নয় ॥
দশখানা এক ঠাঁই, তাহে কিছু ভয় নাই,
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর।
যত ক্ষণ জাগরন, হাসি খুসি ততক্ষণ,
সুখে মন থাকে নিরন্তর ॥
স্থান যথা ভাল নয়, তথা হয় মনে ভয়,
দস্যুগণ পাছে লয় ধন।
নিদ্রাযোগ পরিহরি, জপ করি হরিহরি
বিভাবরী করি জাগরন ॥
স্থির করি দুই তারা, দৃষ্টি করি শুকতারা,
কারো মুখে তারা তারা রব।
নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ,
প্রতীক্ষণ করে তাই সব ॥
বৃক্ষেতে বিহঙ্গচয়, দেয় দিবা পরিচয়,
ললিত ভৈরবে ধরি তান।
ঈষৎ রক্তিম রেখা, পূর্ব্বদিকে যায় দেখা,
পুলকে পূরিত হয় প্রাণ ॥
হেরে প্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুখ,
নব সুখ হৃদয়ে উদয়।
নৌকাবাসী যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরে,
ভক্তিভরে স্মরে সমুদয় ॥
পূবের বাঙ্গাল জীব, ‘ভৈরবী, ভবানী শিব,
অরিবোল অরিবোল স্বরে,,।
যত সব নেড়ে চাচা, দাড়ি ধুয়ে খুলে কাচা,
‘আল্লা, বোলে ডাকে উচ্চ স্বরে ॥

শুনিয়া সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গনি,
দিনমণি করি দরশন।
অপরূপ আভা তার, তরুন কিরণ হার,
জ্বলে জ্বলে লোহিত বরণ ॥
হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ,
করিয়া জাহ্নবী জলপান।
পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
শূন্য হতে স্বর্ণ করে দান ॥
কুআশা যদপি হয়, তমোময় সমুদয়,
দৃষ্ট নাহি হয় জলস্থল।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
অন্ধকারে আবৃত সকল ॥
আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান,
ম্রিয়মান নিজে দিনকর।
জলস্থল একাকার, ভেদ বোধ নাহি আর,
ধুম্রাকার তিমির নিকর ॥
শিশিরের ঘোর ধূম, জল হতে উঠে ধূম,
ঊর্দ্ধভাগে উঠিতে না পায়।
ঘন ঘন থরে থরে, গঙ্গার গর্ভের পরে,
বায়ুভরে খেলিয়া বেড়ায় ॥
খেচর না চরে চরে, আঁখি মুদে বৃক্ষ পরে,
মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর।
তাহে পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
প্রাচীতে উদয় প্রভাকর ॥
একেবারে গতি রোধ, দূরে গেল দূর বোধ,
মহা ভ্রম মরীচিকা প্রায়।
ঊষার তুষার বৃষ্টি, দূরে গেল দূর দৃষ্টি,
আপনারে দেখিতে না পায় ॥
তরঙ্গের অঙ্গ পরে, নীহার বিহার করে,
স্রোতবেগে সিন্ধুপথে ধায়।

নাহি তার অনুরূপ, মৃদুধ্বনি টুপ্ টুপ্,
অপরূপ রূপ হয় তায় ॥
নয়নের পরিতৃপ্ত, রবির কিঞ্চিৎ দীপ্তি,
জলে যদি জ্বলে সেই কালে।
তাহে বোধ হয় হেন, চঞ্চলা চপলা যেন,
বিভূষিত রজতের জালে ॥
ভূতের অদ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয় বেলা,
ভ্যালা ভ্যালা ঐশিক ব্যাপার।
ক্রমে তার যায় ক্রম, ভ্রামকের যায় ভ্রম,
শ্রমপথে যুক্ত পুনর্ব্বার ॥
অরুণ উদয় কালে, ছুটে যায় পালে পালে,
দাঁড়ি মাজি আর আর যত।
প্রভাতের কর্ম্ম সারি, উঠে সব সারি সারি,
নিজ নিজ কর্ম্মে হয় রত ॥
হাঁক্ ডাক্ জোর্ জার্, করে কত শোর্ শার্,
লেগে যায় মহা গণ্ডগোল।
ধ্বজি তুলে খুলে তরি, "বদর বদর হরি,"
"গঙ্গার পারিতে হরিবোল" ॥
ভাঁটিপথে যায় যত, তাদের উল্লাস কত,
কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ।
কপি মূর্ত্তি নিরখিয়া, পিতৃ স্নেহ প্রকাশিয়া,
অনুকূল আপনি পবন ॥
ফ্যালে দাঁড় বুঝে বাঁক্, ঘোর হাঁক্ জোর ডাক্,
গোঁপে পাক্ সন্তোষ হৃদয়।
একে পালি, তাহে ভাঁটি, দুইদিকে পরিপাটী
শীতকাল তাদের সময় ॥
গোড়েনে গোড়েনে উঠে, নীরকেটে তীর ছুটে,
নিমিষেতে চক্ষু ছাড়া হয়।
কলের জাহাজ সব, মিছামিছি করে রব,
তার কাছে কোথা পড়ে রয় ॥

যায় উজানের যান, যায় উজানীর জান,
প্রতিকূল অঞ্জনার পতি।
নির্গুণ সহজে গুন, তার পেটে যত গুণ,
সেই গুনে অতি মৃদুগতি ॥
চলে তরি অল্প নীরে, ধীরে ধীরে তীরে তীরে,
বাড়িয়াছে বিষম বিপদ।
কি কব তাহার গতি, যেন সতী গর্ভবতী,
চোলে যেতে টোলে পড়ে পদ ॥
স্থানে স্থানে পাক জল, ছাড়ে ডাক কল কল,
বল করি বেগে দেয় মোড়া।
উজানীরা সেইখানে, নাহি আর বাঁচে প্রাণে,
গোদের উপরে বিষফোড়া ॥
লহরী আসিছে আড়ে, গুন বায় উচ্চ পাড়ে,
ঘাড়ে বল করি দেয় টান।
অতি জোর একটানা, কি করিবে গুণটানা,
টানাটানি কোরে যায় প্রাণ ॥
কাটিতে জলের টান্, সটানে মারিছে টান্,
তবু নাহি আধ হাত নড়ে।
ক্ষণমাত্রে হয় খুন, তথাচ না ছাড়ে গুন,
হাঁটিতে হোঁচোট্ খেয়ে পড়ে ॥
পাছাড় মারিছে খেয়ে, কাছাড় আছাড় খেয়ে,
তরুসহ পড়ে এসে জলে।
শব্দ হয় বিপর্য্যয়, পেয়ে ভয় মনে লয়,
সমুদয় যায় রসাতলে ॥
সেইখানে যত নায়, ঠেকাঠেকি হোয়ে যায়,
গুন নিয়ে হুড়াহুড়ি লাগে।
পাশাপাশি চালাচালি, সদালাপ শালাশালি,
গালাগালি পাড়ে সব রাগে ॥
পরস্পর ঠেলে রাগে, বাহির হইবে আগে,
দুই ঝাঁপ ভেঙ্গে যায় কত।

বচনেতে মাতামাতি, কিন্তু নাই হাতাহাতি,
কটু কয় মুখে আসে যত ॥
ভেড়ুয়া মেড়ুয়া আদি, তাদের ভাগে হয় বাদী,
তে'র কেরি নিন্দি নয় পুরা।
আসি গুন ভারি দেও, পিছে লাও হট্ লেও,
বেটিচোৎ বাঙ্গাল শশুরা,, ॥
বাঙ্গাল কহছে "মাস, সেম্বাই কেম্বাই যা,,
মাজি বলে, "গুন ছ রে দিমু ?
পুঙ্গির পো লানি হাল, চরিলে পেটের ছাল,
দাড়্ টাকা দাম দোরে নিমু,, ॥
দিশি দাঁড়ি মাঝি যারা, দিশে গাল দেয় তারা,
সে কথা জানায় আর কাকে ? [ছাড়ি,
কাটির স্রোতের আড়ি, তোলে পরে ছাড়া-
আড়াআড়ী আর নাহি থাকে ॥
কোথায় সাঁতার দিয়, চোলে যায় নৌকা নিয়া,
দড় ভেঙ্গে উঠে গিয়া চরে।
পথ যদি পায় সোজা, বড় নয় ভার বোজা,
ঝুঁকে ঝুঁকে যায় রসভরে * ॥
চালে তরি শ্রমভরে, ঠেকে যায় ডুবো চরে,
খুজি মেরে যায় মাজামাজি।
ঠেলে যায় বাহুবলে, পড়িলে অধিক জলে,
সাবাস্ সাবাস্ বলে মাজি ॥
বহুকষ্টে সেই স্থল, প্রাপ্ত হোয়ে পরিত্রাণ,
ধরে গান গুনে যেতে যেতে।
এত যে করিল ক্লেশ, নাহি বোধ দুখ লেশ,
মনের আনন্দে যায় মেতে ॥

তাদের ললাট পটে, এক দিন যদি ঘটে,
অনুকূল পবনের যোগ।
কি কব সুখের ভাব, অপুত্রের পুত্র লাভ,,
দরিদ্রের যেন রাজ ভোগ ॥
বদর বদর বাণী, চাট্গেঁয়ে মেৎরাণী,
এই বোলে পালি দেয় তুলে।
গুড়ুকে মারিয়া টান, কাছি ধোরে ছাড়ে গান,
রাঁধা বাড়া সব যায় ভুলে ॥
এ ঘটনা অসময়, এক দিন বড় হয়,
বাতাসের বাতিকের খেলা।
কিঞ্চিৎ করিয়া হিত, একেবারে বিপরীত,
অবশেষ পশ্চিমের ঠেলা ॥
বাতাস বন্দর নাই, তিন দিন এক ঠাঁই,
বনে মাঠে করি অধিবাস।
আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিত যাহা হয়,
পেটপুরে খাই গ্রাস গ্রাস ॥
কিছুতেই নাহি দুখ, বিরস না হয় মুখ,
মহা সুখ চারিদিকে চেয়ে।
যাত্রি সব রাঁধে চরে, বাতাসেতে প্রাণে মরে,
বারো আনা বালি ফেলে খেয়ে ॥
সমীরণ শন্ শন্, দেহ করে কন্ কন্,
কোনো মতে নাহি হই স্থির।
দারুণ দুর্জ্জয় জাড়, নাহি রাখে কিছু সাড়,
হাড় ভেঙে কাঁপায় শরীর ॥
জলের উঠেছে দাঁত, ছুঁলে নেয় কেটে হাত
খেলে হয় প্রমাদ প্রবল।
পিপাসায় মোরে যাই, শীতে নাহি জল খাই,
একি পাপ দাঁতকাটা জল ॥
হোক্ জল বড় হিম, হোক্ শীত বড় ভীম,
তাতে বড় করেনাকো দোষ।

---

* রসভর——দাঁড়ি মাজিদিগের ব্যবহারিক ভাষা। ইহার অর্থ শ্রেণীবদ্ধরূপে নৌকা চালনা।

সমস্ত দিবস যায়, বড় খেদ করি তায়,
বড় জোর যায় দুই ক্রোশ ॥
শুধু মানুষের নয়, অনেকের শত্রু হয়,
এই শীত দুষ্ট দুরাচার।
শত্রু হ'য়ে জাহ্নবীর, শুকায়ে সকল নীর,
অস্থিচর্ম্ম করিয়া ছ সার ॥
সুরধুনী আদমড়া, বুকেতে পড়েছে চড়া,
বাঁকের হয়েছে ফের তাই।
কত শ্রমে নিয়ে তরি, বিশ ক্রোশ ঘুরে মরি,
এক ক্রোশ তবু নাহি যাই ॥
গমনে বিলম্ব যত, মনের অসুখ তত,
দুই মাসে কুড়ি দিন এসে।
মনে ভাবি দূর ছাই, ফিরে আর কাজ নাই,
ভাঁটিপথে ফিরে যাই দেশে ॥
তখনি সে ভাব যায়, স্থির করি অভিপ্রায়,
নূতন দেখিতে চায় মন।
একি যায় ত্যাগ করা, অজ্ঞান-তিমির-হরা,
দুঃখভরা সুখের ভ্রমণ ॥
যদি ইথে আছে দুখ, আমি ভাবি ঘোর সুখ,
প্রকৃতির প্রকৃতি এরূপ।
প্রকৃতির কার্য্য যাহা, বিকৃতি কি হয় তাহা,
অপরূপ অতি অপরূপ ॥
ভ্রামকের অভিপ্রায়, দৃষ্টিপথে সদা ধায়,
সার তায় বস্তুর বিচার।
নদী নদ গিরি বন, নানারূপ দরশন,
নিরূপণ বিশ্বের ব্যাপার ॥
ঐশিক সকল কার্য্য, হয় বটে অনিবার্য,
করে ধৈর্য্য সাধ্য যার হয়।
তথাচ অবোধ মন, করে হেতু অন্বেষণ,
একারণ বিশ্ব পরিচয় ॥

মানুষের কীর্ত্তি যত, কত স্থানে হেরি কত,
অবিরত মনের উল্লাস।
আশু আসা আশাসিদ্ধি, ক্রমে হয় বোধ বৃদ্ধি,
জ্ঞাত যত হই ইতিহাস ॥
কোথায় দেখিতে পাই, মানুষের বাস নাই,
সমুচয় চর আর বন।
মরুভূম হয় যথা, খাদ্য নাহি পায় তথা,
পশুপক্ষী না করে ভ্রমণ ॥
শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এইস্থলে,
অতি মনোহর গ্রাম ধাম।
গঙ্গারাক্ষসীর গর্ভে, বিনাশ পেয়েছে সর্ব্বে,
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম ॥
তথাকার নানা প্রাণী, হয়ে সব নানা স্থানী,
নানা স্থানে করিল আগার।
এক ঘরে দুই ভাই, তারা গেল দুই ঠাঁই,
সুখ নাই কারো মনে আর ॥
স্থানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই নাম,
বসিয়াছে দুই চারি ঘর।
কেহ চাষ করে মাঠে, কেহ বা দোকানি ঠাঠে,
পরিবার পালে পরস্পর ॥
এই সব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে,
ভাবনার পথে ভাব ধায়।
ঈশ্বরীয় কাণ্ড কল, কোথা জল, কোথা স্থল,
বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায় ॥
ভয়ঙ্কর স্রোতস্বতী, জোরে অতি বেগবতী,
যে দিকেতে করেন গমন।
বিস্তার বদন ধরি, সেই দিক্ গ্রাস করি,
অন্য দিকে করেন বমন ॥
এক কূল খান বটে, দুই কূলে দায় ঘটে,
কোনো দিকে শোভা নাহি রয়।

এক কূল বাস হত, আর কূলে চর যত,
তীরবাসী দূরবাসী হয় ॥
যেতে যেতে কিছু দূর, অচিরাৎ দুখ দূর,
স্বর্গপুর তুচ্ছ বোধ হয়।
এই যে অখিল সৃষ্টি, যাহাতেই করি দৃষ্টি,
তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময় ॥
দূর হোতে ধরাধর, ঠিক যেন ধারাধর,
মনোহর কলেবর তার।
তাহে বোধ কত রূপ, হয় তার কত রূপ,
অপরূপ দৃশ্য চমৎকার ॥
পর্ব্বতে প্রকাণ্ড তরু, দেখা যায় ক্ষুদ্র সরু,
বাতাসেতে নড়ে তার শাখা।
তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহঙ্গম,
উড়িতেছে বিস্তারিয়া পাখা ॥
উদয় উদয়াচলে, ভানু চলে অস্তাচলে
দুই কালে অতি মনোলোভা।
রসনা সরস রসে, বাঁকা নাই তার বশে,
প্রকাশিতে শিখরের শোভা ॥
বিশেষ মধ্যাহ্ন কালে, গগনে জলদ জালে,
যদিস্যাৎ হয় আচ্ছাদিত।
দিনকর ক্ষিনকর, মাঝে মাঝে করে কর,
সঘনে চপলা চমকিত ॥
নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময় যদি সেই,
চেয়ে দেখে পর্ব্বতের পানে।
স্বভাবের ভোর ঘটা, বিনোদ বিচিত্র ছটা,
সেই জন এক মাত্র জানে ॥
বেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি,
উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায়।
যেন কার কুলদারা, মধুপানে মাতোয়ারা,
বেণী শ্রেণী এলাইয়া ধায় ॥

নির্ঝরে নিঃসৃত নীর, আস্বাদনে যেন ক্ষীর,
তীরবেগে পড়ে ভূমিতল।
তাহে নাহি কিছু মল, পরম পবিত্র জল,
স্বভাবত অতি সুশীতল ॥
নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর,
ফলত সুন্দর শোভা বটে।
অতি দীর্ঘ স্থূলকায়, শ্রেণী গাঁথা দেখা যায়,
বিরাজিত তরঙ্গিনী তটে ॥
অধো ঊর্দ্ধে বৃক্ষ যত, নানা জাতি শত শত,
কত তার বেষ্টিত লতায়।
খেয়ে তার রসফল, নানা জাতি দ্বিজদল,
নিজ স্বরে বিভু গুন গায় ॥
সুখী তারা বার মাস, করে যারা চাষ বাস,
স্থিররূপে হোয়ে গিরিবাসি।
মন্দরের অতি কাছে, কন্দরে বন্দর আছে,
বিকিকিনি করে তথা আসি ॥
নাহি কোন অপ্রতুল, খায় কত ফলমূল,
ঝরণার বারি করে পান।
পরিশ্রমে শস্য হয়, ঘৃত দুগ্ধ অতিশয়,
স্বভাবত অতি বলবান ॥
আস পাশ দেখি চেয়ে, উঠেছে আকাশ ছেয়ে,
সাধ্য নাই বায়ু করে গতি।
হিংস্র জীব বহুতর, বিশাল বিপিন-বর,
ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি ॥
কিন্তু অতি রমণীয়, মূর্ত্তি তার কমনীয়,
দুখ এই গমনীয় নয়।
মন বলে যাই উড়ে, ভ্রমিব পর্ব্বত যুড়ে,
প্রাণ বলে আমি করি ভয় ॥
শিখরে নিকর ধ্বন্দ, মনে প্রাণে ঘোর দ্বন্দ্ব
ভাল মন্দ বিবেচনা কত।

দেখিয়া প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়,
সেই মতে দেয় অভিমত ॥
তথাচ না যায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ,
কত মত করে আন্দোলন।
যত দূর দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়,
দূরে হোতে লয় আস্বাদন ॥
কোনোখানে জলজুড়ে*, পর্ব্বত উঠেছে ফুঁড়ে
পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথা।
দলে দলে করে ভীড়, উচ্চ ডালে বাঁধে নীড়,
কোনোরূপ শঙ্কা নাই যথা ॥
চারি দিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়,
অতিশয় ভয়ানক স্থল।
ভাঁটি পথে স্রোত ধায়, বেগে লাগে তার গায়,
কর্ণভেদী শব্দ কল কল ॥
উচ্চে তার চূড়া জাগে, গণ্ডবৎ মধ্যভাগে,
পরিপূর্ণ কালো কালো গাছে।
দূরে অনুমান করি, জলপান করি করী
ঊর্দ্ধদিকে শুণ্ড তুলিয়াছে ॥
এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর
এ প্রকার শোভা নাহি পায়।
সদাশিব সদা সেবি, সুরতরঙ্গিনী দেবী,
নিরন্তর ধরেন মাথায় ॥
হরের দ্বিতীয় জায়া, পাষাণ-নন্দিনী মায়া
শিব তাঁরে না হন সদয়।
সপত্নীর দেখে সুখ, দেবীর দারুণ দুখ,
ফাটে বুক তাপিত হৃদয় ॥
হিমালয় মহাশয়, দুহিতার দুখচয়,
শুনে মনে হইলেন খাপা।
দূতেরে বলেন বাণী, সে দূত পর্ব্বত আনি,
দিয়েছে গঙ্গার বুকে চাপা ॥
পুন অনুমান করি, সুরধুনী নিশাচরী,
গিরি ধরি কোরেছে আহার।
পাতর কঠিন কায়, উদরে কি পাক পায়,
পেট ফেঁপে করিছে উদ্গার ॥
স্থানে স্থানে অতি রম্য, সবাকার হয় গম্য,
হর্ম্ম্য তায় অতি উচ্চতর।
অদ্রির উপরে আড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাড়ী,
জল হতে দেখি মনোহর ॥
সবল ধবল কায়, নীলকর আসি তায়,
ধন লোভে সদা করে বাস।
গিরিবনে উপবন, তার কোলে চলে বন,
বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥
বাস করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে,
বনে মনে বনের মমতা।
বনবাসী বটে হই, কিন্তু বনবাসী নই,
খাব বন যাবনাকো তথা ॥
যে দিবস নিশামানে, পর্ব্বতের অধস্থানে,
থাকা যায় লইয়া তরণী।
কেহ আর স্থির নয়, মনে ভয় কত হয়,
জেগে রয় সকল রজনী ॥
কিন্তু যেই ধীর জন, কোরে অতি স্থির মন,
নগ দেশ করে নিরীক্ষণ।
যায় তার যত দুখ, পায় স্বভাবের সুখ,
সফল তাহার জাগরণ ॥
আছে বটে গুরুভর, ফলে তাহা গুরু নয়,
লঘু হয় সময়ে আবার।
ভূধরের নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন,
বিলোকন বিনোদ ব্যাপার ॥

* কাহালগাঁ এবং জাঙ্গিরা, এই দুই স্থলে গঙ্গার জলের উপর পর্ব্বত আছে।

স্থলে স্থলে দীপ্ত ছলে, ধক্ ধক্ অগ্নি জ্বলে,
আলোময় হয় গিরিদেশ।
কত রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি জোর,
করে আসি শ্রবণে প্রবেশ॥
না বুঝি তাহার সূত্র, যেন কোন ধনি পুত্র,
পরিপাটী পরিচ্ছদ ধরি।
মণিমুক্তা দিয়া গায়, বিবাহ করিতে যায়,
আলো জ্বেলে সমারোহ করি॥
ধন্য বিভু বিশ্বময়, তবরূপ দৃশ্য হয়,
উদ্দিশে অসংখ্য নমস্কার।
তোমার এ ভব রাজ্য, কত তায় চারুকার্য্য,
করে ধার্য্য শক্তি আছে কার?
ছোট ছোট নগ মাঝে, শিবের সদন সাজে,
মাঝে মাঝে পীরের আলয় *।
যায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রীগণ ভক্তিমন,
দরশন করে সমুদয়॥
শিখর সমাজে গড়†, এখন রয়েছে ধড়
মৃতদেহ প্রাণ নাই তার।
সে দুর্গের দুর্গ ঘোর, ভাগ্যের রজনী ভোর,
করিয়াছে সকল সংহার॥
প্রভুত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশ,
সম্পদের লেশ মাত্র নাই।
রত্নাকর হলো স্থর, গোস্পদ প্রখরতর,
স্রোতধর কালে দেখি ভাই॥
পুরাতন কীর্ত্তি নাশ, তারে বলে সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বমতে দুখের ব্যাপার।

কি করি উপায় হত, মনের সন্তাপ যত,
মিছে কেন প্রকাশিব আর?
ভাগ্যের ঘটনা যাহা, কাল ক্রমে ঘটে তাহা,
খণ্ডন না হয় কভু তার।
কালেতে পর্ব্বত যত, চূর্ণ হয়ে ধরাগত,
রেণু ধরে পর্ব্বত আকার॥
ধেনু বৎস রাশি রাশি ভাগীরথী তটে আসি,
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।
তৃণ পত্র যত পায়, সোরে সোরে খায়,
রাখাল করিছে গোচারণ॥
নানা বর্ণ ধেনু সব, করিতেছে হাম্বারব,
খাদ্য লয়ে হয় রাগারাগি।
থাকে সব এক ঠাঁই, আর কোন চিন্তা নাই,
কেবল আহারে অনুরাগি।
হেলে দুলে গতি করে, কেহ আসে নিম্ন চরে
কেহ করে ভূতলে শয়ন।
যথা ইচ্ছা তথা যায়, বাছুর পশ্চাতে ধায়,
বেঁকে বেঁকে নাচায় চরণ॥
মাঝে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃ স্নেহ,
আপন বৎসের দেহ চাটে।
বাছুর পুলক ভরে, থেকে থেকে মৃদুস্বরে,
হেঁট হোয়ে মুখ দেয় বাঁটে॥
ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃষাতুরা পৃথিবীর,
তৃষা কৃশা করিবার তরে।
যিনি হন সর্ব্বাধার, করি তাঁর উপকার,
মানুষেরে উপদেশ করে॥
বলে, "ওরে নর যত, হরে তোরা অবগত,
কেমনে করিতে হয় দান।"
মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
বাছুর প্রচুর কৃপাবান॥

---

* আঙ্গিরার পর্ব্বতে শিবালয় এবং পীরের আস্তানা আছে।

† তেলিয়াগড়।

পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়েঘাড় বুকে চাড়,
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জ্জন।
দুই ষাঁড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি
করে রণ গাভীর কারণ॥
ধন্যরে কুহকি ভব, ধন্য তব মনোভব,
তোমাতেই সকল সম্ভব।
যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব,
অসম্ভব শক্তি বটে তব॥
পিপাসা অধিক হোলে, আসিয়া গঙ্গার কোলে
যত পাবে করে জলপান।
পুত্রবতী গাভী তায়, বিনা মূলে নাহি খায়,
বাঁট হোতে দুগ্ধ করে দান॥
একেত ধবল নীর, তাহে সুরভীর ক্ষীর,
পড়ে যেন সুমেরুর ধারা।
দুগ্ধ খান ভাগীরথী, জলখান ভগবতী,
সুখী তারা দেখে তাই যারা॥
আর এক সে সময়, সুখময় শোভা হয়,
দেখে যার চক্ষু করি স্থির।
বাছুর গঙ্গায় ঝুঁকে, পেছু ঢুকে ঝকে ঝকে,
কপিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর॥
নিরখি এরূপ ভঙ্গি, মন হয় নবরঙ্গি,
অনুরাগ সঙ্গি তার কাছে।
অভিপ্রায় অনুরাগে, মানস-মন্দিরে জাগে,
স্মরণ জীবিত তাই আছে॥
স্মরণে স্মরণ করি, করেতে লেখনী ধরি,
লিখি তাই যাহা মনে লয়।
দোষ যত রচনার, করিবেন পরিহার,
গুণগ্রাহী গুণি সমুদয়॥
ভ্রমণীয় ভাব যাহা, আমি কি বুঝিব তাহা,
প্রকাশিতে করিয়াছি মতি।

ফললোভী কুব্জ প্রায়, মন মম ঊর্দ্ধে ধায়,
কিন্তু কালী কি করেন গতি॥
যথা জ্ঞান যথা যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি,
ভাবরস অনুগামী তার।
কে পারে করিতে ক্রম, "মুনীনাঞ্চ, মতিভ্রম,"
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার॥
পাঁচনী করিয়া করে, হারে রেরে রব করে,
গোপাল গোপাল পালে মাটে।
শিশুকালে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে,
মাঝে মাঝে ফিরে ঘাটে ঘাটে॥
পরস্পর করে খেলা, কেহ কারে মারে ঢেলা,
তারা যেন সাজিযাছে নাটে।
যায় যায় পাছে চায়, আগুপানে ছুটে ধায়,
নাচে হাসে রাখালিয়া ঠাটে॥
পাশেতে পাঁচুনী থুয়ে, ভুমির আসনে শুয়ে,
গীত গায় মোহনীয় স্বরে।
রাগ সুর বোধ নাই, তথাচ শুনিয়া তাই,
অমনি মানস মুগ্ধ করে॥
হেরি রাখালিয়া ভাব, কত ভাব আবির্ভাব,
ভাব ভরা ভবের ভবনে।
ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়,
ব্রজলীলা পড়ে যায় মনে॥
যে লীলায় নিজে হরি, রাখালের রূপ ধরি,
হইলেন নন্দের নন্দন।
ননী চুরি ঘরে ঘরে, যশোদা ধরিয়া করে,
উদখলে করিল বন্ধন॥
উষায় উত্থান করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
ধড়া চূড়া করি পরিধান।
জননীর কাছে যেচে, বাঁকা হয়ে নেচে নেচে,
ক্ষীর সর, নবনীত খান॥

বাল্যভোগ সমাধিয়া, শ্রীদাম আদি সঙ্গে নিয়া,
গোকুলের গহনে গমন।
আধো আধো মিষ্টরবে, ডাকিছে রাখাল সবে,
বেণু শুনে ধায় ধেনুগণ ॥
তপন তনয়া তীরে, গতি অতি ধীরে ধীরে,
রূপ হেরি লজ্জা পায় শশী।
রাখালেরে সাজাইয়া, বেণু বাদ্য বাজাইয়া,
বিহার বিরল বনে বসি ॥
বনের সুফল পাড়ি, করে সব কাড়াকাড়ি,
এঁটো বোলে ঘৃণা কিছু নাই।
খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হারে রেরে
হাঁরে ওরে দেরে মোরে ভাই ॥
সুধামাখা রাধা নাম, বাঁশী লয় অবিশ্রাম,
কত লীলা সুখ বৃন্দাবনে।
ভারতে ভারতী সার, আমি কি লিখিব আর,
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে ॥
প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্যরূপ,
সন্ধ্যাকালে প্রভেদ আবার।
এই সব স্থির কাল, সমভাব চিরকাল,
প্রতিকাল নূতন প্রকার ॥
অস্তগত নিশাকর, প্রকটিত প্রভাকর,
তাহে হয় প্রকাশিত দিন।
পাতিয়া জগতজাল, তিন কালে তিন কাল,
ধরে খায় আয়ুরূপ মীন ॥
জলের হৃদয়ে বাস, নূতন দেখিতে আশ,
চাই তাই নূতন দিবস।
কিন্তু তায় বোধ হত, দিন যত হয় গত,
শূন্য হয় আয়ুর কলস ॥
ভবের ব্যাপার যত, সমুদয় এই মত,
মোহরসে মুগ্ধ জীব সবে।
মহারত্ন মহাধন, নাহি তার অন্বেষণ,
বিমোহিত বিকল বিভবে ॥
আমিও সেরূপ হই, যত লিখি যত কই,
ছাড়া নই ভ্রম অন্ধকার।
এসেছি ভ্রমণ ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে,
তবু সদা বিষম বিকার ॥
কখনো কখনো ভাই, পদব্রজে চোলে যাই,
মনে কিছু চিন্তা নাই আর।
যাই যাই ঠাঁই ঠাঁই, আশে পাশে ফিরে চাই,
দেখি তায় অশেষ প্রকার ॥
কত যায় কত রঙ্গে, দেখা হয় যার সঙ্গে,
যেন তায় কত কেলে প্রেম।
কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সুখ তারে পেয়ে,
দরিদ্র যেমন পায় হেম ॥
কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কার নাম
কেবা কার পরিচয় লয়।
সকলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দাদা,
ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন হয় ॥
এইরূপ দিবাভাগে, নব নব নব রাগে,
অনুরাগে করি সমাধান।
রজনীর আগমনে, তরণীর নিকেতনে,
যথা ক্রমে হয় অবস্থান ॥
উল্লাসিত সর্ব্বজন, প্রকাশিত পুষ্পমন,
সর্ব্বমতে আছি হরষিত।
বর্ত্তমানে সমুদয়, মিত্র হয় শত্রু নয়,
কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত ॥
চড়িয়া মানস রথে, এই শীতে জলপথে,
জল-পথে চলে যেই জন।
যেমন বজ্জাত ঠ্যাটা, তার কাছে জব্দ ব্যাটা,
পদাঘাত করে প্রতিক্ষণ ॥

ভাঙো, ভাঙো ঘুম ঘোর, চেতনার নাহি জোর
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে।
নিশি শেষে দাঁড় বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে
তার স্বর সুধা লাগে কাণে॥
অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়,
শুনিতে লালসা পুনরায়।
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে,
পুলকিত করিবে আমায়॥
তখন ছিলাম যাহা, পুন আর নাই তাহা,
আমি তো সে আমি আর নই।
এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই,
সেই ভাবে করি হই হই॥
লিখিতে লিখিতে মন, হোয়ে গেল উচাটন,
মরমে রহিল তাই খেদ।
প্রভু প্রেমে বেখে প্রীতি, অদ্য এই হলো ইতি
পরে হবে পর-পরিচ্ছেদ॥

সিপাহী-বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কর কর কর দয়া, দীন-দয়াময়।
হর হর হর নাথ, বিপক্ষের ভয়॥
আর যেন নাহি থাকে, কোনোরূপ দায়।
রাজা প্রজা সুখী হোক, তোমার কৃপায়॥
প্রকাশ করহ প্রভু, সুবিমল স্নেহ।
যেন আর, হাহাকার, নাহি করে কেহ॥
অত্যাচার করিতেছে, যত দুরাশয়।
তাদের পাপের ভার, কত আর সয়?
ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ।
ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ?॥
যদ্যপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার।
তবে জানি কৃপাময়, করুণা তোমার॥
হইলে মহিমা-চাঁদে, কলঙ্ক প্রচার।
দয়াময় নাম তবে, কে লইবে আর?॥
সব দিকে রক্ষা কর, এই ভিক্ষা চাই।
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই॥

একাবলী।

করুণা কর হে, করুণাকর।
হর হে সকল, বিপদ হর॥
প্রণতি করি হে, চরণে তব।
প্রণত পতিতে, প্রসন্ন ভব॥
সকলি দেখিছ, হৃদয়ে রোয়ে।
বিহিত করহ, সদয় হোয়ে॥
তোমারি চরণ, স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা, ধ্যানেতে ধরি॥
কাতরে তোমারে, অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয়, মনেতে রাখি॥
ধর হে আপন, প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত, বিচার কর॥
পালন শাসন, তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা, রাখিতে হবে॥
পামর পাতকী, পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা, করিছে কত॥
অদোষে হইয়া, কুপথে রত।
রমণী বালক, করিছে হত॥
শুনিয়া বধির, হতেছি কাণে।
সহেনা সহেনা, সহেনা প্রাণে॥
এ সব দেখিয়া, হোয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে, ধরিব প্রাণ?

দেখিতে কিছুতো, নাহিক বাঁকি।
তপন-শশাঙ্ক, তোমার আঁখি ॥
জীবের অন্তরে, যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত, তোমার কাছে ॥
অন্তর বাহির, অধীপ হোয়ে।
কিরূপে এখনো, রয়েছ সোয়ে ॥

বিলাপিনী ছন্দ।

দয়াবান, ভগবান, দয়া-দান, কর।
দিয়ে জয়, সমুদয়, শত্রুভয়, হর ॥
সবাকার, তুমি সার, মূলাধার, হরি।
কোথা নাথ, ভবত্রাত, প্রণিপাত করি ॥
প্রতিক্ষণ, জ্বলাতন, দুখে মন, দহে।
বার বার, অনাচার, কত আর, সহে ॥
তোমা বই, কারে কই, হোয়ে রই স্তব্ধ।
অনিবার, অশ্রুধার, হাহাকার শব্দ ॥
এ বিপদে, রাখো পদে, দুটী পদে, ধরি।
প্রতীকার, কর তার, সুবিচার, করি ॥
কলেবর, জর জর, অতি খর তাপে।
ধরাধর, থর থর, ঘোরতর, পাপে ॥
এ দেশের, বড় ফের, পাপিদের, দাপে।
টলটল, টলমল, ধরাতল, কাঁপে ॥
হও মূল, অনুকূল, শ্বেতকুল, পক্ষে।
সমুচয়, শত্রুক্ষয়, তবে হয়, রক্ষে ॥
অতি ক্ষীণ, জ্ঞানহীন, চিরাধীন যারা।
মেরে লাপ, কোরে পাপ, দেয় তাপ, তারা ॥
আজ্ঞাচারি, রক্ষাকারি, অস্ত্রধারি, বত।
একেবারে, এপ্রকারে, পাপাচারে, রত ॥
নরপশু, হরে বসু, করে অসু, নষ্ট।
হতরব, কত কব, কত সব, কষ্ট ॥
কি বিশাল, সেনাপাল, বামাবাল, নাশে।
অকারণে, ক্রোধ মনে, প্রভুগণে, শাসে ॥
যে বিহিত, কর হিত, সমুচিত, স্নেহ।
নিজবলে, দুষ্টদলে, রসাতলে, দেহ ॥

নানা সাহেব কাণপুরের ব্রিটিস ছাউনি অধিকার করণানন্তর বিথুর নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ রাজ্যাভিষেক কল্পে বহুসংখ্যক তোপধ্বনি করণের আজ্ঞা দেন। তদুপলক্ষে কবির মনের ভাব।—

পদ্য।

নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে ধন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে জন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে মন?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে পণ?
নানার, কি, নানাকেলে, আজো আছে ডাক?
নানার, কি নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?
প্রকাশিছে পাপপন্থা, হোয়ে পন্থী "ঢু ঢু"।
'ঢু, মারিতে জানে শুধু, ঘটে তার "ঢু ঢু" ॥
নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে, হইয়াছে কাণা ॥
ভাল দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ ॥

কাণপুরের যুদ্ধ জয়ের আনন্দ।

রেক্তাচ্ছন্দ।

(এই ছন্দটী অক্ষরগত নহে, মাত্রাগত। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই ছন্দের সৃষ্টি হয়, পূর্ব্বতন লোকেরা টিকেরার ও কাড়ার বাদ্যতালে এই ছন্দ গান ও পাঠ করিতেন।)

বাজী রাও পাসা যিনি।
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে।
ছেড়ে সে নিজ দেশ।
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে॥
হোয়ে সে পুত্র-হত।
হোয়ে সে পুত্র-হত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো কপালে তবু, হোলো না সন্তান॥
কোথাকার মহাপাপ।
কোথাকার মহাপাপ, বোলে বাপ,
পুত্র হোলো 'নানা,।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা॥
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে।
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন, না করিতে পারে॥

নানা, কি, নানাকেলে।
নানা, কি, নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত জারি।
যাহা স্বেচ্ছা, তাহা করে, হোয়ে স্বেচ্ছাচারী॥
হোলে সে পাসার ছেলে।
হোলে সে পাসার ছেলে, চাসার চেলে,
কেন তবে চলে ?
হোয়ে কাল, বামা, বাল, নাশে নানা ছলে॥
হোলো সে হোলোই হিন্দু।
হোলো সে হোলোই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে॥
সেটাতো একা নয়।
সেটা তো একা নয়, দুরাশয়,
ভাই তার ভোলা।
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে কোরে খোলা॥
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা।
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা, ফেরে গাদা,
বড় দাদার হিতে।
" একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে,,॥
জুটেছে সমান দুটো।
জুটেছে সমান দুটো, দাঁতে কুটো,
কোর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ী, খেয়ে ছড়ি, ফির্ব্বে দেশে দেশে॥
কে প.কার হরির খুড়ো।
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো কোরে দেহ।
বংশে যেন, বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ॥
তারা, যে পন্থী চু চু।
তারা, যে পন্থী চু চু, ঘরে চু চু,

গেল ছারেখারে।
হাড়ে মাটি, বাড়ে দুর্ব্ব, হোলো একেবারে ॥
বিথুরে আর কি আছে।
বিথুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাহিক কাণা কড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে, যাবে গড়াগড়ি ॥
ছিল যার বস্তু যত।
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুটে। [ছুটে ॥
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে, হাম্বা বোলে
হোয়েছে হতভোম্বা।
হোয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকী ॥
কোরেছে যেমনি মতি।
কোরেছে যেমনি মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল, ফলে হাতে হাতে ॥
ছেড়ে দেও বামুন বোলে।
ছেড়ে দেও বামুন বোলে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
থাবড়া মেরে, কাবড়াপথে,
চালান দেহ জলে ॥
যদি ভাই আমরা ছাড়ি।
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মাড়ামাড়ি,
কোর্ব্বে গোরা সবে।
বাঘেরে গোহত্যা ভয় কে শুনেছে কবে ?
নানা, না, পাপী নানা।
নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা,
কোয়ো না রে কেহ।
যথা, তথা, নানা কথা, ছেড়ে সবে দেহ ॥
লেখনী থাকো থেমে।
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হোতে হবে।
কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ॥
সেটাতো কতক ভাল।
সেটা তো কতক ভালো, ধর্ম্ম আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারীহত্যা, শিশুহত্যা, করেনিকো বটে ॥
তবুতো অত্যাচারী।
তবুতো অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোল্‌তে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে ॥
হোয়ে সে রাজ্য ছাড়া।
হোয়ে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষ্মী ছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে?
কর্ম্ম দোষে, ধর্ম্ম দোষে, অধঃপাতে যাবে ॥
ছোট তার্ সিংহ অমর্।
ছোট তার্ সিংহ অমর্, সেকি অমর্,
গোমর্ করে কিসে ?
চামর্ হোয়ে, কোমর বেঁধে সমর করে কীশে?
হবে তার মুখের মত।
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে কোসে।
এক্ থাপড়ে অস্ত্র যাবে, দন্ত যাবে খোসে ॥
মেতেছে মান্ সিঙ্।
মেতেছে মান্ সিঙ্, নেড়ে শিঙ্,
কিঙ্ হবে বোলে।
কুর্ত্ত হোয়ে ধূর্ত্ত যান্, অভিমানে গোলে ॥
হবে শেষ মানসিংহ।

হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম্‌ সিংহ,
বনে বনে থেকে।
বন্যা হোয়ে মারে যাবে, ঘেউ ঘেউ ডেকে ॥
থেকে, সে অনুগত।
থেকে, সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি দোষে মরে।
খানা কেটে লোণা জল, ঢুকাইল ঘরে ॥
এত ভাই বড় মজা।
এত ভাই বড় মজা, হোয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিপীড় ধরেছে ডান, মরিবার তরে ॥
ছাদে কি শুনি বাণী।
ছাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁট্‌কাটা কাকী।
মেয়ে হোয়ে, সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি।
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে, ধনে জনে, যাবে রসাতলে ॥
হোয়ে শেষ নানার নানী।
হোয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানির মুলুকে, কি, বর্গিগিরি খাটে ?
বড় সব, খেড়ে খেড়ে।
বড় সব, খেড়ে খেড়ে, ছাগল-দেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চোড়ে ঘাড়ে কোসে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ॥
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা।
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচা খোল্লা,
ডোবাডাল্লা বোলে।
কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ্বোলে,
কেবলি মর্জ্জি ভেড়া।
কেবলি মর্জ্জি ভেড়া, কাজে ভেড়া,
নেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত ॥
যেন ঝাল্‌ লঙ্কা পোড়া।
যেন ঝাল্‌ লঙ্কা পোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামিতে ভরা।
টেনি পোরে চটে বোসে, ধরা দেখে শরা ॥
তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া।
তারা তো হোয়ে ঢোঁড়া, যেন ঘোড়া,
দিতে এলো টক্কর।
এক রত্তি বিষ নাইকো, কুলোপানা চক্র ॥
সাজরে যত গোরা।
সাজরে যত গোরা, মেরে হোরা,
ভেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে, শক্ত হোয়ে, রক্ত খাও কেঁড়ে ॥
যত পাও, খেয়ে সেরি।
যত পাও, খেয়ে সেরি, হোয়ে মেরি,
পাত্র হোতে খোরে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ্‌ হিপ্‌ হোরে" ॥
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি।
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম্‌ ব্রাণ্ডি,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেও, ঈশু গুণ গেয়ে ॥
ঘুচিল শত্রু ভয়।
ঘুচিল শত্রু-ভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥
রাখিলেন্‌ র‍্যাঙ্ক গড্‌ !

রাখিলেন্ রাঙ্ক্ গড্, থ্যাঙ্ক্ লড্,
কলিন্ কাম্বেল।
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ॥
কোথা মা ভগবতী।
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া!
একেবারে শত্রুকুলে, কোরে দাও গয়া ॥

প্রভাতের সূর্য্য। স্বভাবের সৌন্দর্য্য।

হে জীব! শিবময় সদাশিবকে স্মরণ করিয়া অদ্য একবার প্রভাতের মুখাবলোকন কর। আহা! দেখ, বিচিত্র আকাশ ক্ষেত্রে এবং জগতের সর্ব্বত্রে কি চমৎকার শোভা বিকীর্ণ হইয়াছে, এই সমস্ত পদার্থই মহা মঙ্গলময় মহাপুরুষ মহেশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতেছে। স্বভাবের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক একবার পরমপিতার প্রেমরসে আর্দ্র হও।

এই জ্যোতির্ম্ময় লোকলোচন সর্ব্ব সাক্ষী সূর্য্যদেব কি পদার্থ, তাহার যথার্থ মর্ম্মার্থ গ্রহণ কর, এবং মনের সহিত ভক্তিভরে তাঁহাকে একবার নমস্কার কর।

ত্রিপদী।

ওহে জীব বাক্য ধর, ভ্রম নিদ্রা পরিহর,
পূর্ব্বদিকে কর দরশন।
ছবির কি কব ঘটা, রবির আরক্ত ছটা,
কবির প্রফুল্ল করে মন ॥
পরিয়া সুচারু ভূষা, হাস্যমুখী হোলো ঊষা,
দেখ তা'র অপরূপ শোভা।
বিভাকর করে বিভা, প্রকাশ হতেছে দিবা,
আহা কিবা নিভা মনোলোভা!
নিশা সহ ছিল তারা, কোথায় এখন তারা,
কোথায় গিয়েছে অন্ধকার?
অধ ঊর্দ্ধে করি দৃষ্টি, হইতেছে কৃপা বৃষ্টি,
যেন এই সৃষ্টির সঞ্চার ॥
প্রভায় পূরিল ভব, দেখ সব অভিনব,
কত কব, রব নাহি সরে।
ভাবে ভাব পরাভব, দেখি সব অনুভব,
যেন নভ নব ধব পরে ॥
লোহিত লাবণ্য ধরি, মোহিত করেছে হরি,
সহিত আপন প্রিয় জায়া।
পতি প্রেম রসে গলে, টল টল তরুতলে,
স্থলে জ্বলে জলে জ্বলে ছায়া ॥
ধরণীর ঊর্দ্ধে রোয়ে, তরুণী ঘরণী লোয়ে,
হইয়াছে কেলি রসে রত।
ক্ষণে২ কোলে টানে, ক্ষণে ফ্যালে অধপানে,
টানাটানি করিতেছে কত ॥
নয়ন রোযেছে যার, চেয়ে দেখ একবার,
দৃষ্টি মাত্রে দ্রব হয় শিলা।
ছায়াজায়া সঙ্গে করি, মাথামুণ্ড নিজে হরি,
আহা মরি কি আশ্চর্য্য লীলা ॥
ধন্য ধন্য ভাব-রস, দিক দশ প্রেমে বশ,
ত্রিভুবন যার যশ ঘোষে।
একাকী নায়ক মিত্র, কত নায়িকার মিত্র,
সমভাবে সকলেরে তোষে ॥

এক ভাব সব ঠাঁই, ছোট বড় ভেদ নাই,
বিশ্ব মাঝে সকল সমান।
মহাকর প্রভাকর, স্বভাবে সহস্র কর,
প্রতি করে প্রীতি করে দান॥
গিরি বন নদী নদ, সরোবর সিন্ধু হ্রদ,
সুখপদ পেয়ে সব সুখি।
চরাচর দীপ্ত হয়, আলোময় সমুদয়,
প্রাণিচয় কেহ নয় দুখি॥
প্রভাত দেখিয়া নিশি, যোগযুক্ত হন ঋষি,
কি সুখ করিছে কৃষি সুখে।
মানব মানবী যত, নিজ নিজ কর্ম্মে রত
জয় জগদীশ বলে মুখে॥
স্থিত হোয়ে এক স্থানে, কটাক্ষ সবার পানে,
শাসনের দণ্ড বড় জোর।
দেখিয়া যমের বাপ, পাপীগন ছাড়ে পাপ,
সাধু হয় ভয়ে যত চোর॥
সাক্ষাৎ অনলময়, লোকে কয় মিছে নয়,
কিন্তু তায় এই কবি যশ।
কেবল আগুন নয়, রসপূর্ণ রসময়,
অনলের ভিতরেতে রস॥
হায়রে ঐশিক-কার্য্য, সমুদয় অনিবার্য্য,
হয় ধার্য্য কিরূপ প্রকার।
যে করে দাহন করে, সেই করে রবি করে,
সুশীতল জলের সঞ্চার॥
তরুলতা পত্র ফুল, অন্নজল ফলমুল,
সৃজন করিয়া সমুদয়।
জীবিকা করিয়া দান, বাঁচান জীবের প্রাণ,
দীননাথ দীন দয়াময়॥
নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার, নেত্ররূপ সবাকার,
অপরূপ অতি অপরূপ।
তমোহর দীনকর, অতিশয় শুভকর,
জগতের জীবন স্বরূপ॥
সহস্র করের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সেরূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী কেলিয়া লাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ কোরেছে নিজ রূপ।
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
ঘেমে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ॥
কমল দলের তলে, রবি ছবি জলে জ্বলে,
বিদুরিত হোতেছে বিলাস॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দলে,
কেলিরসে বন্দী বটে অলি॥
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়া আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার॥
দেখি ভানু অনুকুল, বনে বনে কত ফুল,
মধুভরে প্রফুল্ল বদন।
তাদের সুবাস লোয়ে, পবন চঞ্চল হোয়ে,
শূন্যপথে করিছে গমন॥
বার্ত্তা পেয়ে বায়ুমুখে, উটে ছুটে গিয়ে সুখে,
বিহঙ্গ পতঙ্গ অগণন।
পান করে ফুলরস, গান করে বিভু যশ,
শুনিয়া অবশ হয় মন॥

শুম ও প্রভাকর, মনাকাশে প্রভা-কর,
প্রভাকর প্রভা কর দান।
অন্ধকার দর কর, স্বীয় স্তুত শঙ্কা হর,
শঙ্কট সাগরে কর ত্রাণ॥
ডাকে প্রভাকর কর, কোথা প্রভাকর কর,
প্রভাকর তোমার রচিত।
পালিতেছ প্রভাকরে, পাল এই প্রভাকরে,
তোমাতেই করেছি অর্পিত॥
সদা সুস্থ রাখ দেহ, রচনার শক্তি দেহ,
নষ্ট কর, কষ্ট সমুদয়।
নাহি চাই হীরা হেম, তোমার পবিত্র প্রেম,
অন্তরে উদয় যেন হয়॥

গৌড় রাজ্যের ভগ্নাবস্থা বর্ণন উপলক্ষে কবির খেদোক্তি।

দীর্ঘ চৌপদী।

কাল-হস্তে সমুদয়, কাল ছাড়া কিছু নয়,
কালে হয়, কালে লয়, কালে যায় কাল রে।
কে বুঝে কালের মর্ম্ম, কে বুঝে কালের কর্ম্ম
এরূপ কালের ধর্ম্ম, আছে চিরকাল রে॥
একেবারে অনিবার্য্য, সম ভাবে হয় ধার্য্য,
এ সব কালের কার্য্য, বিষম বিশাল রে।
এই এক প্রকরণ, অন্যরূপ পরক্ষণ,
মোহিত করেছে মন, জগদিন্দ্রজাল রে॥
বৃক্ষ এক অবিরল, মূলে তার নাই স্থল,
অবিরত ফুলে ফল, নাহি পাতা ডাল রে।
আস্বাদনে হই বশ, ভ্রমে কত করি যশ,
বিষমাখা তার রস, মধুর রসাল রে॥
কারু কর্ম্ম বহুতর, মনোহর শোভাকর,
আকাশে রয়েছে ঘর, নাহি খুঁটি চাল রে।
ভাবভরে হেরি ভব, ভাবে ভাব পরাভব,
ভুতের ব্যাপার সব, ভাল্ ভাল্ ভাল্ রে॥
কালে কাল লুপ্ত রয়, খণ্ডিবার কভু নয়,
কৃষ্ণ-কেশ শুভ্র হয়, বৃদ্ধ হয় বাল রে।
সমুদ্র শুখায়ে যায়, দ্বীপের সঞ্চার তায়,
দিনকর ক্ষীণ-কায়, হোলে সন্ধ্যাকাল রে॥
কালের বিচিত্র গতি, অনুকূলা বসুমতী,
দ্বারকার অধিপতি, ব্রজের রাখাল রে।
কালে সেই যদুবংশ, এককালে হোলো ধ্বংস,
ভুতে ভুক্ত ভুক্ত অংশ, ভুত ষড়ঙ্গাল রে॥
দশানন দর্পধারী, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অধিকারী,
ইন্দ্র-চন্দ্র-আজ্ঞাকারী, নিশাচরপাল রে।
গেল তার জোর ডঙ্কা, বন্ধনে সিন্ধুর শঙ্কা,
বানরে পোড়ালে লঙ্কা, বাজাইয়া গাল রে॥
যারা আগে হৃষ্ট মনে, আহারের অন্বেষণে,
বেড়াইত বনে বনে, পোরে বৃক্ষ ছাল রে।
কালেতে তাহারা নব্য, হইয়াছে সভ্য ভব্য,
অসম্ভব ভবিতব্য, প্রসন্ন কপাল রে॥
সত্যধর্ম্ম লোপ হয়, বেদবিধি নাহি রয়,
প্রকটিত পাপময়, বদন-করাল রে।
হতেছে বনের নর, অবনীর অধীশ্বর,
কি হইবে অতঃপর, হায় হায় কাল রে॥

পদ্য।

ভবের ভৌতিক-ভাব, ভাবনীয় নয়।
ভাবিলে স্বভাব ভাবে, ভাবের উদয়॥

ভূতে ভেলে, ভূত সেজে, বৃথা হই ভাবী ?
নাহি বুঝি কার ভাবে, কেন ভাবি ভাবী ?
ভাবের ভবন বটে, ভবের ব্যাপার।
যত ভাবে, যত ভা'ব, নাহি তার পার ॥
কভু হাস্য পরিহাস, সুখের সঞ্চার।
কখনো দারুণ দুখে, শুধু হাহাকার ॥
কখন, কাহার ভাগ্যে সুখের সংযোগ।
কেবা করে রাজ্যপাট, কেবা করে ভোগ ॥
দেখিয়া কালের গতি, মিছে খেদ করা।
কারো পক্ষে চিরকাল, ধরা নন ধরা ॥
কোথাকার লোক এসে, কোথা করে বাস ?
প্রচুর প্রভাবে করে, প্রভুত্ব প্রকাশ ॥
কালেতে ভবন বন জনহীন স্থান।
কালেতে কাননে হয়, নগর নির্ম্মাণ ॥
আকাশে উঠেছে চূড়া অতি উচ্চতর।
অতি দীর্ঘ কলেবর, ধরে ধরাধর ॥
কাল ক্রমে হয় তার, শরীর পতন।
ভুধর অধরে করে, ধরণী-চুম্বন ॥
ব্যাপার হইল ভারি, এসে ভব-হাটে।
মোহিত হইল মন, নাটুয়ার নাটে ॥
মোহ মেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার।
বোধরূপ-শশাঙ্কের, না হয় সঞ্চার ॥

ঢাকা, বিক্রমপুর, এবং রাজনগর
প্রভৃতির পুরাতন উজ্জ্বল এবং
নূতন মলিন অবস্থা
বর্ণন।

ত্রিপদী।

হাঁরে ও করাল কাল, নিদয় কালের কাল,
চিরকাল স্থিরকাল নও ?
হোয়ে বহুরূপা প্রায়, ধর বহুরূপ-কায়,
কালে কালে কতরূপ হও ?
সীমাহীন রত্নাকর, হর তার রত্নাকর,
কর তায় দ্বীপের সঞ্চার।
গোষ্পদের বিন্দু জলে, সিন্ধু কর নিজ বলে,
পূর্ণিমারে কর অন্ধকার ॥
রেণুকে পর্ব্বত কর, হোয়ে সেই ধরাধর,
শোভা করে গগনমণ্ডলে।
সগণসহিত হায়, গগন ছাড়ায়ে তায়,
মগন করহ রসাতলে ॥
নগর কানন কর, সমুদয় শোভা হর,
কালে কালে কালমূর্ত্তি ধর।
তোমার অসাধ্য কিবা, রজনীরে কর দিবা,
দিবারে রজনী তুমি কর ॥
তুমি কাল সর্ব্বকাল, ইহকাল পরকাল,
সকলি তোমার করাধীন।
বালকেরে বৃদ্ধ কর, যুবার যৌবন হর,
বলিরে করহ বল হীন ॥
হাঁরে ওরে সর্ব্বনাশী, এদেশের সর্ব্ব নাশি,
উদরে দিয়েছ স্বর্ণভূমি।
গর্ব্বনাশা, সর্ব্বনাশা, পৃথ্বীপতি কীর্ত্তিনাশা,
বৃত্তিনাশা, কীর্ত্তিনাশা তুমি ?
দেখিয়া হোতেছে ক্রোধ, এখনি ক'রব শোধ,
দেখিব কেমন তুমি নদী।
খেয়ে বারি প্রাণে মারি, একেবারে দফা সারি,
জহ্নু মুনি হোতে পারি যদি ॥
রাজা রাজবল্লভের, হৃদি-রূপপল্লবের,
সমুদয় দুল্ল'ভের ধন।
সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিল নৃপধন,
সেই ধন করিলি নিধন !!

বিক্রমে বিক্রমপুর, ছিল, যে বিক্রমপুর,
সে বিক্রম কিছু নাহি আর।

বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রঙ্গরস পরিহরি,
অঙ্গ শোভা হরিয়াছ তার ?

শ্রীরাজনগর গ্রাম, শ্রীমতীর প্রিয় ধাম,
কেবল হোয়েছে নাম সার।

শোভাময়ী রাজপুরী, সে শোভা করেছ চুরি,
সকলি করেছ ছারখার।

রাজবংশ অবতংস, মানসের রাজহংস,
সুখ অংশ ধ্বংস করিয়াছ।

নীরানন্দ নাহি আর, নিরানন্দ সবাকার,
মানসের নীর হরিয়াছ ॥

মনোহর সরোবর, উপবন, দেবঘর,
একেবারে সমুদয় নিলি।

সুখের বাঙাল দেশ, কাঙাল করিয়া শেষ,
সুখের জাঙাল ভেঙ্গে দিলি !

প্রাচীনের কিছু নাই, ছিন্ন ভিন্ন সব ঠাঁই,
কত দিন রবে আর রব ?

"বেগের", সে বেগ হত, মলিন কুলীন যত,
গাঙ্গুলি লাঙ্গুলি হোলো সব ॥

খড়দহ মেল যারা, বেমেল হোয়েছে তারা,
খড়েতে আগুন লাগিয়াছে।

নাহি আর পূর্ব্ব ভাব, ক্রমে ক্রমে ভঙ্গভাব,
স্বভাবে অভাব ঘটিয়াছে ॥

বিক্রমেতে ফুলে ফুলে, বিক্রমপুরেতে ফুলে,
কোরেছিল কুলের গৌরব।

সে কুলের নাহি রস, সে ফুলের নাহি যশ,
নাহি তার মধুর সৌরভ ॥

ফুলভী বল্লভী দল, বল্লভের নাহি বল,
ভববল্লভের নাহি দয়া।

গর্ব্বহীন সর্ব্বানন্দী, সর্ব্বানন্দ হোলো বন্দী,
সর্ব্বানন্দ পাইয়াছে ময়া ॥

বেদমেল বেদহত, বিশেষ কহিব কত,
কোথা আছে পণ্ডিত রতন ?

বংশজ বংশজ যত, হোয়েছে বংশজ-হত,
কেবা করে তাদের যতন ॥

গ্রহ নয় তুষ্ট নয়, কারো নয় পরিণয়,
দুখ হয় কহিতে অধিক।

এক ভাব পরস্পরে, ময়ূর থাকিলে পরে,
সকলেতে হোতেন কার্ত্তিক ॥

গোষ্ঠিপতি শ্রোত্রিয় যাঁরা, গোষ্ঠিহীন প্রায় তাঁরা,
ক্রমেতে ক্রমের ব্যতিক্রম।

কুলে শীলে, ধনে মানে, পূর্ব্ববৎ কেবা মানে,
কালগুণে ঘুচিল বিক্রম।

সোনা ছিল সোণা নাম, সোণার সোণার গ্রাম
সে সোণা এখন নয় খাঁটি।

পুরাতন রাজধাম, কেবল রয়েছে নাম,
ভূপতির নাহি ভিটে মাটি ॥

কেহ নাই রাজবংশে, প্রজাগণ কোনো অংশে
পূর্ব্ববৎ নহে আর সুখি।

সুখসূর্য্য অস্তগত, মামি সব মান-হত,
ধনবান সকলেই দুখি।

মহারাজ আদিশূর, সুধীর সাক্ষাৎ সুর,
বৈদ্য কুলমস্তকভূষণ।

পঞ্চ জন দ্বিজবর, আনিলেন নৃপবর,
নিজ যজ্ঞ সাধন কারণ ॥

দাস লোয়ে নিজ নিজ, আইলেন পঞ্চদ্বিজ,
পাঁচ কুল কায়স্থ সে পাঁচে।

রাজারে মানাতে ভক্তি, জানাতে বিপ্রের শক্তি
আশীর্ব্বাদ করিলেন গাছে ॥

সে তরু নীরস ছিল, আশীর্ব্বাদে মুঞ্জরিল,
গুঞ্জরিল সুনাম-ভ্রমর।
অদ্যাবধি সেই তরু, ফলে ফুলে কল্পতরু,
রহিয়াছে হইয়া অমর॥
কোথা সেই আদিশূর, কোথা তাঁর আদিপুর,
কোথা সেই বংশধর তাঁর?
কোথা সে বল্লাল ভুপ, যাঁর কীর্ত্তি নানারূপ,
কুলীনেতে রোয়েছে প্রচার।
জাতির প্রধান গণি, কুলীন মাথার মণি,
আছে যশ দশদিক্ ছেয়ে।
কারো নাই অপমান, এখনো সমান মান,
বল্লালের চাপরাস পেয়ে॥
শ্রীরাজবল্লভ রায়, শেষ রাজা বাঙ্গালায়,
তুষ্ট যাঁরে সকল ব্রাহ্মণ।
করি এক যজ্ঞ-সূত্র, স্বজাতির যজ্ঞ-সূত্র,
পুনরায় করিল স্থাপন॥
অকাতরে বহু ধন, যে করিল বিতরণ,
কীর্ত্তি যাঁর পৃথী-পারে ধায়।
তাঁহার বংশজ যত, ফণি যেন মণিহত,
দিবসান্তে আহার না পায়॥
যেন শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন,
ক্ষীণ হীন মলিন বদন।
রাগ নাই পূর্ব্ব রাগে, গতি হয় অধোভাগে,
ভাঙিয়াছে স্বর্গের সদন॥
কি ছিল, কি হোলো আহা, আর নাকি হবে
তাহা, যা হবার হইয়াছে শেষ।
বিস্তারিয়া কালগ্রাস, কালেতে কোরেছে গ্রাস
সমুদয় বাঙালের দেশ॥
প্রভা যত পূর্ব্বকার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অন্ধকার হেরি সব স্থান।
কোনোদিকে নহে ভালো, বৈদ্যের সৌভাগ্য
আলো, একেবারে হোয়েছে নির্ব্বাণ॥
কায়স্থাদি জাতিচয়, পূর্ব্বরূপ কেহ নয়,
সবে কয় দুখের কাহিনী।
কেবল নামেতে ঢাকা, ঢাকায় নাহিক টাকা,
প্রতিকূলা পেচকবাহিনী॥
আচার বিচার যত, কিছু নাই পূর্ব্ব মত,
বেশভুষা হোতেছে প্রভেদ।
ধনী বোলে ধ্বনি মাত্র, মধুহীন মধু পাত্র,
সকলেরি অন্তরেতে খেদ॥
কত গঞ্জ কত গ্রাম, বিখ্যাত যাদের নাম,
কিছু আর চিহ্ন নাহি তার।
করিয়া ভীষণ গতি, কূল খেয়ে কুলবতী,
সমুদয় কোরেছে সংহার॥
বড় বড় মহাজন, ছিল কত মহাজন,
মহাজনি করিত সবাই।
এখন কোথায় ধন, নামে মাত্র মহাজন,
মহাজন মহাজন নাই॥
ব্যবসা গিয়েছে কেঁচে, যারা সব আছে বেঁচে
ব্যবসায়ী কেহ আর নয়।
এক দশা সবাকার, মুখে রব হাহাকার,
কোনরূপে দিনপাত হয়॥
শুনিলাম যথা তথা, সকলেরি এক কথা,
কারো মনে কিছু নাই সুখ।
যতেক বাঙালগণ, কাঙাল সকল জন,
বাঙালিরে বিধাতা বিমুখ॥

বড়দিন।

শোক তরঙ্গিণী ছন্দ।

বিশ্বজয়ী ব্রিটিসের, অধীনেতে রোয়ে।
লিখিতেছি বড়দিন, বড় দীন হোয়ে॥
এবারের বড়দিন, বড় দিন নয়।
এই দিন ছোট দিন, দীন অতিশয়॥
কিছু মাত্র নাহি আর, সুখের ব্যাপার।
চারিদিগে কেবল, উঠেছে হাহাকার॥
এ সুখের আকর "বিলাত" যারে বলে।
সে বিলাত ভাসিতেছে, নয়নের জলে॥
শোকে তাপে, সবাই, কাতর নিরন্তর।
দুখানলে পুড়িতেছে, সবারি অন্তর॥
স্থির হোয়ে কেহ আর, ধৈর্য্য নাহি ধরে।
পড়িয়াছে কান্নাহাটি, প্রতি ঘরে ঘরে॥
মূল স্থান হয় যথা, সুখ নাই তথা।
অধিক কি কব আর, এদেশের কথা?
কেমনে ভারতভূমে, সুখে যায় রাখা?
মূলেতে আঘাত হোলে, কোথা থাকে শাখা?
জলনিধি জলহীন, হইল যখন।
কিরূপেতে থাকে তবে, নদীর জীবন?
দিন দিন, দীনতাই, হতেছে প্রবল।
লোকের মনেতে জ্বলে, শোকের অনল॥
নিরানন্দ নিজে করি, বিশ্ব অধিকার।
ভূলোক পুলকহীন, করে দুরাচার॥
বিপদ, আপদ, আদি, অনুচর নিয়া॥
মানসের সিংহাসনে, বসিল আসিয়া॥
"আনন্দ,, না পায় আর, বসিবার স্থল।
কাজেই সে, একেবারে, হইল বিরল॥
দৈব-হেতু অকালেতে, কত পরিবার।
একেবারে হোয়ে গেল, সমূলে সংহার॥
কত পতি সতীশোকে, ত্যেজিল জীবন।
কত সতী পতিশোকে, করিছে রোদন॥
কত পিতা পুত্রশোকে, ধরণী লুটায়।
কত পুত্র পিতৃ-শোকে, করে হায় হায়॥
কত ভ্রাতা ভ্রাতৃ-শোকে, দহিছে অন্তরে।
কত বন্ধু বন্ধু-শোকে, করাঘাত করে॥
জাতি জ্ঞাতি বান্ধবাদি, বিয়োগের দায়।
অনেকেই জ্বর জ্বর, মর মর প্রায়॥
সকলেরি এক দশা, ভেদাভেদ নাই।
সমান যাতনা ভোগ, করিছে সবাই॥
কারো মুখে নাহি আর, হাস্য খল খল।
যার পানে ফিরে চাই, তারি চোখে জল॥
কালের কুটিল ধর্ম্মে, কেবল অহিত।
হাসির হয়েছে ফাঁসি, সুখের সহিত॥
বল, বুদ্ধি হারা হোয়ে, বিপদের কালে।
আপনিই মারি চড়, আপনার গালে॥
ধৈর্য্য, বোধ, রবি শশী, না হয় উদয়।
দিবানিশি হেরি শুধু, অন্ধকারময়॥
হাত নাহি সরে আর, লিখিতে বসিয়া।
নয়নের জলে যায়, অক্ষর ভাসিয়া॥
সিপাহি-বিদ্রোহ বোলে, শুধু কিছু নয়।
স্বভাবত এ বছর, কুবছর হয়॥
এমেরিকা, ফ্রান্স, রুস, যত যত দেশ।
খৃষ্টানের সব দেশে, বিপদ বিশেষ॥
সেখানে বিদ্রোহি নাই, কিন্তু দৈবাধীন।
রাজা প্রজা মারা যায়, হোয়ে ধনহীন॥
রাজার মঙ্গলে হয়, প্রজার মঙ্গল।
রাজ্যের বিপদে মরে, বাঙালি সকল॥

কাঙালি বাঙালি যত, রাজপদানত।
প্রভুভক্ত অনুরক্ত, চির-অনুগত ॥
বড় বড় প্রভুদের, অধীন হইয়া।
পশ্চিমেতে ছিল যারা, পরিবার নিয়া ॥
তার মধ্যে অনেকেরি, সংবাদ না পাই।
কি হইল, কোথা গেল, অন্বেষন নাই ॥
নিগূঢ় বৃত্তান্ত তার, পাব কার কাছে ?
কেমনে নিশ্চয় হবে, মরেছে কি আছে ?
বিদ্রোহিরা অধিকন্তু, বাঙ্গালির দ্বেষি।
রাগভরে অত্যাচার, করিয়াছে বেশী ॥
করিল যে সব কর্ম্ম, হইয়া নিদয়।
সে সকল কথা কিছু, স্ফুটিবার নয় ॥
বেঁচে থেকে ক্ষণ মাত্র, নাহি হই সুখী।
পৃথিবী দোফাক্ হোলে, ভিতরেতে ঢুকি ॥
কি করিব চারা নাই, দৈবের ঘটনে।
তাই হোলো যাহা ছিল, ঈশ্বরের মনে ॥
যদিও আমরা হই, হিঁদুর সন্তান।
বড়দিনে সুখি তবু, খৃষ্টান সমান ॥
সাহেবেরা করিতেন, আমোদ যেরূপ।
আমরাও করিতাম, তার অনুরূপ ॥
দেবদারু পাতা দিয়া, সাজাতেম দ্বার।
কিনিয়া গাঁদার ফুল, গাঁথিতাম হার ॥
বাড়ী আর বাগানেতে, ধুম ধাম নানা।
রুচিমত কতরূপ, করিতাম খানা ॥
এবার সে হার আর, নাহি গাঁথে কেউ।
অশ্রুধার হার হোয়ে, বুকে খেলে ঢেউ ॥
কে কিনিবে কলা আর, কে কেনে কমলা।
কমলার কোপে পোড়ে, সবে খায় কলা ॥
কে করিবে উপভোগ, উপবনে গিয়া ?
ভবন ছাড়িয়া আদ্য, রবে শেষ নিয়া ॥

কোন্ মুখে হাসিব, সখের খানা খেয়ে।
কহিব সুখের কথা, কার মুখ চেয়ে ?
সম দুখি দুই দল, শাদা আর কালো।
কারো মনে নাহি জ্বলে, আনন্দের আলো ॥
বছরের পরে আজ, বড়দিন ভাই।
তারি মুখ কাঁদো, কাঁদো, যার পানে চাই ॥
গির্জ্জা-ঘরে গিয়া দেখ, যত শ্বেত দল।
বাহিরেতে জলময়, ভিতরে অনল ॥
হোটেলাদি স্থানে স্থানে, আছে বটে জাঁক।
যে দেখে দেখুক জাঁক, আমি দেখি ফাঁক ॥
কোথায় রয়েছ প্রভু, কৃপার আধার ?
এই কি হে ছিল নাথ, মনেতে তোমার ?
তুমি হও সর্ব্বগত, কি কহিব আর।
এই কি, বিচার, নাথ, এই কি বিচার ?
যা হবার হইয়াছে, উপায় কি তার।
এখন যে বিধি হয়, কর প্রতীকার ॥
তোমা বিনা প্রতুলের, পথ আর নাই।
দোহাই দোহাই নাথ, তোমারি দোহাই ॥
শুন শুন, রাঙা কালো, সভ্য আছ যত।
কালের বিচিত্র গতি, হও অবগত ॥
ঈশ্বরে স্মরন করি, প্রেমে হোয়ে রত।
আমোদ প্রমোদ কর, পূর্ব্বকার মত ॥
বড়দিনে ভজ তাঁরে, যে হয় বিপদ।
রবেনা রবেনা আর, রবেনা বিপদ ॥
ঈশ্বরের নাম অস্ত্রে, কেটে যাবে দায়।
সমরে চালাও সেনা, অমরের প্রায় ॥
এই শীতে হোয়ে যাবে, শত্রু সব ক্ষয়।
কি ভয়, কি ভয়, রণে, কি ভয় কি ভয় ?
শ্বেত সেনা আছ ভাই, যে খানেতে যত।
বড়দিনে, মেরিপুত্র, পদে হও নত ॥

সাহসে বিক্রম করি, অস্ত্র সব ধর।
কুজন বিপক্ষ দলে, কচু কাটা কর ॥
বিশ্বজয়ী গোরাগণ, দেশ ব্যক্ত আছে।
কার সাধ্য মাথা তোলে, তোমাদের কাছে ?

গীত।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

সাজ সাজ সাজ যত, শ্বেত সেনাদল।
ভাঁজ ভাঁজ ভাঁজ ভেরী, গিয়ে রণস্থল ॥
তুলে দিয়ে জয়ধ্বজ, চালো রথ অশ্ব গজ,
মজ মজ, ভজ ভজ, প্রভুপদতল। ১।
পর পর বস্ত্র পর, ধর ধর অস্ত্র ধর,
কর কর দম্ভ কর, হর শক্র-বল। ২।
ঘোর ভাষ ভাষ ভাষ, দুষ্টদলে নাশ নাশ,
সাহসেতে শাস শাস, হাস খল খল। ৩।
কবে করি পানপাত্র, নিযে প্রাণ পান মাত্র,
হবে সব মহাপাত্র, গাত্র টল টল ॥ ৪।
শ্রেণী গেঁথে থরে থবে, সমরে নাচিলে পরে,
করিবে চরণভরে ধরা টলমল ॥ ৫।
জোর জার শোর শার, মেরে কর চুরমার,
হোয়ে সব ছারখার, যাক্ রসাতল ॥ ৬ ॥
যত সব দুরাচার, করিতেছে অত্যাচার,
সমুচিত দেহ তার, হাতে হাতে ফল। ৭ ॥
পশ্চিমে মঙ্গল যত, অমঙ্গল করে কত,
সে মঙ্গল হোলে হত ভবেতো মঙ্গল ॥ ৮।
ঘোরঘটা মূর্ত্তি কটা, সুচারু সাজের ছটা,
ব্রিটিস বিজয় ভটা, স্বভাবে প্রবল ॥ ৯।
যখন ছুড়িবে গুলি, পুড়িবে বিপক্ষগুলি,
উড়িবে মাথার খলি, আকাশ মণ্ডল ॥ ১০।
তোমাদের নাহি ভয়, অনুকূল সর্ব্বময়,
ব্রিটিসের জয় জয়, মুখে বল বল ॥ ১১

বড়দিন।

(দ্বিতীয়।)

খ্রীষ্টের জনম দিন, বড় দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম ॥
কেরাণী, দেয়ান আদি, বড় বড় মেট্।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট্ ॥
ভেট্কি কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভাল দাম ॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে, সুখী অতিশয়।
বাঙ্গালির বিদিতার্থ, লিখি সমুদয় ॥
“ কেথলিক ,, দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে ॥
বিশ্ব মাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা ॥
স্বপ্নযোগে হোলো গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র বোলে, পরিচয় দেশে ॥
ও গড্ ও গড্ গড্, লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরষের ছেলে ?
এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে ?
নিজের বীজের ফল, ঈশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে, ঘোষের তনয় ॥
গোকুলে গোপাল খান, ননি, সর, ক্ষীর।
খান কি মেরির সুত, মাখম, পনীর ॥
দিশী-কৃষ্ণ, বিলি-কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে, বিশেষ বিশেষ ॥

বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিয়ার যাদু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাদু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা, ভাবে ঢোলে ঢোলে।
কব তার সব শুন, অবতার বোলে॥
কুমারীর গর্ব্ভে শিশু, হোয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ ছলে।
ভুলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে॥
ধর্ম্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ।
ভুতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেব॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগি জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে॥
নাম জারি করিলেক, চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোঁসাই॥
পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান।
জুশের ক্রুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ॥
তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব।
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হোয়ে, কতরূপ ভাব॥
সেরূপ খৃষ্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ি দল॥
প্রভুর শোণিত মাংস, কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান, যত মিসনরি॥
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ।
মাংস বোলে রুটি খান, রক্ত বোলে মদ॥
ভুবন করেছ বদ্ধ, কুহকের ডোরে।
হায় রে " কুমারীপুত্র ,, বলিহারি তোরে॥
যে প্রকার খৃষ্টানের, পূর্ব্ব প্রকরণ।
কেথলিক চর্চ্চে গিয়া, দেখে এসো মন॥
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে॥

ওল্ড এক টেষ্টমেন্ট, গোল্ড তায় বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা॥
রিফারম প্রটেষ্টান্ট, বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খল খল॥
মিলিটরি সিবিল, বণিক আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটী, আস্ফালন কত॥
জমকে পোষাক করি, গাড়ী আরোহণে।
চর্চ্চে যান স্বরূপসী, শ্রীমতীর সনে॥
বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেষ্টমেন্ট ধরি॥
সেখানেতে আঁখাআঁখি, তাকাতাকি ঘটে
ঝাঁকাঝাঁকি নাহি হয়, ফাকাফাকি বটে॥
বাঁকাবাঁকি আঁখি দৃষ্টে, মাখামাখি নয়।
পথে এসে পাকাপাকি, চাকাচাকি হয়॥
চর্চ্চ বোলে শুধু নয়, পুণ্যধাম যথা।
অবিচ্ছেদে রতি, কাম, বিরাজিত তথা॥
ও বিষয়ে কেহ নাহি, থাকে উপবাসী।
সাক্ষী তার, ক্ষেত্র আর, বৃন্দাবন, কাশী॥
ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম্ ছুট্॥
আলয়েতে আগমন, মনের খুসিতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে॥
অনঙ্গ-সম্পদ-সুখ, লুষিতে লুষিতে।
প্রেমালাপে শ্রীমতীরে, তুষিতে তুষিতে॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নানা॥
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গ লাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥

রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব লাভে।
হোয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে॥
রণবেশি মিলিটরি, যত সব গোরা।
মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোরা॥
হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিবির লিবির জাঁক, শিবির গাড়িয়া॥
চোট্ পাট্ জোট্ পাট্, আয়োজন কোরে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে আগে দেন ধোরে॥
বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে॥
ইচ্ছা করে ধম্মা পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে।
কুক্ হোয়ে মুখ খানি, লুক্ করি সুখে॥
কাজ নাই বুড়ী মেম, বেছে বেছে মিস্।
করি ডিম্, আলু ভোরে, ধোরে দেই ডিস্॥
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস্।
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্॥
সাজিয়া কউচ্ম্যান, উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া॥
নাবিতে উঠিতে যদি, ঘেঁস লাগে গায়।
তবে আর এ সংসারে আমায় কে পায়?
গাউনের সাপ্, যার, টাউনের মাঝে।
তার কাছে কার আর, জারিজুরি সাজে॥
কিনিবার কালে কত, হাসি খুসি কথা।
বিবিজান লয়ে যান, নিজে যান তথা॥
দস্তা জোড়া দস্তে রেখে, শস্তা হয় যাতে।
কোরে দর, সমাদর, হাত দিয়া হাতে॥
আল্মুস্ পিস্তুস্, আদি, ডিক্রুস্, মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা গমিস
জেম্স, নেম্স, কেম্স, আদি, টেঁশগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত॥

পোরে ড্রেস্, হন ফ্রেস্, দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে॥
পুঁইখাড়া চিঙড়ির, কোরে ভুষ্টিনাশ।
ম্যাম্ সঙ্গে, নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ॥
চুনাগলি অধিবাস, খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয়॥
ছাড়েন বাঙালি দেখি, বিলাতের বুলি।
লিছু যাও, কেলাম্যান্, নেটিব্ বেঙালি॥
জুতা-গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই।
রূপি বিনা রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই॥
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন্ এই॥
তেঁতুলে-বাগ্দি যত, ফিরিঙ্গির ঝাঁক।
বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো জাঁক॥
আনাক্যাষ্ট কন্বর্ট, গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, হুলু, হিরু।
গনু, খনু, হনু, তনু, হারু, আর ছিরু॥
এদিকে দুঃখের দায়, মনে ঝোলে ফাঁসি।
বাহিরে প্রকাশ করে, চড়ুকীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ, তাহার নাই হাতা।
তাই পোরে বাবু হন, খালি কোরে মাতা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস্ সাজাইয়া।
ঈশু-ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙালির, ইংলিস ফ্যাসন্।
বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেবি ধরণ্॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার॥

বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি, বহুরূপি. লুকাচুরি খ্যালা ॥
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা ॥
ফ্লেস্ ফিস্ ভরা ডিস্, মধ্যে ভাতে ভাত।
সেপাত্ত সুপাত্ত নয়, নিপাতের পাত ॥
অখিল ভরিয়া সুখে, করে জলসেবা।
যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেতে পারে কেবা
ডবল্ "ডবলিউ,, যোগে, রসের ব্যাপার।
খানার ব্যাপারে শেষ, খানার ব্যাপার ॥
একাকারে একাকার, কিছু নহে কমি।
কারো 'ভোরা' কারো 'চেত্তা' বাহ্যা আর বমি
উরি মধ্যে দুঃখিত্তর, বুঙ্গি সব ভেয়ে।
ভত্ত্বহত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে ॥
তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে ॥
কোনোরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে, বেনোজলে নেয়ে॥
"এ, বি,, পড়া, ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে
সাজায়েছে গাঁদা গাদা, ডেক্কের উপরে ॥
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি ॥
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে ॥
ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয়।
বড় দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয় ॥
সাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে "বোটরেস,, সেলর সকলে ॥
হায় রে সুখের দিন, শোভা কব কায় ?
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায় ॥
প্রতি গেটে গাঁদা হার, কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারু, দেবদারু পাতে ॥
হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার !
ইচ্ছা হয়, হিঁদুয়ানি, রাখিব না আর ॥
জেতে আর কাজ নাই, যীশু গুন গাই।
খানা সহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই ॥
চারিদিকে দেখ মন ! অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানি ছেড়ে ॥
ছেড়োনা ছেড়োনা আর, বিপরীত বাণী !
থাকো থাকো থাকো বাপু, রাখো হিঁদুয়ানি
এবার কি বড়দিন, বড়দিন আছে ?
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে ?
কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত ॥
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ।
কবিরে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ ॥

ইংরাজী ১৮৫৮ সালের নববর্ষ।

কোথায় রয়েছ নাথ করুণানিধান !
করুন করুণ হোয়ে, বিহিত বিধান ॥
বিলিতি সাতান্ন সাল, হোলেন বিদায়।
আটান্নের অভিষেক, কালের সভায় ॥
কি কব দুঃখের কথা, এ যে, কাল কাল।
আমাদের ভাগ্যদোষে, সাল হোলো শাল

সকল কালের কাল, তুমি মহাকাল।
তোমার নিকটে নাই, এ কাল সে কাল॥
সকল কালের পতি, তুমি কালপাল।
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, দেহ শুভকাল॥
তোমার পুণ্যাহে আজ, শুভ নব দিন।
চরণ স্মরণ করি, হোয়ে অতি দীন॥
দীন হীন প্রজা যত, তোমার অধীন।
দিন দিন, দীননাথ! শুভদিন দিন॥
অরির শরীর দিয়া, হরির নিবাসে।
রাখ পদে, রাখ পদে, পদানত দাসে॥
আপদ বিপদ যত, করিয়া সংহার।
করুন ভারতভূমে, শান্তির সঞ্চার॥

ভারতের প্রজা যত, যে আছ যেখানে।
সকলেই রত হও, বিভুগুণ গানে॥
গদ গদ ভাব ভরে, চোখে ফেলো জল।
ঈশ্বরের কাছে চাও, রাজ্যের মঙ্গল॥
তোমাদের স্তবে সেই, দীনদয়াময়।
অবশ্যই হইবেন, সদয় হৃদয়॥
একেবারে ঘুচে যাবে, সমুদয় ভয়।
সুখে বল জয় জয়, ব্রিটিসের জয়॥

রাজ্যের পতির কাছে, নিবেদন এই।
সকল রাজার রাজা, উপরেতে যেই॥
এই বেলা নত হোয়ে, ডাকুন তাঁহায়।
তাহে আর রহিবে না, কোনরূপ দায়॥
রাজজাতি, রাজজাতি, যত বুধগণ।
করুন মনের সহ, ঈশ্বর স্মরণ॥
কটাক্ষে করিলে কৃপা, সেই কৃপাময়।
দুরাচার শত্রু যত, সবে হবে ক্ষয়॥

তত্ত্ব।

পদ্য।

কলেবর কুটীরেতে, ইন্দ্রিয় তস্কর।
ধরিয়া প্রবল বল, আছে নিরন্তর॥
পরমার্থ পুরুষার্থ, করিছে হরণ।
একবার কেহ নাহি, করে দরশন॥
কেমন অজ্ঞান হোয়ে, আছে সব জীব।
কখনো করে না মনে, আপনার শিব॥
নিজ ঘরে চুরি তার, শাসন না হয়।
হরিতে পরের ধন, ব্যাকুল হৃদয়॥

নিজ-জ্ঞান আছে যার, মানুষ সে হয়।
জ্ঞানহীন যত জীব, পশু সমুদয়॥
প্রাতে করে মল, মূত্র, সবে পরিহার।
দিবা দ্বিপ্রহরে করে, সবাই আহার॥
নিশিতে মদনকেলি, পরে নিদ্রাযোগ।
পশুতেও কোরে থাকে, এইরূপ ভোগ॥
নর যদি রিপুজয়ী, জ্ঞানেতে না হবে।
পশুর সহিত তার, প্রভেদ কি তবে?

আপনার দেহ আর, আপনার দারা।
অনায়াসে রক্ষা করে, পশু, পক্ষী যারা॥
সে বড় বিষম নহে, কঠিন তো নয়।
স্বভাবের ধর্ম্মে তাহা, সহজেই হয়॥
ক্রিয়াপাশে বদ্ধ সব, যে দিকেতে চাই।
পরতত্ত্বপরায়ণ, দেখিতে না পাই॥

জ্ঞানিরে মানুষ বোধে, নমস্কার করি।
মাথায় মুকুতা যার, সেই করী করী ॥

ডাকছেড়ে মন্ত্র পড়ে, হোম করে কত।
নানারূপ বেশ ধরে, দাম্ভিকের মত ॥
কভু দুর্গা, কভু শিব, কভু বলে হরি।
করে ধন আহরণ, প্রতারণা করি ॥
বাক্‌সিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, ছলেতে জানায়।
কাগী, বগী, ভস্ম করে, কথায় কথায় ॥
আপনারে বড় বোলে, মরে অভিমানে।
অথচ সে আপনারে, কভু নাহি জানে ॥

সদাই আসক্ত মন, সংসারের সুখে।
শোক আর তাপ পেয়ে, দগ্ধ হয় দুখে ॥
সংসারের যত ধর্ম্ম, সকলি সে ধরে।
কিছু নাহি বাকি রাখে, সকলি সে করে ॥
অথচ লোকের কাছে, তার রূপ হয়।
আমি হই ব্রহ্মজ্ঞানী, এইরূপ কয় ॥
জন মাঝে কেহ নাই, অজ্ঞান তেমন।
কর্ম্ম আর ব্রহ্ম তার, উভয় পতন ॥

শ্রুতিদোষে স্মৃতিহীন, বাক্য নাহি ধরে।
দর্শনে ধরেছে দোষ, দর্শনে কি করে ?
পরস্পর অন্ধ হোয়ে, পড়িয়াছে কুপে।
উঠিবার শক্তি আর, নাহি কোনরূপে ॥
একেতো অধীর অন্ধ, তাহাতে বধির।
কি করিলে কি হইবে, নাহি পায় স্থির ॥
করিয়া পরমপথে, কণ্টক প্রদান।
শব্দ নিয়া করে শুধু, অর্থের সন্ধান ॥

বন্ধ করি কাব্যব্যূহ, কাব্য অলঙ্কারে।
পুরাণাদি, শাস্ত্র শস্ত্র, রাখে ধারে ধারে ॥
পরস্পর মত্ত সবে, বিচার-সমরে।
কিসে জয়লাভ হয়, এই আশা করে ॥
বচনের সূত্র তুলে, ব্যাকুল চিন্তায়।
পরম ভাবের ভাবে, অভাব ঘটায় ॥
কিছুমাত্র নাহি লয়, ভিতরের সার।
শাস্ত্রের সদ্ভাব ভেঙে, একে করে আর ॥

বোঝা বোঝা পুঁথি পড়ে, মর্ম্ম নাহি লয়।
মিছে পোড়ে কি হইবে, নাহি ফলোদয় ?
বৃথা পরিশ্রম করে, হরে আয়ুধন।
অবোধের পাঠ আর, অন্ধের দর্পণ ॥
বুদ্ধিমানে শাস্ত্র পড়ে, তত্ত্ব লয় তার।
অবোধে কি পাবে তত্ত্ব, তত্ত্ব কোথা তার ?
শব্দবোধে শুধু জন্ম, বিদ্যার প্রকাশ।
সংসারের মোহ তায়, নাহি হয় নাশ ॥

কোন নর কোটি বর্ষ, বেঁচে যদি রয়।
তথাপিও শাস্ত্র পোড়ে, শেষ নাহি হয় ॥
কত গুণ সম্ভাবনা, হয় একাধারে।
শাস্ত্ররূপ সিন্ধুপারে, কে যাইতে পারে ?
কর কর যত পার, শাস্ত্রের আলাপ।
কিন্তু তায়, মন, যেন, না দেখে প্রলাপ ॥
দেখিবে প্রত্যক্ষ যাহা, মেনে লবে তাই।
বচন গ্রহণে কোন, প্রয়োজন নাই ॥

আয়ুহর বিঘ্নকর, শাস্ত্র সমুদয়।
সমুদয় শাস্ত্র পোড়ে, জ্ঞান কার হয় ?

শাস্ত্র পাঠে নাহি হয়, মালিন্য মোচন।
কখনই শাস্ত্র নয়, মোক্ষের কারণ॥
বিদ্যা কিছু অন্তরের, আঁধার না হরে।
মুক্তি আর জ্ঞানপথে, বিড়ম্বনা করে॥
শাস্ত্র পোড়ে বিদ্যা শিখে ঘোচে না বন্ধন।
মুক্তির কারণ শুধু, একমাত্র মন॥

বেছে বেছে সার লও, শাস্ত্রালাপ করি।
হংস যথা ক্ষীর খায়, নীর পরিহরি॥
অমৃত ভোজন করি, তৃপ্তিলাভ যার।
আহারের প্রয়োজন, কিছু নাহি তার॥
সহজেতে সমুদয়, দৃষ্টি যেই করে।
বৃদ্ধ হোলে সে কখন "চসমা" না ধরে॥
হেঁটে না হোঁচোট খায়, চলে যেই তেজে।
সে কি কভু যষ্টি ধরে, ষষ্ঠীবুড়ি সেজে?

প্রেম আর ভক্তি হয়, সর্ব্ব মূলাধার।
ভগবানে ভক্তি কর, মনে মেনে সার॥
ভক্তিভরে প্রভু পদে, যে সঁপেছে মন।
সে কি আর করে কভু, শাস্ত্র আলাপন?
বিচার, বিতর্ক তার, মনে নাহি লয়।
কোনমতে বাহ্য তারি, গ্রাহ্য আর নয়॥
শাস্ত্র ছেড়ে জ্ঞানী করে, জ্ঞানের গ্রহণ।
পল ফেলে ধান্য লয়, কৃষক যেমন॥

বল।

জ্ঞানহীন মূর্খ যেই, মৌন বল তার।
তস্করের বল শুধু, মিথ্যা-ব্যবহার॥
ভুপতি তাহার বল, অবল যে জন।
বালকের বল হয়, কেবল রোদন॥
অস্ত্র আর যুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয়ের বল।
ভিক্ষুকের ভিক্ষাবল, দেহের সম্বল॥
ব্যাপার তাহার বল, বৈশ্য যেই জন।
শূদ্রের কেবল বল, ব্রাহ্মণ-সেবন॥
বিদ্যা-বলে ধরে বল, পণ্ডিত সকল।
বল বল, বণিকের, বাণিজ্যই বল॥
হিংস্রকের হিংসা বল, অন্য কিছু নয়।
নিন্দাই তাহার বল, নিন্দুক যে হয়॥
কেশ আর বেশ হয়, বেশ্যাদের বল।
বঞ্চনা তাদের বল, যারা হয় খল॥
যুবতী নারীর বল, যৌবন-রতন।
বাচালের বল শুধু, মুখের বচন॥
মীন, শস্য সমুদ্রের জল হয় বল।
তরুদের ফল শুধু ফুল আর ফল॥
শশী আর তপনের, বল হয় কর।
দেবতার বল শুধু, শাপ আর বর॥
গৃহস্থের ধর্ম্মবল, স্তাবকের স্তব।
শুচির অশ্বন বল, ধনির বিভব॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্ম-বল তাঁর।
যতিদের বল হয়, সদা সদাচার॥
গুন আর ঐক্য ভাব, গুনিদের বল।
খনির কুটিল কথা, ছুতো আর ছল॥
পুণ্যবল তারা ধরে, পুণ্যবান যত।
পাপ হয় তার বল, পাপে যেই রত॥
সত্য বল বল তার, সৎ যেই হয়।
অসত্যই বল তার, সৎ যেই নয়॥
অনুগামী অনুচর, যে হইবে ভাই।
আনুগত্য বিনা তার, অন্য বল নাই॥
সুকর্ম্মশালীর বল, ধীরতা সাহস।
মানির কেবল বল, মান আর যশ॥

সন্ন্যাসির ন্যাস বল, যোগীদের যোগ।
ভৃত্যের ভূপতি-সেবা, ভোগীদের ভোগ॥
সতী-বল পতিসেবা, প্রজা-বল ভূপ।
শিষ্য-বল গুরুসেবা, ভেক-বল কূপ॥
বিবেক তাহার বল, শান্ত যেই জন।
সঞ্চয় তাহার বল, অল্প যার ধন॥
শান্তি-বল বিপ্রের, ব্রাহ্মের উপাসনা।
সাধকের বল হয়, কেবল সাধনা॥
রাজার, প্রতাপ বল, বলের প্রধান।
যাহার অভাবে যায়, রাজ্য যার মান॥
সেই রাজা শান্তি-বলে, বলী যদি হয়।
তার কাছে কোন বল, বলবান নয়॥
শক্তি-বল শাক্তের, শৈবের শিবনাম।
বৈষ্ণবের বল শুধু, হরে হরে রাম॥
ভক্তিবল ভক্তের, অন্যথা নাহি তার।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের সহায়॥
ঈশ্বরে যে সঁপিয়াছে, দেহ, প্রাণ, মন।
কত বল ধরে সেই, নাহি নিরূপণ॥

খল ও নিন্দুকের স্বভাব।

পদ্য।

মহৎ যে হয় তার, সাধুব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি, জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে, চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে, করে বিতরণ॥

কাক কারো করে নাই, সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে, ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব, বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয়, সুমধুর গানে॥

কেমন কোমল কায়, শোভা মনোহর।
কোনরূপে নাহি সয়, তপনের কর॥
রবি.ছবি মুদিত, উদিত নিশাকর।
তখন বাহির হয়, পাখী নিশাচর॥
লক্ষ্মীপ্রিয় পক্ষী সেই, পেঁচা নাম ধরে
রব শুনে সব লোক, দুর ছাই করে॥

অহির শরীর থাকে, মহীর ভিতর।
বিমল বিনোদ বপু, দেখিতে সুন্দর॥
চন্দনের তরুতলে, হইয়া বাহির।
পেটভরে খায় শুধু, মলয় সমীর॥
বাসুকীর বংশধর, নাম তার ফনি।
মাথার উপরে শোভে, মনোহর মণি॥
কিন্তু করে যার দেহে, অধর অর্পণ।
তখনি পাঠায় তারে, শমন সদন॥
তুলনায় সেইরূপ, অবিকল খল।
মধুমাখা মুখখানি, পেটভরা ছল॥
সাধু সাধু বোধ হয়, আকারে প্রকারে।
একেবারে সারে তারে, পেয়ে বসে যারে

গুণময় হইলেই, মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর, কোন খানে নাই॥
শারী আর শুক পাখী, অনেকেই রাখে।
যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?

অধমে রতন পেলে, কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি, সাধু হয় খল?

ভাল, মন্দ, দোষ, গুন, আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে, গরল উগরে ॥
লবণ জলধি-জল, করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে, সুধা বরিষণ ॥
সুজনে সুযশ গায়, কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে, সুরব নাশিয়া ॥

শঠের স্বভাব এই, স্বভাব তরল।
প্রকাশে সরল ভাব, ভিতরে গরল ॥
কাঁকুড় বাহিরে যথা, দৃশ্য অপরূপ।
ভিতরে বিভিন্ন ভাব, নহে একরূপ ॥
বাহিরে মধুর হাসি, পেটভরা ছল।
বাহিরে সুন্দর যথা, মাখালের ফল ॥

যে জন স্বভাবে করে, পর পরীবাদ।
সে জন আপনি করে, আপন প্রমাদ ॥
কেহ না বিশ্বাস করে, যত কথা কয়।
নিজে দেয় নীচরূপে, নিজ পরিচয় ॥
মুখফুটে, মুখ নাহি পায় কোনখানে।
নিন্দুক বলিয়া তারে, সকলেই জানে ॥
নিন্দুকের নিন্দা কথা, শুনি সব ঠাঁই।
আমি বলি তার চেয়ে, হিতকারী নাই ॥
সংসারে সবাই ফেরে, মাতৃগুন গেয়ে।
নিন্দুকেরা উপকারী, জননীর চেয়ে ॥
সন্তানে করিয়া কোলে, ধরি তার গলা।
জননী মোচন করে, বাহিরের মলা ॥
নিন্দুকের কি লিখিব, প্রতিষ্ঠা প্রচুর।
ভিতরের মলা যত, সব করে দুর ॥
পাপ, তাপ, যত আছে, বলে লয় কেড়ে।
রসনারে ঝাঁটা কোরে, সব দেয় ঝেড়ে ॥
প্রিয়গণ প্রিয় হও, মন করি বশ।
যে তোমারে নিন্দা করে, গাও তার যশ ॥
মন হোতে দূর করি, দ্বেষ আর মদে।
নমস্কার কর সবে, নিন্দুকের পদে ॥

উপদেশ।

ভ্রমে মুগ্ধ সমুদয়, জগতের লোক।
কোনক্রমে নাহি পায়, জ্ঞানের আলোক ॥
এইরূপ দেখি সব, হত উপদেশ।
বৃথায় বিবাদ করি, আয়ু করে শেষ ॥
অন্বেষণ করে তাই, তর্ক বাড়ে যাতে।
হাতে আছে মহারত্ন, যত্ন নাই তাতে ॥
থাকিতে বিমল সুধা, না ধরে অ[illegible]।
কটু কথা কালকুট, বিষপান করে ॥
মায়ার ছায়ার খেলা, ভুতের সংসার।
অভিভুত হই দেখে, ভুতের ব্যাপার ॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, স্নেহ কর যায়।
ভেবে দেখ কতরূপ, বস্তু আছে তায় ॥
ভাবভরা এই ভব, ভাবের ভবন।
আছে চক্ষু, স্থির হোয়ে, কর দরশন ॥
স্থিররূপে সৃষ্টি প্রতি, দৃষ্টি আছে যার।
সে কেন জগতে করে, বিফল বিচার ?
পেয়েছ রসনা চারু, পান কর রস।
তুমি যার, সুখে তার, গান কর যশ ॥
মনের অসুখ শুধু, দুখের কারণ।
আছে কর্ণ শুন তার, জ্ঞানের বচন ॥
জ্ঞানে যেই গুরু নয়, গুরুভাব যার।
জ্ঞানীগণে করে তার, উকার সংহার ॥